চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 88 Monday, 27 February, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৮৮ সংখ্যা ❋ ১৪ ফাল্গুন, ১৪২৯, সোমবার, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ভোটের আগে ফের প্রধানমন্ত্রীর মুখে পশ্চিমবঙ্গের নাম

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের আগে ফের প্রধানমন্ত্রীর মুখে পশ্চিমবঙ্গের নাম। মাসিক রেডিও অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গকে সংস্কৃতির পীঠস্থান বলে উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর কথায় উঠে এল ত্রিবেণীর কুম্ভস্নানের কথাও। রবিবার ছিল প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানের ৯৮তম পর্ব। ত্রিবেণীর কুম্ভস্নান নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমেরিকা নিবাসী এক ভারতীয় পঞ্চম বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চিঠিতে বাংলার কুম্ভস্নানের কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে মোদি জানান, বহু পুরনো বাংলার এই কুম্ভস্নান। কিন্তু ৭০০ বছরের বেশি সময় ধরে বন্ধ হয়ে ছিল এই রীতি। প্রধানমন্ত্রী আক্ষেপ, স্বাধীনতার পরবর্তী সময় এই কুম্ভস্নান ফের শুরু হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। মাত্র দু'বছর আগে স্থানীয় মানুষ ও কুম্ভস্নান পরিচালনা সমিতির উদ্যোগে এই উৎসব আবার শুরু হয়। ত্রিবেণীর কুম্ভস্নানকে কেন্দ্র করে বাংলার প্রচুর রীতিনীতি, সংস্কৃতি উঠে এসেছে। বাংলাকে সংস্কৃতির পীঠস্থান বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দফতরের (পিএমও) ইকনমিক অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের তরফে 'বিদ্যালয়ে বুনিয়াদি শিক্ষা এবং গাণিতিক সাক্ষরতা'র (ফাউন্ডেশনাল লিটারেসি অ্যান্ড নিউমেরেসি ইনডেক্স, ২০২২) উপর একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। ইনস্টিটিউট ফর কম্পিটিটিভনেস, স্ট্যানফোর্ডএর সঙ্গে মিলিতভাবে সমীক্ষাটি মূলত সারা ভারতের শিক্ষাসংক্রান্ত উন্নয়নের স্কোরকার্ড। পিএমও'র এই রিপোর্টের পর মন কি বাতে বাংলার সংস্কৃতির প্রশংসা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিকে উত্তরপ্রদেশে ভাল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং ব্যবসার জন্য নিরাপদ পরিবেশ রাজ্যে কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করছে। নিরাপদ পরিবেশের কারণে পর্যটকরাও এখানে প্রচুর পরিমাণে ভ্রমণ করছেন বলে রবিবার বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশে আয়োজিত কর্মসংস্থান মেলায় ভাষণ দিচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেন, বিজেপি শাসনের অধীনে উত্তর প্রদেশের পরিচয় পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এটি ভাল আইনশৃঙ্খলার সাথে দ্রুত বিকাশ করছে। আগে রাষ্ট্রীয় মাফিয়া ও ভাঙ্গা ব্যবস্থার জন্য পরিচিত ছিল। উত্তরপ্রদেশে আয়োজিত কর্মসংস্থান মেলায় ৯ হাজার যুবককে পুলিশে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, তরুণরা তাদের সঙ্গে নতুন ধারণা ও দক্ষতা নিয়ে আসবে। তিনি পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করতে যাওয়া যুবকদের সংবেদনশীল হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন এবং এই দিকে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, পুলিশকে এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে অপরাধীদের মনে ভয় জাগায় এবং সাধারণ বেশি আইন মান্যকারীকে নির্ভীক বোধ করে। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কারণে রাজ্যে ক্রমবর্ধমান কর্মসংস্থানকে একটি বড় অর্জন হিসাবে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৭ সালের পর শুধুমাত্র পুলিশে ১.৫ লক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে। অঞ্চলটি এখন এক্সপ্রেস অঞ্চল হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কমিটির রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষায় বাংলা শীর্ষে, শেষে যোগীরাজ্য

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আবার শীর্ষে সেই বাংলা। এবার প্রাথমিক শিক্ষায়। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দফতরের (পিএমও) ইকনমিক অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের তরফে 'বিদ্যালয়ে বুনিয়াদি শিক্ষা এবং গাণিতিক সাক্ষরতা'র (ফাউন্ডেশনাল লিটারেসি অ্যান্ড নিউমেরেসি ইনডেক্স, ২০২২) উপর একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। ইনস্টিটিউট ফর কম্পিটিটিভনেস, স্ট্যানফোর্ডএর সঙ্গে মিলিতভাবে সমীক্ষাটি মূলত সারা ভারতের শিক্ষাসংক্রান্ত উন্নয়নের স্কোরকার্ড। তাতেই দেখা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের 'মার্কস' অনেক বেশি। তবে এখানেই থেমে থাকলে চলবে না, দেখা যাচ্ছে যে বড় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে নম্বরের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অনেকটাই ফারাক বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের। এই বছরের রিপোর্টটিকে ইউএসএআইডি এবং রুম টু রিড সংস্থা দুটিও সমর্থন করেছে। প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সংসদের চেয়ারপার্সন, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক বিবেক দেবরয় এটি মান্যতা দিয়ে এর মুখবন্ধ লিখেছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এই সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করে টুইটারে লিখেছেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুকুটে আরেকটি পালক। খোদ প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সংসদ এবং ইন্সটিটিউট ফর

কম্পিটিটিভনেস, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত রিপোর্টে ৫৪.৫৮ পেয়ে দেশের সমস্ত বড় রাজ্যগুলির মধ্যে বিদ্যালয়ে বুনিয়াদি শিক্ষা এবং গাণিতিক সাক্ষরতার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম। এগিয়ে বাংলা। বিদ্যায়। বুদ্ধিতে। শনিবার তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য জহর সরকার টুইটারে সেই রিপোর্ট শেয়ার করেন। তিনি লিখেছেন, ১০ বছরের কম বয়সিদের পড়াশোনায় সারা দেশে শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ, অন্যদিকে সবচেয়ে তলায় রয়েছে উত্তরপ্রদেশ! এমন অভাবনীয় ফলের জন্য নিজের রাজ্যকে অভিনন্দনও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তিনি এর জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। টুইটার পোস্টে তাঁদের ট্যাগ করেন জহরবাবু। একইসঙ্গে ট্যাগে ছিল তৃণমূলের সর্বভারতীয় স্তরের টুইটার পেজ। একইভাবে এই রিপোর্ট শেয়ার করেছেন তৃণমূলের মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য। প্রধানমন্ত্রীর ইকোনমিক অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল প্রকাশ করেছে ফাউন্ডেশনাল লিটারেসি ও নিউমেরেসি রিপোর্ট, ২০২২। যেখানে দেশের সব রাজ্যের আলাদা আলাদা করে শিক্ষাসংক্রান্ত উন্নয়নের স্কোরকার্ড প্রকাশিত হয়েছে। কোন ধরনের শিক্ষায় কোন রাজ্য কতটা এগিয়ে তা বলে দেয় এই রিপোর্ট। সাম্প্রতিক প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ১০ বছরের কম বয়সি অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরের পড়াশোনায় এগিয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে পাঞ্জাব। যার নম্বর ৬৪.১৯। অন্যদিকে বড় রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ ৫৪.৯৮ নম্বর পেয়েছে। বড় রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হাল যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশের। সে রাজ্যের নম্বর মোটে ৩৭.৪৬। অর্থাৎ তৃণমূল শাসিত বাংলার থেকে ১৭ পয়েন্টে পিছিয়ে যোগীর রাজ্য। মোট পাঁচটি সূচকের ভিত্তিতে রাজ্যগুলিকে রিপোর্টে নম্বর দেওয়া হয়। তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা, পড়াশোনার সুবিধা পাওয়া, পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য, সামগ্রিক পরিচালন ব্যবস্থা ও পড়াশোনার ফলে প্রাপ্ত শিক্ষার মান। সেইগুলির ভিত্তিতেই এগিয়ে বাংলা। আর পিছিয়ে কে উত্তরপ্রদেশ।

কাশ্মীরের মন বোঝেন না মোদী

কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে দাবি রাহুলের

রায়পুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত জোড়ো যাত্রায় জম্মু কাশ্মীরে তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল প্রশাসন। তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু কাশ্মীরে পৌঁছে কাশ্মীরের মানুষের আবেগ তিনি বুঝেছেন, মোদী সরকার বোঝেনি। রবিবার এমনই দাবি করলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি তথা সাংসদ রাহুল গান্ধী। এদিন রায়পুরে অনুষ্ঠিত দলের প্লেনারি সেশনের তৃতীয় দিনে রাহুল গান্ধী বক্তৃতায় বলেন, কাশ্মীরে যখন ঢুকলাম উপত্যকায় বরফ ছিল, রোদ ছিল। হাজার হাজার লোক আমাদের সঙ্গে হাঁটছে। একজন আমার কাছে এসে বলল, রাহুলজি একটা প্রশ্ন, যখন কাশ্মীরের মানুষের কষ্ট হয়, বাকি হিন্দুস্তানের এত আনন্দ কেন হয়? আমি বললাম, ভুল বুঝছেন । প্রত্যেক ভারতীয় আপনাদের সঙ্গে আছেন। কিছু বাছাই করা লোক আছে, যাঁরা খুশি হন। তাঁদের সংখ্যা হাজার হবে। কিন্তু দেশের নাগরিক কোটি কোটি। কাশ্মীরে ঢুকে তিনি চারদিকে তেরঙা দেখেন। তিনি বলেন, পুলিশ বলেছিল ২ হাজার লোক আসবে। আমার নিরাপত্তাকর্মীরাও তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু ৪০ হাজার লোক এল। পুলিশ ৪০ হাজার লোক দেখে দড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। তাঁর কথায়, কাশ্মীর হিন্দুস্থানের সবচেয়ে জঙ্গি অধ্যুষিত এলাকা। কিন্তু চারদিকে শুধুই তেরঙা। কারা এই তেরঙা নিয়ে লাগিয়েছিলেন, বা হাতে নিয়েছিলেন, তাঁদের তিনি জানেন না। রাহুলের দাবি, এখানেই তাঁর কাছে হেরেছে প্রধানমন্ত্রী তথা মোদী সরকার। আদানি গোষ্ঠীর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপর নতুন করে ক্ষোভ প্রকাশ করে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী প্রশ্ন তোলেন, কেন গোটা সরকার গৌতম আদানিকে রক্ষা করছে, যিনি সবচেয়ে বড় দেশপ্রেমিক হিসাবে বিবেচিত হচ্ছেন, যখন কেউ তাঁর সমালোচনা করলে তাকে বিশ্বাসঘাতক বলা হয়। তাঁর মতে, কংগ্রেস তপস্বীদের দল, পূজারিদের নয়। চার মাসের ছোট্ট তপস্যায় জনগণের মধ্যে, দেশে প্রাণ ফিরেছে। এই তপস্যা বন্ধ হবে না।

আশঙ্কা রিজার্ভ ব্যাংকের শীর্ষ অর্থনীতিবিদের

ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি নড়বড়ে

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ গত দু'বছরের তুলনায় আগামী অর্থবর্ষে শ্লথ হচ্ছে দেশের আর্থিক বৃদ্ধি।

বাজেটের আগে আর্থিক সমীক্ষায় এমনটাই ইঙ্গিত দেখা দিয়েছিল। সেইমতো দেশের জিডিপি বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাও কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এবার আরও বড় আশঙ্কার কথা শোনালেন রিজার্ভ ব্যাংকের মনিটারি পলিসি কমিটির সদস্য জয়ন্ত আর বর্মা। তিনি দাবি করছেন, ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি এই মুহূর্তে এতটাই নড়বড়ে যে আগামী বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ নাও হতে পারে বা হওয়া নিয়েও সংশয় রয়েছে। তিনি আশঙ্কা করছেন, চলতি বছর ভারতের মুদ্রাস্ফীতির হার উপরের দিকেই থাকবে। তবে আগামী বছর সেটা অনেকটাই কমবে। অর্থাৎ আগামী বছর মূল্যবৃদ্ধির মার থেকে সামান্য স্বস্তি পেতে পারে দেশবাসী। যদিও সেটাকে বিশেষ ভাল লক্ষণ বলে মনে করছেন না রিজার্ভ ব্যাংকের মনিটারি পলিসি কমিটির সদস্য। তিনি জানিয়েছেন, ইএমআইয়ের চাপে সাধারণ নাগরিকের হাতে টাকার পরিমাণ কমা শুরু করবে। ফলে বাজারে চাহিদা কমবে। সেটাই মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের কারণ হবে। রিজার্ভ ব্যাংকের নীতি নির্ধারক কমিটির অন্যতম সদস্যের দাবি, ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি বেশ ভঙ্গুর। মনে হচ্ছে না যে আমাদের যে পরিমাণ বৃদ্ধি প্রয়োজন সেটা এবার অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি দাবি করেন, সুদের হার বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতির হার, এবং একাধিক চ্যালেঞ্জের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৃদ্ধির হার বজায় রাখাটা বেশ কঠিন হবে দেশের জন্য। উল্লেখ্য, চলতি বছর রিজার্ভ ব্যাংক ৭ শতাংশ হারে জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু আর্থিক সমীক্ষা বলা হয়েছিল, সরকার সেই লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ। দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার চলতি বছর হতে পারে ৬.৫ শতাংশ। অর্থাৎ চলতি বছরও লক্ষ্যপূরণ হয়নি। আগামী বছর রিজার্ভ ব্যাংক এমনিই কমিয়ে ৬.৪ শতাংশ করেছে। সেটাও যদি পূরণ না হয়, তাহলে সেটা ভারতের অর্থনীতির জন্য স্বস্তির খবর হবে কি না তা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে সবটাই নির্ভর করছেসময়ের ওপর।

রাজনীতি থেকে অবসর নিচ্ছেন না সোনিয়া গান্ধী ।। কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ এখনই সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেবার ইচ্ছে কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর নেই। তাঁর অবসর নিয়ে যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটালেন কংগ্রেস নেত্রী অলকা লম্বা। কংগ্রেসের প্লেনারি অধিবেশনের শেষ দিন অলকা জানিয়ে দিলেন,'সোনিয়া গান্ধী স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন না। আমাদের অভিভাবকের ভূমিকায় থেকে যাবেন।' এমনিতে সোনিয়া বয়সের ভারে ন্যুজ। শারিরীক অসুস্থতায় বেশিরভাগ সময় ঘরবন্দি থাকেন। দলের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছাড়া অন্য কংগ্রেসের কর্মসূচিতে অনুপস্থিতি থাকেন। যদিও ভারত জোড়ো যাত্রায় একদিন যোগ দিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে রাজনীতিতে সোনিয়ার সক্রিয়তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। শনিবার প্লেনারি অধিবেশনে সেই জল্পনাকে আরও উসকে দেন নিজেই। জানান, খাড়গেজির নেতৃত্বে দলের নতুন প্রজন্মকে দায়িত্ব নিতে হবে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে দল সব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এটা ভেবে ভাল লাগছে যে, ২৫ বছর সভাপতির দায়িত্ব পালনের শেষটা ভারত জোড়ো যাত্রা দিয়ে শেষ হয়েছে। ঠিক তখনই প্রশ্ন ওঠে তাহলে দল পরিচালনার ক্ষেত্রে ফের বড় কোনও সংকটে পড়লে সোনিয়া গান্ধী কি হাল ধরবেন না। প্রশ্ন ওঠার পাশাপাশি জল্পনা শুরু হয় অধিবেশনে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হবেন কিনা তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়। অলকা লম্বা এদিন সেই সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিলেন। প্লেনারি অধিবেশনে কংগ্রেস নেত্রী বলেন,সোনিয়ার মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হওয়া বন্ধ হওয়া উচিত। তিনি কখনও রাজনীতি থেকে অবসর নেননি, কখনও নেবেনও না। কংগ্রেস নেত্রী দাবি করে বলেন, সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে তিনি নিজে কথা বলেছেন। এবং সোনিয়াই তাঁকে জানিয়েছেন, তিনি রাজনীতি থেকে কখনও অবসর নেবেন না। আমাদের অভিভাবক হিসাবে থেকে যাবেন। অলকা যখন একথা বলছিলেন, তখনও মঞ্চে ছিলেন সোনিয়া। তাঁকে মৃদু হাসতে দেখা যায়। বোঝা যায়, অলকার কথায় সম্মতি দিয়েছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী। শোনা যাচ্ছে, সোনিয়া সক্রিয় রাজনীতিতে থাকতে না চাইলেও কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা তাঁকে ছাড়তে চাইছেন না।

ভারত সফরে এলেন ডেনমার্কের ক্রাউন প্রিন্স ও প্রিন্সেস

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ডেনমার্কের ক্রাউন প্রিন্স ফ্রেডরিক আন্দ্রে হেনরিক ক্রিশ্চিয়ান এবং ক্রাউন প্রিন্সেস মেরি এলিজাবেথ চার দিনের সফরে ভারতে পৌঁছেছেন। রবিবার সকালে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি টুইট করে এখবর জানান। তিনি বলেন, দুদশকের মধ্যে এটিই প্রথম ডেনমার্ক থেকে রাজকীয় সফর। এতে ভারত ও ডেনমার্কের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। এই টুইটে বাগচি ডেনমার্কের ক্রাউন প্রিন্স ফ্রেডেরিক আন্দ্রে হেনরিক ক্রিশ্চিয়ান এবং ক্রাউন প্রিন্সেস মেরি এলিজাবেথের ছবিও সংযুক্ত করেছেন।

মদ কেলেঙ্কারিতে গ্রেপ্তার দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া

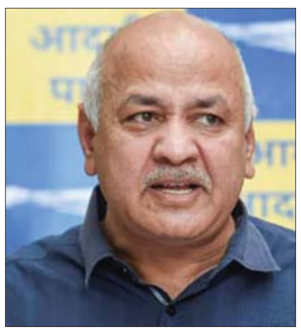

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ তিনি বলছিলেন যে কোনও মুহূর্তে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। অবশেষে তাই হল রবিবার গ্রেপ্তার করা হল দিল্লির উফমুখমন্ত্রীকে। দিল্লির উপরাজ্যপাল বিকে সাক্সেনার নির্দেশে আম আদমি সরকারের আবগারি দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছিল সিবিআই । সেই কেলেঙ্কারির তদন্তে দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার দপ্তরে ও বাড়িতে একাধিকবার হানা দিয়েছিল সিবিআই। শেষ পর্যন্ত সিসোদিয়াকে গ্রেপ্তার করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। একটানা ৯ ঘণ্টা জেরার পর রবিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা হেফাজতে নেয় দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রীকে। রবিবার সকাল থেকেই জেরা করা হচ্ছিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ডেপুটিকে। শেষ পর্যন্ত এদিন সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। উল্লেখ্য, গ্রেপ্তার হতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন সিসোদিয়া। জানিয়েছিলেন, ৭-৮ মাস জেলে থাকার জন্য প্রস্তুত আছেন। সিসোদিয়া বলেন, কিছু যায় আসে না, কয়েক মাসের জন্য জেলে থাকতে হলে থাকব। আমি ভগত সিংয়ের ভক্ত, তিনি দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। পাশাপাশি আম আদমি পার্টির প্রধান তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল আশ্বস্ত করেন, সিসোদিয়ার পরিবারের দেখভাল করবেন। এদিন সকাল থেকেই সিসোদিয়ার বাড়ি এবং সিবিআই অফিসে অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল পুলিশ। যাতে করে কেজরিওয়ালের ডেপুটির গ্রেপ্তারিতে অশান্তি না ছড়ায়। এরপরেও আপ নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চক্রান্তের অভিযোগ তোলেন। এর পরেই আটক করা হয় বেশ কয়েকজন আপ নেতা ও কর্মীকে। আবাগারি কেলেঙ্কারিতে গত অগস্টে সিসোদিয়া এবং আরও ১৪ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। গত রবিবার সিসোদিয়াকে তলব করা হয়েছিল। যদিও বাজেট প্রস্তুতির কথা বলে হাজিরা দেননি তিনি। এদিন তাঁকে ফের তলব করা হয়েছিল। এরপর সকাল থেকে একটানা ৯ ঘণ্টা জেরার পর সন্ধেবেলা গ্রেপ্তার করা হল। আপ দিল্লি শাখার সমর্থকরা সিসোদিয়ার বাসভবনের বাইরে বৃহত্তর সংখ্যায় জড়ো হয়েছে। আপ নেতারা দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রীর 'গৃহবন্দী' বলে সমালোচনা করে একে বিজেপির 'একনায়কত্ব' বলে অভিহিত করেছেন। এর আগেরদিন সিবিআই তাঁকে তলব করলেও দেখা করতে যাননি। সিসোদিয়ার সিবিআই দফতরে যাওয়ার পথে রাজধানীতে তাদের শক্তি প্রদর্শন করতে চলেছে আম আদমি পার্টি। তাঁর গাড়ির ছাদের কাচের ঢাকনা খুলে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপ নেতা।

মার্চের শুরুতেই রাজ্যের তাপমাত্রার পারদ ছুঁতে পারে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস!

দুরন্তবার্তা,কলকাতা,২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দেখেতে দেখতে ফেব্রুয়ারি প্রায় শেষ হয়ে এল। তবে দিনের বেলা রোদ দেখে বোঝা বেশ কঠিন। কারণ, এখনই রোদে বেরলে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠছে। বাড়িতে বাড়িতেও পাখা ঘুরছে। আপাতত দিন ও রাতের তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই বললেই চলে। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে মার্চের শুরুতে হু হু করে বাড়তে পারে তাপমাত্রা। পারদ ছুঁতে পারে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসও। রবিবার সকালের দিকে আকাশ আংশিক মেঘলা। তবে পরে পরিস্কার আকাশের দেখা মিলবে। সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২.১ ডিগ্রি। শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৫ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৩৯ থেকে ৯৪ শতাংশ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, মার্চের শুরুতেই কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলির তাপমাত্রা বাড়তে পারে। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে পারে বলে বলা হচ্ছে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে পূবালী হাওয়া আর পশ্চিমের বাতাস বইতে পারে। জেলাতে এখনও রাত ও সকালের দিকে খুব হালকা শীতের অনুভূতি থাকতে পারে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় রাত ও সকালের দিকে আবহাওয়া মনোরম থাকবে। তবে দিনের বেশিরভাগ সময় গরম থাকবে। আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রা কমার কোন সম্ভাবনা নেই। আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গে না হলেও, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। আগামী কয়েকদিন স্বাভাবিক বা তার উপরই থাকবে উত্তরবঙ্গের তাপমাত্রা। আগামী মঙ্গলবার নতুন করে রাজ্যে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকবে। বাংলাদেশ সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। জম্মু কাশ্মীর, লাদাখ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়ে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। ফেব্রুয়ারির শেষ ও মার্চের শুরুতে কাশ্মীর উপত্যকা ও হিমাচলপ্রদেশে তুষারপাতের সম্ভাবনা। রাজস্থানে আগামী ৩ দিনে ৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়বে। গুজরাটে ২৪ ঘণ্টা একই থাকবে তাপমাত্রা। তারপর থেকে তিন ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। মধ্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আগামী তিনদিন একই রকম তাপমাত্রা থাকবে। এরপর তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি বাড়বে। উত্তর পশ্চিম ভারতে আগামী তিন দিনে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ৪-৬ ডিগ্রি উপরে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

আজ মেঘালয়-নাগাল্যান্ডে নির্বাচন

মুম্বই, নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ এক রাজ্যে চলছে দুই বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন। আর সোমবার ভারতের দুই পার্বত্য রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। রবিবার মহারাষ্ট্রের দুই বিধানসভা কেন্দ্র চিনছাওয়াদ এবং কসবায় চলছে উপনির্বাচন। দুই বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের গুরুত্ব অন্যত্র। শিবসেনার প্রতীক নিয়ে সম্প্রতি শিন্দে এবং উদ্ধব গোষ্ঠীর মধ্যে চলে লড়াই। নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দেয়, শিন্দেই শিবির আসল শিবসেনা। তারাই তীর ধনুক প্রতীক ব্যবহারের অধিকারী। কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় উদ্ধব শিবির। তাদের আশা ছিল, রায় তাদের পক্ষে যাবে। শীর্ষ আদালতের রায় যায় উদ্ধব শিবিরের পক্ষে। তবে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, মহারাষ্ট্রের আসন্ন দুই বিধানসভা নির্বাচনে শিবসেনা তাদের প্রতীক ব্যবহারের সুযোগ পাবে। অন্যদিকে, আগামীকাল ভোট নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ে। ভারতের এই দুই সীমান্তবর্তী রাজ্যে ভোটপর্ব নির্বিঘ্নে করতে কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। নাগাল্যান্ডের মন জেলার দিকে বিশেষভাবে নজর থাকবে। এই মন জেলায় সম্প্রতি তেতে ওঠে। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনী নির্বিচারে গুলি চালায়। প্রাণ হারান বেশ কয়েকজন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ইস্তফার দাবি ওঠে। যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইস্তফা দিতে অস্বীকার করেন। সেই নাগাল্যান্ডবাসী আগামীকাল তাদের নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করতে চলেছেন।

'দেউলিয়া' পাক দেশকে উদ্ধার করবেন মোদিই! দাবি র-এর প্রাক্তন প্রধানের

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্তমানে দেনার দায়ে ডুবছে পাকিস্তান। এই অবস্থায় কে তদের পাশে দাঁড়াবে। প্রশ্নটা বার বার মনে আসছে বিশ্ববাসীর। আকাশ ছোঁয়া বাজার দরে নাভিশ্বাস আমজনতার। এমন পরিস্থিতি থেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে উদ্ধার করতে মাঠে নামতে পারেন খোদ নরেন্দ্র মোদি কি। ,ত্যিই তাই তিনি পাক দেশের বর্তমানের মাসিযা বলে মনে করছে প্রাক্তন র-রএর গোয়েন্দা বিভাগের প্রাক্তন কর্তা অমরজিৎ সিং দুলাত। তাঁর দাবি,পড়শি দেশকে আর্থিক সংকট থেকে বের করে আনতে চলতি বছরের শেষের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে ভারত।

এক সাক্ষাৎকারে ভারতের বিদেশ নীতি নিয়ে একাধিক মন্তব্য করেছেন রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল উইংয়ের প্রাক্তন প্রধান। তাঁর কথায়, ইরান-রাশিয়া-চিনের বিপজ্জনক জোট তৈরি হচ্ছে। যা নিয়ে ভারতকে সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক ভাল হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই ইতিবাচক। তবে সঙ্গে এটা মনে রাখতে হবে যে, আমেরিকা অনেক দূরের দেশ। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি আমাদের অনেক কাছের। তাই প্রাক্তন গোয়েন্দা কর্তার মতে, দু'দেশের মধ্যে যে কোনও সময় আলোচনা চলতে পারে। তবে এই দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনেকটাই দেশের রাজনীতির উপর নির্ভর করে বলেও মেনে নিয়েছেন তিনি। এরপরই পাকিস্তানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খোলেন অমরজিৎ সিং দুলাত। বলেন, আমার কাছে কোনও গোপন খবর নেই। তবে আমার ধারনা, পাকিস্তানকে আর্থিক সংকট থেকে উদ্ধার করতে মোদিজি সাহায্য করতেএগিয়ে যেতে পারেন। উল্লেখ্য, ইসলামাবাদের এই খারাপ সময়ে পাশে দাঁড়িয়েছে 'বন্ধু' চিন। তাদের তরফে ৭০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানকে। এদিকে দীর্ঘ আলোচনার শেষে কঠিন শর্তের বিনিময়ে আইএমএফের ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছে পাকিস্তান। তারপরেই আন্তর্জাতিক সংস্থাটির শর্ত মেনে মঙ্গলবার নতুন বিল পাশ হয় পাক সংসদে। এতে কর ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে শাহবাজ শরিফের সরকার। ফলে আমজনতার উপর করের বোঝা বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই পাক দেশের সরকার পরবর্তীতে কি করবে তার দিকে নজর গোটা বিশ্বের।

রিজেন্ট পার্ক এলাকায় বাবা-মা ও মেয়ের রহস্যমৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতায় একই পরিবারের তিনজনের রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বাবামা ও মেয়ের ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকায়। ঘটনার নেপথ্যে কি রয়েছে তা নিয়ে চলছে জল্পনা। মনে করা হচ্ছে আর্থিক টানাপোড়েন। তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, মাস ছয়েক ধরে রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকার ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতে শুরু করে চট্টোপাধ্যায় পরিবার। পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন গৃহকর্তা বিজয় চট্টোপাধ্যায়। স্ত্রী রানু চট্টোপাধ্যায় ও মেয়ে ঐন্দ্রিলাকে নিয়ে থাকতেন তিনি। ঐন্দ্রিলা আইনের ছাত্রী। জানা গিয়ছে, কিছুদিন ধরে বিজয়বাবুর ব্যবসার অবস্থা ভাল চলছিল না। ফলে আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছিল। এসবের মাঝে গত কয়েকদিন ধরে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের কারও দেখা পাননি আত্মীয়প্রতিবেশীরা। তাতেই সন্দেহ দানা হয়। রবিবার সকালে আত্মীয় ও পাড়াপ্রতিবেশীরা চট্টোপাধ্যায়দের বাড়িতে গিয়েছে তাদের ডাকাডাকি শুরু করেন। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। এরপরই পুলিসকে খবর দেওয়া হয়। দরজা ভাঙতেই উদ্ধার হয় তিনজনের ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিস অনুমান করছে, আর্থিক সংকটের কারণেই এই চরম পরিণতি। যদিও নেপথ্যে অন্য রহস্য লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে স্থানীয়রা বলাবলি করছেন। তবে কারুর কথাই একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছে না পুলিশ। তারা তদন্ত করছে বলে জানান। পুলিস কাউকেই গ্রেপ্তার করে নি। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বল জানা গেল, এই পরিবার বেশ কিছুদিন যাবৎ কারুর সঙ্গে কথা বলেন নি।

করিমগঞ্জের পরাবর্তিত হিন্দু ধর্মালম্বী দম্পতির ওপর খ্রিষ্টানদের হামলা, নিরাপত্তার দাবিতে বাজারিছড়া পুলিশের দ্বারস্থ

বাজারিছড়া (অসম), ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ স্বধর্মে ফিরে আসায় একঘরে হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন উপজাতি জনগোষ্ঠীয় দম্পতি পরিবার। হিন্দু ধর্মে ফিরে যাওয়ায় ওই দম্পতির ওপর খ্রিষ্টানরা হামলা চালিয়েছে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকাধীন বাজারিছড়ার। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, প্রলোভনের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে দুই সনাতনী দম্পতি প্রায় দুবছর আগে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বাজারিছড়া থানাধীন ঝেরঝেরি গ্রাম পঞ্চায়েতের খুলিছড়া গ্রামের উপজাতি জনগোষ্ঠীয় তিনসেক চড়াই দম্পতি। কিন্তু খ্রিষ্টান ধর্মের মোহ কেটে যায় কিছুদিনের মধ্যে। ফলে দুবছর পর স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্মে পরাবর্তিত হওয়ায় একাংশ খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীর রোষাণলে পড়েছেন তিনসেক ও তাঁর স্বামী। এবার অসহায় ওই পরিবার সুবিচারের আশায় পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, শুক্রবার রাতে বাজারিছড়া থানায় একটি লিখিত এজাহার দায়ের করেছেন নির্যাতনের শিকার আতঙ্কিত ওই দম্পতি। প্রদত্ত এজাহারে তিনসেক চড়াই লিখেছেন, তিনি ও তাঁর স্বামী গত দুবছর আগে খ্রিষ্টানদের প্রলোভনের

ফাঁদে পড়ে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ওই ধর্মের রীতিনীতি মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই ফের স্বধর্মে ফিরে আসার মনোস্থির করেন তাঁরা। এক সময় তাঁদের এই ইচ্ছা নিজস্ব সম্প্রদায়ের স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলম্বী কয়েকজনের কাছে ব্যক্ত করেন। তাঁদের উদ্যোগে সম্প্রতি হোমযজ্ঞ ও পূজার্চ্চনার মাধ্যমে হিন্দু ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বধর্মে পরাবর্তন তাঁদের একান্ত স্বইচ্ছায় হয়েছে বলে এজাহারে লিখছেন তিনসেক চড়াই। এভাবে নানা বিষয়ে বর্ণনা করে তিনসেক লিখেছেন, তাঁরা ফের হিন্দু ধর্মে পরাবর্তিত হওয়ায় স্থানীয় খ্রিষ্টান ধর্মালম্বী থিরমিলিযান চড়াই, থিরমিবুম চড়াই, থিরমিলাল চড়াই, ফলরাংলিযেন চড়াই, রালমুণ্ডির চড়াই, সমি মিজো সহ আরও কয়েকজন তাঁদের ওপর আক্রোশবশত নানাভাবে উত্যক্ত করছেন। হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করায় গত বুধবার রাত প্রায় সাড়ে সাতটা নাগাদ ওই সব দুষ্কৃতী তিনসেক বার চড়াই ও তাঁর স্বামীকে ঘরে গিয়ে কিল ঘুষি ও লাথি মারতে থাকে। দুষ্কৃতীরা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে একসময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর (তিনসেক) স্বামীর উপর চরাও হয়। ফলে তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। এতেও ক্ষান্ত না হয়ে এরা তিনসেকের গলা চেপে ধরে প্রাণনাশের চেষ্টা করে। এমনকি দুষ্কৃতীরা তাঁদের সন্তানকেও মারধর করেছে বলে গুরুতর অভিযোগ করেছেন তিনসেক চড়াই। তিনি লিখেছেন, অভিযুক্তদের শাসানিতে এ মুহূর্তে তাঁরা ঘর ছেড়ে গোপন স্থানে রয়েছেন। তাই তাঁরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা চাওয়ার পাশাপাশি ঘটনার ন্যাযবিচার কামনা করছেন তিনসেক চড়াই।

৪.০ প্রাবল্যের ভূমিকম্প মেঘালয়ের তুরায়

শিলং, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ ফের কেঁপে উঠেছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের দুই রাজ্য মেঘালয় ও অসম এবং পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ ও ভুটান। আজ রবিবার সকাল ৯টা ৪৯ মিনিট ৫৭ সেকেন্ডে কেঁপে উঠেছে মেঘালয়ের তুরা সহ পার্শ্ববর্তী অসমের মানকাচর জেলার একাংশ এবং বাংলাদেশ ও ভুটানের সীমান্তবর্তী অঞ্চল। আজ সকালে সংঘটিত ভূমিকম্প রিখটার স্ক্যালে ৪.০ ধরা পড়েছে। তবে ভূমিকম্পের ঘটনায় কোনও হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি (এনসিএস) একটি ফটো পোস্ট করে তাদের অফিশিয়াল টুইটার হ্যান্ডলে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে জানিয়েছে, আজ ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ০৯৪৯৫৭-এ মেঘালয়ের গারোপাহাড় জেলার রেসুবেলপাড়ায় রিখটার স্ক্যালে ৪.০ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল জেলার রেসবেলপাড়া থেকে মেঘালয়ের তুরা থেকে প্রায় ২৭ কিলোমিটার উত্তর-উত্তরপূর্বে ভূগর্ভের ২৫ কিলোমিটার গভীরে ২৫.৭৩ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০.৩৪ দ্রাঘিমাংশে ছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে সাম্প্রতিককালে ঘন ঘন ভূমিকম্প হচ্ছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি ৩.৬ প্রবল্যের ভূমিকম্পে কেঁপেছে মণিপুরের তামংলং জেলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। অনুরূপভাবে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ৩.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম কামেং জেলা। এছাড়া ১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টা ২৬ মিনিট ২৯ সেকেন্ডে কেঁপে উঠেছিল শিলং সহ রাজ্যের পূর্ব খাসি পাহাড় জেলার বিভিন্ন এলাকা। ওই দিন সংঘটিত ভূমিকম্প রিখটার স্ক্যালে ৩.৯ ধরা পড়েছিল। এভাবে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮ ঘণ্টার মধ্যে ৪.০ প্রাবল্যের দ্বিতীয় ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল মধ্য অসমের হোজাই জেলা সদর এবং সিকিমের ইউকসোম শহর।

অমৃতসরে পাকিস্তানি ড্রোনকে গুলি করে নামাল বিএসএফ

অমৃতসর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ অমৃতসরের শাহজাদা গ্রামের কাছের এলাকায় পাকিস্তান থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করা একটি সন্দেহভাজন ড্রোনকে গুলি করে নামাল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)। বিএসএফ জনসংযোগ আধিকারিক রবিবার জানিয়েছেন, রবিবার ভোররাতে সীমান্তে মোতায়েন বাহিনী অমৃতসর (গ্রামীণ) জেলার শাহজাদা গ্রামের নিকটবর্তী এলাকায় পাকিস্তান থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডে একটি সন্দেহজনক ড্রোন প্রবেশের শব্দ শুনতে পায়। নির্ধারিত অনুশীলন অনুযায়ী সেনারা গুলি চালিয়ে ড্রোনটিকে আটকানোর চেষ্টা করে। পুরো এলাকা ঘেরাও করে পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট দফতরকে খবর দেওয়া হয়। প্রাথমিক অনুসন্ধানের সময়, বিএসএফ কর্মীরা একটি কালো রঙের ড্রোন ডিজেআই ম্যাট্রিস (চিনে তৈরি) উদ্ধার করেছে, যেটি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় শাহজাদা গ্রামের কাছে ধুসি বাঁধের কাছে পড়ে ছিল। এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

আমেরিকায় এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দুর্ঘটনায় রোগীসহ পাঁচজনের মৃত্যু

স্টেজকোচ (নেভাদা), ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ যুক্তরাষ্ট্রের নেভাদার পাহাড়ি এলাকায় শুক্রবার রাতে একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এই বিমান দুর্ঘটনায় চিকিৎসাকর্মী ও একজন রোগীসহ পাঁচজন মারা গিয়েছেন। বিমান পরিচালনাকারী সংস্থার পক্ষ থেকে এ খবর জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে লিযন কাউন্টি শেরিফের অফিস জানিয়েছে, রাত সোয়া ৯টায় আধিকারিকদের জানানো হয়েছে। দুই ঘণ্টা পর স্টেজকোচের কাছে বিমানের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। স্টেজকোচে প্রায় ২৫০০ লোক বাস করে। এটি রেনো শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় ৭২ কিলোমিটার দূরে। বিমান সংস্থা জানিয়েছে, নিহতদের সকল স্বজনদের জানানো হয়েছে। ইউএস ওয়েদার সার্ভিস বলছে, এই সময়ে ওই এলাকায় প্রবল তুষারপাত হচ্ছে। ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের রেকর্ড অনুসারে, বিধ্বস্ত এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ২০০২ সালে তৈরি করা হয়েছিল।

করোনার সংক্রমণ সামান্য বৃদ্ধি, গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত বেড়ে ২১৪৯

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দেশে করোনা সংক্রমণের সক্রিয় সংক্রমণে সামান্য বৃদ্ধির মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় তাদের সংখ্যা ৫৯ থেকে বেড়ে ২১৪৯ হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫ হাজার ৮৪১ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ২২০ কোটি ৬৩ লাখ ৮০ হাজার ৬৮২ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে। রবিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, একই সময়ের মধ্যে ১৫৪ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। পুদুচেরিতে সর্বাধিক ১২ টি সক্রিয় মামলা বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন তামিলনাড়ু এবং তেলেঙ্গানায় প্রতিটিতে আটটি, মহারাষ্ট্রে আটটি এবং কেরালায় সাতটি মামলা রয়েছে এবং ওড়িশা এবং হরিয়ানায় দুটি করে এবং রাজস্থান এবং চণ্ডীগড়ে একটি করে মামলা হ্রাস পেয়েছে। বিস্তারিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে করোনা রোগকে পরাজিত করা মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে চার কোটি ৪১ লাখ ৫৩ হাজার ৯৯ জন এবং মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৩০ হাজার ৭৬৯ জন।

আগামী ২৪ ঘণ্টায় জম্মু ও কাশ্মীরে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভবনা

জম্মু, ২৬ ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনার মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে আবহাওয়া ফের বদলেছে। গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার প্রখর সূর্যের আলো গরম কাপড়ের বদলে ঠাণ্ডা পোশাক পরতে বাধ্য করলেও রবিবার সকাল থেকেই আকাশে মেঘের সমারোহ দেখা দিয়েছে। দুপুরের আগেই জম্মু শহরে মেঘের সমাগম এতটাই ঘন হয়ে উঠেছে যে, মনে হচ্ছে শীঘ্রই বৃষ্টি শুরু হবে। আবহাওয়া দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আগামী ২৪ ঘণ্টায় জম্মু ও কাশ্মীরে বিক্ষিপ্ত থেকে মোটামুটিভাবে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.৩, পাহলগামে ৩.২ এবং গুলমার্গে মাইনাস ১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জম্মুতে ১২.৫, কাটরা ১৩.১, বাটোতে ৯, বানিহাল ৭.৪ এবং ভাদেরওয়াহ ৫.৫ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। লাদাখের দ্রাস শহরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১০.১, কার্গিলে মাইনাস ৮.২ এবং লেহতে মাইনাস ৬.৬। রবিবার জম্মু শ্রীনগর জাতীয় সড়ক উভয় দিকে হালকা যানবাহনের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। ভারী যানবাহনকে একমুখী চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই জম্মু শ্রীনগর জাতীয় সড়কে জম্মু থেকে শ্রীনগর এবং শ্রীনগর থেকে জম্মুতে হালকা যান চলাচল করছে। হালকা যানবাহন চলে যাওয়ার পরেই ভারী যানবাহনগুলিকে ফ্ল্যাগ অফ করা হবে। মালবাহী ও অন্যান্য যানবাহন পাশ কাটিয়ে তবেই নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়ি চলাচল করতে দেওয়া হবে। এদিকে, তুষারপাত এবং পিচ্ছিল অবস্থার কারণে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিযানের সাথে রাজৌরি এবং পুঞ্চ জেলার সাথে সংযোগকারী মুঘল সড়ক এবং এসএসজি সড়ক বন্ধ রাখা হয়েছে। আধিকারিকরা বলছেন, নির্দিষ্ট সময়ের পরে কোনও যানবাহন জাতীয় সড়কে চলাচল করতে দেওয়া হবে না।

পঞ্জিকা

রবিবারের পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

আজ রবিবার ১৩ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজী ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৩, সৌর ১৪ ফাল্গুন, চান্দ্র ৭ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৬ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ১৩ ফাল্গুন ১৪২৯, ভারতীয় সিভিল ৭ ফাল্গুন ১৯৪৪, মৈতৈ ৭ লমতা, আসাম ১৩ ফাগুন, মুসলিম ৫শা'বান১৪৪৪ হিজরী। সূর্য উদয় সকাল ০৬১২৫৫ এবং অস্ত বিকাল ০৫২৮২৯। চন্দ্র উদয় রাত্রি ১১১৩৩১(১২) এবং অস্ত সকাল ১০৩৫৪৮(১৩)। কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথি সপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫০২১৪ দং ৫৭৪৩৫ পর্যন্ত নক্ষত্র স্বাতী রাত্রি ১০০৩৩ দং ৪০৪৩৫২.৫ পর্যন্ত পরে বিশাখা। তিথি একাদশী (নন্দা) বিকাল ঘ ০৩১৭২৫ দং ২২২৭৩৭.৫ পর্যন্ত নক্ষত্র মৃগশিরা শেষ রাত্রি ঘ ০৪২৮২০ দং ৫৫২৫৫২.৫ পর্যন্ত পরে আর্দ্রা করণ বিষ্টি বিকাল ঘ ০৩১৭২৫ দং ২২২৭৩৭.৫ পর্যন্ত পরে বব শেষ রাত্রি ঘ ০৪০০১৪ দং ৫৪১৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে বালব যোগ ইন্দ্র দুপুর ঘ ০১১৮৫৮ দং ১৭৩১৩০ পর্যন্ত পরে বৈধৃতি অমৃতযোগ দিন ০৬১৮২২ থেকে - ০৭৪৬৪৯ পর্যন্ত, তারপর ০৯৫৯৩০ থেকে-১১২৭৫৮ পর্যন্ত, তারপর ০৩০৯০৬ থেকে - ০৪৩৭৩৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬১৩৩৪ থেকে-০৮৪৮৫৩ পর্যন্ত, তারপর ০১৫৯৩০ থেকে - ০৬১৮২২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ দিন ০১৪০৩৯ থেকে০৩০৯০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮৪৮৫৩ থেকে - ১০৩২২৫ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ১১২৭৫৮ থেকে-১২১২১১ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ১০৩২২৫ থেকে-১১২৪১১ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ১১৫০০৫ থেকে-০১৪৩০০ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ০৯০৪১৩ থেকে - ১০২৭০৯ পর্যন্ত। কালরাত্রি ০৩০৪১৩ থেকে-০৪৪১১৭ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ৯১৮২৮৭ (২২) ৩ পদ,চন্দ্র ৬৫৬৪০ (৬) ১ পদ, মঙ্গল ১১৪৪৪২৫ (৪) ২ পদ, বুধ ৮২১৫৬৪৫ (২০) ৩ পদ।

আবহাওয়া

পূর্বাভাস মূলত আকাশ পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩১.২ ও (৫) সর্বনিম্ন ১৯.৪০ ও (৩) আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৯ এবং বৃষ্টিপাত নেই। জোয়ার সকাল ৭ টা ৩৪ মিনিট এবং রাত ৮ টা ৩২ মিনিট। ভাটা বেলা ১ টা ৩৩ মিনিট এবং রাত ১ টা৪২ মিনিট। সূর্য উদয় সকাল ৫ টা ৩৬ মিনিট এবং অস্ত বিকেল ৫টা ৩৮মিনিট।

রাশিফল

১ মেষ রাশিঃ বহুদিনের কোনও ইচ্ছাপূরণ হতে পারে। সন্তানদের বিবাহের পূর্বে তাদের মতামতের গুরুত্ব দেবেন। এই রাশির জাতিকাদের আর্থিক উন্নতি সম্ভব।

২ বৃষ রাশি ঃ বড় ধরনের কোনও অঘটনের যোগ নেই। অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ার ফলে মানসিক অবসাদ।

৩ মিথুন রাশি ঃ চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য সময়টি শুভ। নিকট আত্মীয়ের সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারে পারিবারিক অশান্তি দেখা দিতে পারে।

৪ কর্কট রাশি ঃসৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বাড়তি উপার্জনের হদিশ মিলতে পারে।

৫ সিংহ রাশিঃ বেহিসাবি খরচের জেরে ঋণশোধের পরিকল্পনা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। বিগত সপ্তাহের তুলনায় স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি।

৬ কন্যা রাশি ঃ পাবলিক যানবাহন চালকরা সাবধানে গাড়ি চালান। নচেৎ দুর্ঘটনায় পড়তে পারেন।

৭ তুলা রাশিঃ বহুদিনের কোনও আশাপূরণ হতে পারে। নতুন যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে সময়টি শুভ।

৮ বৃশ্চিক রাশি ঃ সপ্তাহের শেষান্তে কোনও মূল্যবান সামগ্রী হারিয়ে ফেলতে পারেন। আত্মীয়ের সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারে পারিবারিক অশান্তি

৯ ধনু রাশি ঃ বয়স্ক ব্যক্তিরা পুরনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করুন। এতে মানসিক অবসাদ কেটে যাবে।

১০ মকর রাশি ঃ দাঁতের রোগে কষ্ট পেতে পারেন। পুরনো দিনের কোনও ঋণ এই সময় আদায় হতে পারে।

১১কুম্ভ ঃ প্রাথমিক বিদ্যার ক্ষেত্রে বাচ্চাদের অমনোযোগিতার ফলে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না।

১২ মীন রাশি ঃ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। সপ্তাহের শেষান্তে পরিবারের সঙ্গে ছোটখাটো ভ্রমণের ব্যবস্থা করুন। আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় বাড়তি সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। বিগত সপ্তাহের তুলনায় স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি।

পুঞ্চের সীমান্ত গ্রাম থেকে তিন কেজি হেরোইন উদ্ধার

পুঞ্চ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পুঞ্চের সীমান্ত গ্রাম দেগওয়ারে তল্লাশি অভিযানের

সময় সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ তিন কেজি হেরোইন উদ্ধার করে তিন পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। একজন পুলিশকর্তা বলেন, নিরাপত্তা বাহিনী দেগওয়ার সেক্টরের ঝোঁপ থেকে মাদকের প্যাকেট উদ্ধার করেছে। প্রায় তিন কেজি হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে এবং তিন সন্দেহ ভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এলাকায় আরও তদন্ত ও তল্লাশি চলছে।

শালিমার-জয়নগর-শালিমারের মধ্যে হোলি বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ হোলি উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে শালিমার-জয়নগর-শালিমারের মধ্যে হোলি স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ০৬.০৩.২০২৩ তারিখে শালিমার ছেড়ে এবং ০৭.০৩.২০২৩ তারিখে জয়নগর ছেড়ে যাবে। ০৮১২৭ শালিমার-জয়নগর হোলি স্পেশাল ০৬.০৩.২০২৩ তারিখে ১৪.৫০ টায় শালিমার ছেড়ে যাবে এবং ০৭.০৩.২০২৩ তারিখে ১১.২৫ ঘটিকায়জয়নগরে পৌঁছাবে। ফেরার পথে, ০৮১২৮ জয়নগর শালিমার হোলি স্পেশাল জয়নগর থেকে ০৭.০৩.২০২৩ তারিখে ১৯.৩০ টায় ছেড়ে যাবে এবং ০৮.০৩.২০২৩ তারিখে ১৬.০০ টায় শালিমারে পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটির এসইআর-র এখতিয়ারের সাঁতরাগাছি, খড়গপুর, টাটানগর, চান্দিল, মুরি এবং বোকারো স্টিল সিটিতে স্টপেজ থাকবে।

নারায়ণপুরে আইইডি বিস্ফোরণে নিহত ছত্তিশগড়ের সিএএফ জওয়ান

নারায়ণপুর (ছত্তিশগড়), ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুর জেলায় নকশালদের লাগানো একটি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণে ছত্তিশগড় সশস্ত্র বাহিনীর (সিএএফ) একজন হেড কনস্টেবল শহিদ হয়েছেন। ছত্তিশগড় পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেমসাগর সিদার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।এদিন তিনি বলেন, রবিবার সকাল ৭টার দিকে ওরছা থানার আওতাধীন বাতুম গ্রামের কাছে এ ঘটনা ঘটে। নকশালরা ওরছা থানা এলাকায় ব্যানার লাগিয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায়

সিএএফটিম থানা এলাকায় অভিযান শুরু করে। পুলিশ স্টেশন রাজ্যের রাজধানী রাযপুর থেকে প্রায় ৩০৩ কিলোমিটার দূরে।টহলরত দল যখন বাটুমের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তখন ভয়াবহ বিস্ফোরণটি ঘটে। সিএএফ-এর ১৬ তম ব্যাটালিয়নের হেড কনস্টেবল সঞ্জয় লাকড়া দুর্ঘটনাক্রমে একটি সক্রিয় ইম্প্রোভাইজড বিস্ফোরক ডিভাইসে পা না দেওয়া পর্যন্ত সবকিছু স্বাভাবিক ছিল। বিস্ফোরণে তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। মৃত জওয়ান ছত্তিশগড়ের যশপুর জেলার বাসিন্দা।

ভিড়ে ঠাসা বাজারে তিন জঙ্গির বুলেটবৃষ্টি, হত কাশ্মীরি পণ্ডিত

জম্মু, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের জঙ্গি হামলা উপত্যকায়। এক কাশ্মীরি পণ্ডিতকে লক্ষ্য করে চলল গুলি। গুরতর জখম অবস্থায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। চিকিৎসকেরা তাঁকে সুস্থ করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা চালান। যদিও তাদের সেই চেষ্টা সফল হয়নি। হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়। হাসপাতাল সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে মৃতের নাম সঞ্জয় পণ্ডিত। জম্মুর একটি ব্যাঙ্কে তিনি নিরাপত্তী কর্মী ছিলেন। রবিবার বাজার করতে গিয়েছিলেন। ভীড়ে ঠাসা বাজারে সঞ্জয় পণ্ডিতকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করায় বাজারেই লুটিয়ে পড়েন। গুলির আওয়াজে হকচকিয়ে যান অন্যান্যরা। তারা দ্রুত সঞ্জয়কে নিয়ে যায় জেলা হাসপাতালে। জঙ্গি গুলিতে সঞ্জয়ের শরীর ঝাঁঝড়া হয়ে যায়। প্রায় মৃত অবস্থায় সঞ্জয়কে হাসপাতালে

নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা দ্রুত পরিষেবা শুরু করেন। আঘাত গুরুতর হওয়ায় চিকিৎসায় সাড়া দেননি সঞ্জয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। জঙ্গি হামলার খবর দিতে গিয়ে কাশ্মীর জোনের পুলিশের তরফ থেকে টুইট করে বলা হয়েছে, রবিবার তিনজঙ্গির একটি দল সঞ্জয় পণ্ডিতকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা সঞ্জয়কে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করেন। যদিও সেই চেষ্টা সফল হয়নি। জঙ্গি । তিন জঙ্গির খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি।

সুপার ফাস্ট হোলি স্পেশাল ট্রেনে

গোরখপুর ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ রেলওয়ে প্রশাসন হোলি উৎসবে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে ০২৫৪১-০২৫৪২ গোরখপুর-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-গোরখপুর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুপার ফাস্ট হোলি স্পেশাল ট্রেনের নম্বর ০২৫৯৭-০২৫৯৮ এ পরিবর্তন করেছে। তিলক টার্মিনাস গোরখপুর করা হয়েছে। এই ট্রেনের চলার তারিখ, সময়, স্টপেজ এবং রেকের গঠন একই থাকবে।

কর্মীসমর্থকদের মনবল বাড়াতে সিপিআইএম-এর সাংগঠিক আলোচনাসভা

শান্তিরবাজার(ত্রিপুরা), ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ভোট শেষে রবিবার শান্তির বাজার সি পি আই এম কার্যালয়ে আসলেন সি পি আই এম এর রাজ্য সম্পাদক তথা প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি শান্তির বাজারের সি পি আই এম কর্মীসমর্থকদের নিয়ে এক আলোচনাসভায় মিলিত হন। আলোচনা সভার মাধ্যমে নির্বাচনের ভোট গণনাকে কেন্দ্রকরে কর্মীসমর্থকদের মনবল যোগালেন প্রাক্তন সাংসদ। শান্তির বাজার সি পি আই এম এর কার্যালয়ে আলোচনা শেষে তিনি চলে যান জোলাইবাড়ী সি পি আই এম এর কার্যালয়ে। সেখানেও সি পি আই এম কর্মীসমর্থকদের নিয়ে সাংগঠনিক আলোচনাসভায় মিলিত হন। আলোচনা সভা শেষে প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌঁধুরী সংবাদমাধ্যমের সম্মুখিন হয়ে ভোটে জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশের বেশী আশাবাদী বলে জানান। তিনি জানান সি পি আই এম কর্মীসমর্থকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সকলে সঠিকভাবে ভোটদানকরেছেন। যার ফল প্রকাশহবে আগামী ২ মার্চ। ভোট গণনার পরবর্তীসময় ভোটের ফলাফল সকলের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেবেন। অপরদিকে, তিনি জানান বিজেপি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে ২ টি সংখ্যায় উঠতে পারবেনা। প্রাক্তন সাংসদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্যের পতিক্রিয়া দিতেগিয়ে জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিজ বিধানসভায় জয়লাভ করতেপারবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। তার পাশাপাশি উনার সাঙ্গপাঙ্গরাও জয়লাভ করবেকিনা তানিয়ে সন্দেহ রয়েছে। তাই তিনি জানান উনাদের বক্তব্যের কোনোপ্রকার গুরুত্ব দেননা সি পি আই এম। আজকের এই আলোচনা সভায় প্রাক্তন সাংসদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুধন দাস, সি পি আই এম এর শান্তির বাজার মহকুমার সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য আশুতোষ দেবনাথ, শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের সি পি আই মনোনিত প্রার্থী সত্যজিৎ রিয়াং, জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের সি পি আই এম মনোনিত প্রার্থী দেবেন্দ্র ত্রিপুরা সহ সি পি আই এম এর অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা।

স্ত্রী ও দুই ছেলেকে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা করল এক ব্যক্তি

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আর্থিক সমস্যার কারণে এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রী এবং দুই সন্তানকে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বলে অভিযোগে পুলিশ রবিবার জানিয়েছে। রবিবার দিল্লির ভিপিন গার্ডেন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।পুলিশ জানিয়েছে, রাজেশ নামে ৩৮ বছর বয়সী এক ব্যক্তি পরিবারের আর্থিক সংকটের কারণে তার স্ত্রী (৩৫ বছর) এবং দুই ছেলেকে (৫ বছর এবং ৪ মাস) হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অভিযুক্ত তার হাতের কব্জিতে গুরুতর জখম করে এবং আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পুলিশ জানিয়েছে, রাজেশ দিল্লির ভিপিন গার্ডেনের বাসিন্দা। খুব সকালে তিনি তার বন্ধুদের কাছে তার গুরুতর আর্থিক দুর্দশার বিবরণ দিয়ে এই ঘটনার একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন। বন্ধুরা তাঁর ভাইকে সতর্ক করে সকাল ৬টার দিকে পুলিশকে খবর দেয়। দিল্লি পুলিশের মতে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পিএস মোহন গার্ডেনে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রামকৃষ্ণনগরের কালিনগরের বেশ কয়েকটি গ্রাম

রামকৃষ্ণনগর (অসম), ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সেতু তৈরি হয়েছে অনেক আগে। কিন্তু দীর্ঘদিনেও সম্পূর্ণ হয়নি সেতুর অ্যাপ্রোচ। যার দরুন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে করিমগঞ্জ জেলাধীন রামকৃষ্ণনগরের কালিনগরের বেশ কয়েকটি গ্রাম। বিপাকে পড়েছে এক হাজারের বেশি পরিবার। অভিযোগ, দীর্ঘ দুবছর অতিক্রম হওয়ার পরও এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। করিমগঞ্জ জেলাধীন রামকৃষ্ণনগরের কালিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রাজনগর, সৈজানগর, ধরনহালা, শ্রীবাণী, কালিনগর বাগান সহ ইছাখাউরি গ্রামের প্রায় হাজারের বেশি পরিবার আজও যাতায়াতের অসুবিধায় ভোগছেন। বিশেষ করে বিপাকে পড়েছে স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, এমএলএডিএস প্রকল্পের অধীনে ২০১৯২০ অর্থবর্ষে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেতুটি নির্মাণ করা হয়। কিন্তু পাকা সেতু নির্মাণ হলেও দুদিকে অ্যাপ্রোচে মাটি ফেলার কাজ বাকি। যার দরুন পাকা সেতুর উপর দিয়ে বাঁশ বেঁধে পারাপার হতে হচ্ছে মানুষের। সেতুর অর্ধসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করে দেওয়ার জন্য এলাকার মানুষ রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

পাক জঙ্গিরা সাহস পেতে শুরু করেছে

মুম্বাই, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃমুম্বই হামলার অভিযুক্তরা এখনও পাকিস্তানে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে জানালেন শিল্পী জাভেদ আখতার। তিনি পাকিস্তনের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলেছেন, ভারতে মুম্বই হামলার জঙ্গিরা এখন পাকিস্তানের মাটিকে একেবারে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদেরকে ধরে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করা কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করছে না পাক সরকার। তার ফলে পাক জঙ্গিরা সাহস পেতে শুরু করেছে। বলিউডের চিত্রনাট্যকার জাভেদ আখতার লাহোরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন একটি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে। অনুষ্ঠান মঞ্চেই তাঁকে বেশ কয়েকটি প্রশ্নের মুখে ামুখী হতে হয়েছিল। তার মধ্যে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক কী রকম এবং ভারত কোনও দৃষ্টি কোন দিয়ে পাকিস্তানের বিচার করছে এই রকম প্রশ্ন ছিল। তার উত্তর দিতে গিয়ে জাভেদ আখতার বলেছেন, পাকিস্তানে এখনও খে ালমেলা অবস্থায় মুম্বই এর সন্ত্রাসবাদীরা ঘুরে বেড়াতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের গ্রেফতার করার কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করছে না পাক সরকার। তাদেরকে আদালতে তুলে বিচারও পর্যন্ত করা হয়নি। ভারত সরকার বারবার তাদেরকে ধরে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু পাকিস্তান বারবার বলতে শুরু করেছিল এই রকম জঙ্গি তাদের দেশে নেই। ভারত ভুল বার্তা দিতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তানের ওপরে জঙ্গিবাদ আরোপ করতে ভারত এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। দাউদ এখনও পাকিস্তানে রয়েছে সে খবর ভারত সরকার রাখে। তবুও পাকিস্তান বলেছে দাউদ পাকিস্তানের নেই। জাভেদ আখতারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ভারতে ফিরে গিয়ে আপনি পাকিস্তান সম্পর্কে কী কথা সেখানকার জনগণকে বলবেন? তাতে তিনি বলেছেন, পাকিস্তানের

জনগণ খুবই ভালো। তারা ফুল এবং মালা দিয়ে তাঁকে অর্ভ্যথনা করেছে। সব পাকিস্তানীরা ভারতের দিকে তাক করে বোমা বর্ষন করে না। মুম্বই হামলা প্রশ্ন ওঠার সময়ে তিনি বলেছেন, সব সময়ে দোষরোপ করে চলা উচিত নয়। তাতে কোনও সমস্যার সমধান হয় না। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হওয়ার খুবই প্রয়োজন। মুম্বই হামলাকারীরা মিশর বা নরওয়ে থেকে আসেনি। আপনাদের দেশেই তারা রয়েছে এবং ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভারতীয়রা যে অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে আপনাদের খারাপ লাগা উচিত নয়। জাভেদ আখতারের এই কথা টুইট করেছেন কল্পনা রাওয়াত। এর আগে বহুবার স্বজন পোষণের অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন কল্পনা রাওয়াত। তবে মুম্বই হামলা ব্যাপারে জাভেদ যা মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের মাটিতে দাঁড়িয়ে তার প্রশংসা করেছেন কল্পনা। ভরতের শিল্পীরা যেভাবে পাকিস্তানের কদর পান ঠিক সেই করম পাকিস্তানের শিল্পীরা ভারতে কদর পেয়ে থাকেন। তিনি বলেছেন, পাকিস্তানের শিল্পী মেহদি হাসান এবং নুসরত ফতেহ ভারতে এসে অনুষ্ঠান করেছেন এবং প্রচুর ভালোবাসা কুড়িয়েছেন। বহু পাকিস্তানের শিল্পীদের ভারতীয় টিভিতে দেখানো হয় এবং তাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতের বিখ্যাত শিল্পী লতা মঙ্গেশকরকে পাকিস্তানে অনুষ্ঠান করতে আমন্ত্রণ করা হয়নি। তাতে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছেন। লতা মঙ্গেশকর পাক বিরোধী শিল্পী ছিলেন না। তিনি স্বদেশ প্রেমিক শিল্পী ছিলেন। সেই কারণে পাকিস্তান সরকার তাকে কোনও দিন পাকিস্তানের অনুষ্ঠান করতে আমন্ত্রণ করা হয়নি। সবাই তাঁর দেশেকে আগে ভালোবাসে। লতা মঙ্গেশকর তাঁর দেশকে আগে

‘তৃণমূল নেতাদের গৃহবন্দি করে রাখার’

দিলীপের হুমকির পাল্টা পাগল বলে কটাক্ষ সৌগতর

দুর্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ তৃণমূল নেতাদের গৃহবন্দি করে রাখার হুমকি দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। রবিবার শিলিগুড়ি পার্কের সামনে চায়ে পে চর্চা কর্মসূচিতে যোগ দেন তিনি। সেখানে নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা করেন দিলীপ। বলেন, ‘আমাদের অনেক এমপি, এমএলএ আছে। আমরাও বাড়ি ঘেরাও করব। কাউকে বের হতে দেব না। ওরা শুরু করেছে, আমরা শেষ করব। বাড়ির ইলেক্ট্রিসিটি কেটে দেব। বাড়ির জল কেটে দেব। দরজায় গোবর লেপে দেব। ঘর থেকে বের হতে দেব না।’দিলীপের এই বক্তব্য প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেছেন, দিলীপ ঘোষ একটা উন্মাদ । উনি বিভিন্ন সময়ে.বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলেছেন মারবেন, স্ট্রেচারে করে পাঠিয়ে.দেবেন। কিন্তু কিছুই করতে পারেননি। এখন বলছেন জলের লাইন কাটবেন। উনি উন্মাদ।একেই সুর শিলিগুড়ির জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের। তিনি বলেছেন, দিলীপ ঘোষ পাগল হয়ে গেছেন। সবাইকে উসকানি দিচ্ছেন। যা মনে আসে বলতে থাকেন। এসব নেই পালটা মন্তব্যের কিছু নেই। জনবিচ্ছিন্ন একটা দল। ভোটে হার নিশ্চিত বুঝেই এখন গন্ডগোল পাকাতে চাইছে বিজেপি।

রাজ্যকে ৪০০ কোটি টাকা ইনসেন্টি ভ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ব্যাংক নাবার্ড-র

গ্রামাঞ্চলের উন্নযনে রাজ্য সরকারের সামগ্রিক সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ অতিরিক্ত ৪০০ কোটি টাকা ইনসেন্টি ভ দেওযার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয. কৃষি ও গ্রামোন্নযন ব্যাংক নাবার্ড। গ্রামবাংলায.কৃষি, সড়ক, বিদ্যুৎ, প্রাণিসম্পদ বিকাশ, মহিলা ও শিশু কল্যাণের পরিকাঠামো উন্নযনের কাজে এই টাকা ব্যবহার করা হবে। সম্প্রতি নবান্নে নাবার্ডের প্রতিনিধিরা রাজ্য সরকারের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদি এবং অর্থসচিব মনোজ পন্থ প্রমুখ। সেই বৈঠকে নবার্ডের তরফে রাজ্যের গৃহীত গ্রামোন্নযন প্রকল্প এবং তার বাস্তবাযনের প্রশংসা করা হযেছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিযেছে। সেই সঙ্গে ভালো কাজের পুরস্কার হিসেবে চলতি অর্থবর্ষে গ্রামীন পরিকাঠামো উন্নযন তহবিল আরআইডিএফ খাতে অতিরিক্ত ৪০০ কোটি টাকা দেওযার কথা জানানো হযেছে। এর ফলে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে এই খাতে মোট ২,২০০ কোটি টাকা পাচ্ছে রাজ্য।

কলকাতায় রাজভবনে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আনন্দ বোস। নিজস্ব চিত্র।

ফাযার ইভাকুয়েশন মক ড্রিল নীল লাইনে পরিচালিত হল মেট্রোতে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ যাত্রীদের নিরাপত্তা সর্বদা মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায়। যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে, টানেলের ভিতরে, ভায়াডাক্টে, রেকের ভিতরে নিয়মিত বেশ কয়েকটি মক ড্রিলের আয়োজন করা হয়। সুড়ঙ্গের একটি এসি রেকে আগুন লাগার ঘটনা মোকাবেলায় মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য, ব্লু লাইনের বেলগাছিয়া এবং শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের মধ্যে আজ, অর্থাৎ ২৬.০২.২০২৩ সকালে শুরু হওয়ার আগে একটি যাত্রী সরিয়ে নেওয়ার মক ড্রিল করা হয়েছিল। বাণিজ্যিক সময় বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের দক্ষতা বাড়াতে এই মহড়ায় অংশ নেন। চলমান এসি রেকে আগুন লাগলে যাত্রীদের উদ্ধার করতে এবং তাদের নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার জন্য কীভাবে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে সম্পর্কে মেট্রোম্যানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।এই মক ড্রিলের উদ্দেশ্য ছিল এই ধরনের জরুরী পরিস্থিতিতে মেট্রো কর্মীদের সতর্কতা এবং প্রস্তুতি পরীক্ষা করার পাশাপাশি সরিয়ে নেওয়ার দক্ষতা উন্নত করা।

চিলাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে গোয়াল ঘর থেকে শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার

গোপাল রায় আরামবাগ,২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ এক শিশুর গোয়াল ঘর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার কে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে পুরশুড়া থানার চিলাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের যসার এলাকায়। জানা গেছে, ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা মুন্সি রহিমের গোয়াল ঘরে। যখন পরিস্কার করছিল ওই সময়ই গোয়ালঘরের একটি কোণে একটি বস্তা দেখতে পায়। বস্তা দেখতে পেয়ে বস্তাটা ওই ব্যক্তির সরালে মাটির নিচে থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায়। দুর্গন্ধ পেয়ে ওই ব্যক্তির সন্দেহ হয়। খবর দেয় পুরশুরা থানার পুলিশকে। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে গোয়াল ঘরের মাটি থেকে শিশুটির মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মুন্সি রহিমের ও পরিবারের লোকজনদের দাবি যারা দোষী অবিলম্বে তাদেরকে গ্রেফতার করতে হবে। কিভাবে গোয়াল ঘরে শিশুটি গেল, কে কে বা কারা পুঁতে দিয়ে গেছে এই নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুরশুড়া থানার পুলিশ।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৮৮তম জন্মমহোৎসব

সাড়ম্বরে পালিত হল বেলুড় মঠে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৮৮তম জন্মমহোৎসব সাড়ম্বরে পালিত হল রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠে। মঠে এই উপলক্ষে মঠে ভক্তদের ঢল নামে। রবিবার সকাল থেকেই বেলুড় মঠে শুরু হয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মমহোৎসব পালন অনুষ্ঠান। বেলুড় মঠের রীতি অনুযায়ী প্রতি বছর ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির পরের রবিবার এই উৎসব পালিত হয়। এবছর গত মঙ্গলবার ঠাকুরের ১৮৮তম জন্মতিথি পালন হয়েছে। আর রবিবার জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঠাকুর বলতেন, ভক্তের জন্যই ভগবান। শুধু সাধন ভজন নয়, ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মিলনও আবশ্যক। এমনিতেই নানা সাংসারিক এবং মানসিক যন্ত্রণায় সদা ক্লিষ্ট থাকেন ভক্তরা। বছরে একটা দিন মঠে যাতে সেই ভক্তদের মনোরঞ্জনের জন্য যদি কিছু আয়োজন করা যায় এমন ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন শ্রীশ্রীমা। আর সেই ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়েই স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠের সবথেকে বড় উৎসব ঠাকুরের জন্মতিথির পরের রবিবার শুরু করেন মিলন উৎসব। যা জন্মমহোৎসব নামে পরিচিত। দূরদূরান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন এই উৎসবে অংশ নিতে। ভোরে ঠাকুরের মন্দিরে মঙ্গলারতি দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সকাল ৮টা থেকে মূল মন্দিরের পাশে নির্মিত অস্থায়ী সভামণ্ডপে সকাল শুরু হয.নানা ধর্মীয.অনুষ্ঠান। ধর্মীয় মন্ত্রোচ্চারণ, ভজন, পদাবলী কীর্তন ইত্যাদি। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৮৮তম জন্মমহোৎসব এদিন পালিত হয় রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠে। এই উপলক্ষে ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৩ ফাল্গুন রবিবার সকাল থেকেই বেলুড় মঠে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভোর সাড়ে চারটেয় শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে মঙ্গলারতি দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর সকাল ৮টা থেকে সভামণ্ডপেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ বেদপাঠ, স্তবগান এবং ভজন পরিবেশন করেন। এরপর স্বামী স্তবপ্রিয়ানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এরপর রয়েছে পদাবলী কীর্তন। অংশগ্রহণ করেন কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের দৃষ্টিহীন ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক ভজন ও ঐকতান পরিবেশিত হয়। এরপর কবিগান পরিবেশন করেন প্রভাত সরকার। এরপর বাউল গান গান কার্তিক দাস বাউল। লোকগীতি পরিবেশন করেন প্রাঞ্জল বিশ্বাস। তালবাদ্যমে অংশগ্রহণ করেন পন্ডিত গোবিন্দ বোস ও অন্যান্যরা। এরপর ছিল পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছাত্রবৃন্দ কতৃক নাট্যাভিনয় 'ভক্ত প্রহ্লাদ'। অনুষ্ঠান চলে বিকেল অবধি। এদিন মঠ অফিস প্রাঙ্গনেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সকাল ১০টা থেকে সেখানে হয় ভক্তিগীতি, শ্যামা সংগীত, গীতি আলেখ্য, রামায়ণ গান, ভজন এবং কালী কীর্তন। ভক্তিগীতিতে অংশ নেন সৌভিক দত্ত। শ্যামা সংগীত পরিবেশন করেন অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। রূপ ও রঙের প্রযোজনায় গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয় 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য'। সুবল চন্দ্র দাস রামাযণ গান পরিবেশন করেন। কাশীনাথ নন্দী ভজন পরিবেশন করেন। এছাড়াও বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ কালীকীর্তনে অংশ নেন। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় সভামণ্ডপে হয় নৃত্যানুষ্ঠান। সুপ্রতিম তালুকদার নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এদিন বেলা ১১টা থেকে বেলুড় মঠের মা সারদা সদাব্রত ভবন থেকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মঠের সবথেকে বড় আকর্ষণ সার্বজনীন মেলা। মঠের ভিতরে প্রাঙ্গণে বসেছে এই

মেলা। হরেক পসরা নিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা। মানুষ কেনাকাটা করেছেন, তাঁরা অনুষ্ঠান দেখেছেন। মহারাজদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং পরিশেষে ভোগ খেয়ে নিবিষ্ট চিত্তে বাড়ি ফিরে যান। এই মেলা শেষে আগে অন্যতম আকর্ষণ ছিল আতশবাজি প্রদর্শন। কিন্তু ২০১৯ সাল থেকে তা পরিবেশ দূষণের কারণে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিন অন্তত ৫০ হাজার মানুষের জন্য ভোগের আয়োজন করে বেলুড় মঠ। করোনাকাল পেরিয়ে প্রায় তিন বছর পর বেলুড় মঠের সবথেকে বড় অনুষ্ঠান জন্মমহোৎসব এদিন সাড়ম্বরে পালিত হয়।

হুগলির রাজহাটে দিদির দূত কর্মসূচিতে ব্যাপক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বিধায়ককে ঘিরে মারতে উদ্ধত কর্মীরা

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার দিদির দূত কর্মসূচিতে হুগলির ব্যান্ডেলের রাজহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্থানীয় বিধায়ককে ঘিরে ধরে তীব্র বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। জানা গেল এদিন সকাল থেকে দিদির দূত কর্মসূচিতে চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার ব্যান্ডেলের রাজহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরছিলেন সেই সময় হঠাৎ রাজহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে স্থানীয় বিধায়ক অসিত মজুমদারকে ঘিরে ধরে তীব্র বিক্ষোভ দেখালেন দলের কর্মীরা। বিধায়ক ও এক প্রবীণ কর্মীর মধ্যে ব্যাপক তর্কাতর্কি হতে দেখা গেল এবং বেশ কিছু তৃণমূল কর্মীরা বিধায়ককে ঘিরে ধরে জোরে জোরে চেঁচিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলেন। এক সময় হাতাহাতির কাছাকাছি পৌঁছে যায় তারাও চিৎকার করছেন বিধায়কও চিৎকার করছেন। স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের বক্তব্য সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন অথচ প্রার্থী তালিকা ঠিক হয়েছে আমরা জানতে পারলাম না স্থানীয় মানুষরা জানতে পারল না। সব চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার দূরে বসে ঠিক করছে কে প্রার্থী হবে এটা আমরা মেনে নিতে পারছি না কিছুতেই মানবো না। অসিত বাবু, কয়েক বছর ধরে পঞ্চায়েতের ব্যাপারে খবরদারি করছে, এটা আমরা মানব না। প্রার্থী ঠিক করবে স্থানীয় মানুষজন ও দল ঠিক করবে, বিধায়ক প্রার্থী ঠিক করার কে? এটা কিছুতেই আমরা হতে দেবো না বক্তব্য বেশ কিছু প্রবীণ ও নবীন তৃণমূল কর্মীদের তারা বললেন ২০০৩ সাল ৫ সাল ও ৮ সালে মমতা ব্যানার্জি এখানে এসেছিলেন আমরাই সব কিছু করেছিলাম তৃণমূল পার্টির সবকিছু করেছি অথচ আমরা জানতে পারছি না এটা চলতে দেওয়া যাবে না। এই প্রসঙ্গে চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার জানালেন দলের মধ্যে খুব বিক্ষোভ থাকবে সেই জন্য আমাকে দেখে তারা তাদের খুব বিক্ষোভ দেখিয়েছে তবে সবকিছু আমি ঠিক করব আর এটা গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব না একটাই গোষ্ঠী।

কুলপিতে দুটি গাড়ির রেষারেষিতে প্রাণ গেল ঠাকুমা ও নাতির

দুরন্ত বর্তা, কুলপি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দুটি গাড়ির বেপরোয়া রেষারেষিতে প্রাণ গেলো ঠাকুমা ও নাতির। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে কুল্পির গোপালনগর মোড় ১১৭ নং জাতীয় সড়কে। মৃত ঠাকুমা করবী বৈদ্য(৫৪) ও নাতি অর্ঘদ্বীপ বৈদ্য (৫)। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে। দক্ষিন ২৪ পরনার কুলপিতে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ঠাকুমা করবী বৈদ্য অর্ঘদ্বীপকে সাথে নিয়ে বড় রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় কাকদ্বীপগামী দুটি প্রাইভেট গাড়ি বেপরোয়াভাবে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করে আসছিলো। গোপালনগর মোড়ের কাছে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে করবী ও অর্ঘদ্বীপকে। ঘটনায় দুজনেই ছিটকে পড়ে। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে দুজনকেই উদ্ধার করে দ্রুত কুলপি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই চিকিৎসকেরা তাঁদেরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে ঘটনায় ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেছে কুলপি থানার পুলিশ। মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ডাযমন্ডহারবার পুলিশ মর্গে মযনাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুলপি থানার পুলিশ। মর্মান্তিক এই পথ দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায়।

জেএসএল এনএফ আর নর্থ ইস্ট হাফ ম্যারাথন ২য় সংস্করণ-এর সফল সমাপ্তির সাক্ষী হলো দার্জিলিং

মালিগাঁও, ২৬ ফেব্রুয়ারিঃ জেএসএল এনএফআর নর্থইস্ট হাফ্যারাথন সরিজের ২য় সংস্করণ ২৬ ফেবয়ারি, ২০২৩ তারিখে আইকনিক দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)-এ সফল ভাবে সম্পন্ন হয়। দার্জিলিং এর মাননীয় সাংসদ শ্রী রাজু বিস্ট, উত্তর পূর্ব সীমান্তরেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীঅনশুল গুপ্তা এবং জিন্দাল স্টেইনলেসের ডিরেক্টর শ্রীতরুণ খুলবে-এর উপস্থিতিতে ম্যারাথন দৌড়ের সূচনা হয়। জাম লিংনোরগে (কিংবদন্তি তেনজিং নোরগে-এর ছেলে) ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ইয়ার বিজয়ী মীরারাই উদয়কুমার, প্যারাথলিট জয় বালাজি গ্রুপের সিইও গৌরব জাজোদিয় ।এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। ’উত্তরবঙ্গও সিকিম অঞ্চলে খেলাধুলার শক্তিশালীকরণ এবং আইকনিক ডিএইচআর -একটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট’ প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে, এই সুপ্রিয় জেএসএল এনএফআর নর্থইস্ট হাফ ম্যারাথন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের সাথে যৌথ ভাবে মনোরম দার্জিলিং-এ আয়োজন করেছে। সমর্থন কারী গ্রুপ যেমন

’দার্জিলিং এনফিল্ডারস, দার্জিলিং মাউন্টে নবাইকার্স, দার্জিলিং পুলিশ এবং প্রশাসন, ইউমাহাসপাতাল, ভিকরান ফাউন্ডেশন এবং জয় বালাজি অনুষ্ঠানটিকে সফল করতে হাত মিলিয়েছে। এইইভেন্ট টিএই অঞ্চলটিকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্রীড়া প্ল্যাটফর্মে প্রসিদ্ধ করতে সফল হয়েছে কারণ ভারতের সমস্ত অংশ এবং বিদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক দৌড়বিদ এই দৌড়ে অংশ নিয়ে ছিলেন। অংশগ্রহণকারীরা তিনটি ভিন্ন দৌড় বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন- পুরুষ ও মহিলাদের উভয়ের জন্য ২১ কিমি, ১০ কিমি এবং ৫ কিমি দৌড়। পুরুষের ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ হাফ ম্যারাথন দৌড়বিদদেরমধ্যে, ইথিওপিয়ার বেলেতে মেকোনেন ০১০ৃ৯.৪ সময়ে প্রথম স্থান, নেপালের গজিন্দ্ররাই ০১১১.৫ সময়ে দ্বিতীয় এবং কেনিয়ার জেমসকি পলেটিং ০১,১১.৬ সময়ে তৃতীয় রানার হিসাবে আবির্ভূত হন।

৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা

মতিযার রহমান, উলুবেড়িয়া,২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ জামায়াত ইসলামী হিন্দের ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে হাওড়া জেলা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্বমহিমায় মুসলিম নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা সভা। উলু বেড়িয়ার নিমদিঘী সোসাইটি আফ লিফট মেন্ট সেন্টারে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় উপস্থিত বিভিন্ন বক্তৃতা দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে সকলে এক ও ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য সকলকে আহ্বান জানানো হয়। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জামায়াত ইসলামী হিন্দের রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক জনাব রহমত আলী খান, সম্পাদক ড, মসিউর রহমান, জামায়াত ইসলামী হিন্দের পক্ষে জনাব নাসিম আলী, হাওড়া জেলা নাযিম নুর আহমদ মোল্লা, সহকারী নাযিম জুলফিকার আলী মোল্লা, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপিতা সমিরুদ্দিন মোল্লা, উলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যাপক সিরাজ মল্লিক।

সভাপতি পদ থেকে সরানো হল সুবীরেশকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ৫ মাস আগে গ্রেফতার হয়েছেন সুবীরেশ ভট্টাচার্য। এবার রাজ্য অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি পদ থেকে সরানো হল তাঁকে, এমনটাই খবর সূত্রের। রাজ্য অধ্যক্ষ পরিষদের নতুন সভাপতি হচ্ছেন পূর্ণচন্দ্র মাইতি। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর সুবীরেশ ভট্টাচার্যকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া দেওয়া হয়েছিল। এবার গ্রেফতারের ৫ মাস পরে তাঁকে রাজ্য অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি পদ থেকে অপসারন করা হল। সূত্রের খবর, রাজ্য অধ্যক্ষ পরিষদের নতুন সভাপতি করা হচ্ছে পূর্ণচন্দ্র মাইতিকে। তিনি এজেসি বোস কলেজের অধ্যক্ষ। এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নিজাম প্যালেসে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সেই সময় উপযুক্ত জবাব না দিতে পারায় ১৯ সেপ্টেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করেন সিবিআই আধিকারিকরা। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তরফে আদালতে জানানো হয়েছিল, সুবীরেশ ভট্টাচার্য যখন স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন সেই সময় নির্দিষ্ট পরীক্ষার্থীর মার্কশিটের নম্বর বদল হয়েছিল। সেই সংক্রান্ত কিছু তথ্য প্রমাণও রয়েছে।

প্রবীণ নাগরিকদের আড্ডা স্থল উদ্বোধন

নিউ বারাকপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার সন্ধ্যা নিউবারাকপুর পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের ঘ্যাঁসের মাঠ কালিচরণ কর শিশু উদ্যান সংলগ্ন গল্প বিতান নামাঙ্কিত প্রবীণ নাগরিকদের বসবার আড্ডা স্হল উদ্বোধন করলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা।ফলকের উন্মোচন করে ফিতে কেটে প্রবীণ নাগরিকদের আড্ডার কক্ষ উদ্বোধন করেন পুরপ্রধান।ছোট অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুর প্রতিনিধি হৃষিকেশ রায়।উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন পুর প্রতিনিধি পূর্ণিমা রায় সহ ওয়ার্ডের বরিষ্ঠ নাগরিকরা। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন বযস্করা আমাদের পথপ্রদর্শক। তারা আড্ডা মারবে। নিজেদের মধ্যে একটু গল্প করবে মজা খোলামেলা আড্ডা মারবে।তারা যদি ভালোভাবে বসে আড্ডা না মারতে পারে বাংলার আড্ডা সঠিক হয় না। তাই পুরসভার ১নং ওয়ার্ডের প্রবীণ নাগরিকদের দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবাযিত হল এই ছোট্ট পরিসরে আর্থিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ও দাবি পূরণ করে একটা ভালো কাজ করলাম।ধীরে ধীরে এলাকার শিশু উদ্যানের নবরুপে খেলাধূলো সুসজ্জিত আধুনিককরন করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন পুরপ্রধান। প্রবীণ মানুষ দের সাথে বসে কিছু সময় কাটান পুরপ্রধান।

ফের গোসাবায় বাঘের হানায় মৃত্যু মৎস্যজীবীর

দুরন্তার্তা,গোসাবা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সুন্দরবনের নদী খাঁড়িতে মাছ, কাঁকড়া ধরতে গিয়ে ফের বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবীর। নিহত মৎস্যজীবীর নাম ননীগোপাল মণ্ডল(৩৫)। শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের ঝিলা ৫ নম্বর জঙ্গলে হেঁতালবাণী ভারানি খালে। পুলিশ ও বন দফতর সূত্রের খবর, নিহতের বাড়ি সুন্দরবন কোস্টাল থানার অন্তর্গত ২ নম্বর সাতজেলিয়া গ্রামে। সঙ্গী তপন হালদার ও দুঃখেরাম মণ্ডলকে সাথে নিয়ে শনিবার ভোরে বাড়ি থেকে মাছ, কাঁকড়া ধরার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল ননীগোপাল। ঐদিন সন্ধ্যার সময় যখন ঝিলা ৫ নম্বর জঙ্গলের পাশে নদীর চরে নেমে কাঁকড়া ধরছিল তাঁরা, তখন ননীগোপালকে পিছন থেকে আক্রমণ করে একটি বাঘ। ঘাড়ে কামড় বসিয়ে কাদায় পড়ো। তপন ও দুঃখেরাম দেখতে পেয়ে হাতে থাকা কাঁকড়ার শিক দিয়ে বাঘের পিঠের উপর লাগাতার আক্রমণ করতে থাকে। বেশ খানিকক্ষণ চলে বাঘে মানুষে লড়াই। অবশেষে শিকার ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলের ভিতর পালিয়ে যায় বাঘ। রক্তাক্ত অবস্থায় ননীগোপালকে উদ্ধার করে দ্রুত গ্রামে ফেরে দুই সঙ্গী। কিন্তু ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে ননীগোপালের। এই ঘটনায় গ্রামে নেমে আসে শোকের ছায়া। কান্নায় ভেঙে পড়েন ননীগোপালের পরিবারের সদস্যরা। বন দফতর জানিয়েছে, কোনরকম বৈধ অনুমতিপত্র ছাড়াই এরা জঙ্গলে প্রবেশ করেছিল কাঁকড়া ধরতে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বন দফতর।

জেলেই গণেশ, কার্তিকের পুজো হবে’ঃ দিলীপ ঘোষ

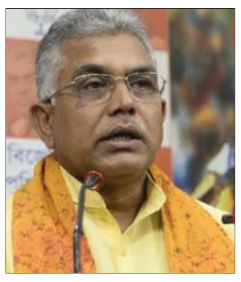

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কালীঘাটের কাকুও গ্রেফতার হবেন। রবিবার শিলিগুড়িতে চা চক্রে যোগ দিয়ে এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন বিজেপির সর্ব ভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সেই সঙ্গে দিলীপের কটাক্ষ, অপেক্ষা করুন। আগামী দিনে জেলেই গণেশ, কার্তিকের পুজো হবে। রবিবার শিলিগুড়ির চা চক্রের অনুষ্ঠানে দিলীপ ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ এবং সেখানকার স্থানীয় নেতারা। সেই চা চক্রের অনুষ্ঠানে তৃণমূলকে সুদ সমেত ফেরত দেওয়ার বার্তা তিনি দিয়েছেন উপস্থিত কর্মীদের। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কালীঘাটের কাকুকে নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি। এ ব্যাপারে বলেছেন, খুব শীঘ্রই জেলে যাবে কালীঘাটের কাকু। গণেশ, কার্তিকের নামও শোনা যাচ্ছে। জেলে এবার গণেশ, কার্তিক পুজো হবে।

অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় মৃত্যু দুই শিশুর

দুরন্ত বর্তা, কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ক্রমশ উদ্বেগ বাড়াচ্ছে অ্যাডিনো ভাইরাস। যদিও সতর্ক থাকার পরামর্শ রাজ্য স্বাস্থ্যদফতরের। তবে তারই মাঝে অ্যাডিনো ভাইরাসের থাবায় মাত্র ২৪ ঘণ্টায় প্রাণ হারাল আরও দুই শিশুর। বি সি রায় হাসপাতালে মৃত্যু হয় হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরের ন’মাসের শিশু। তার রেশ কাটতে না কাটতেই রবিবার সকালে কলকাতা মেডিক্যালে প্রাণ হারায় একরত্তি। হাসপাতালের তরফে জানান হয়, শিশুকে আইসিইউতে রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে বেড না থাকায় সেখানে রাখা সম্ভব হয়নি। এরপর শনিবার মৃত্যু হয় খুদের। শিশুর পরিবারের দাবি, ডেথ সার্টিফিকেটে অ্যাডিনো ভাইরাসের কথা উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসারও অভিযোগ তুলেছেন শিশুর বাবা। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে এ বিষয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অ্যাডিনো ভাইরাস মোকাবিলায় সতর্ক রাজ্য স্বাস্থ্যদফতর। শনিবার দফায় দফায় বৈঠক করেন রাজ্যের স্বাস্থ্যদফতরের অধিকর্তারা। স্বাস্থ্যদফতরের গাইডলাইন অনুযায়ী, শিশুর জ্বর হলে সতর্ক থাকতে হবে অভিভাবকদের। ১০৩ ডিগ্রির উপর জ্বর হলে শিশুকে স্নান করিয়ে দিতে হবে। রক্তে অক্সিজেনের মাত্রাও সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। অবশ্যই নিতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ।

তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ধর্ষনের অভিযোগ ভাঙরে

দুরন্ত বার্তা, ভাঙর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার ভাঙড়ের এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ। প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা দীননাথ নস্করের বিরুদ্ধে অভিযোগ এক মহিলার। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক করে বলে ভাঙড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ঐ মহিলা। বর্তমানে বিয়ের কথা বললে প্রাণে মেরে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলে জানান ঐ মহিলা। শনিবার ভাঙড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ৩৭৬, ৪১৭, ৫০৬ ধারায় কেস রজু হয়েছে। ৩৭৬ ধারায় ধর্ষণ, ৪১৭ ধারায় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ, ৫০৬ ধারায় প্রানে মেরে দেওয়ার হুমকি দেওয়ার কেস রুজু হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন ধরে ভাঙড়ে থাকেন এক মহিলা। কাজের সূত্রেই দীননাথের সঙ্গে পরিচয় হয় ঐ মহিলার। তারপর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরায় নিয়ে গিয়ে জোর করে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। বর্তমানে বিয়ের কথা বললে মেরে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে জানান ঐ মহিলা। ঘটনা প্রসঙ্গে অভিযুক্ত দীননাথ নস্করের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোন প্রতিক্রিয়া দিতে চায়নি। যদিও ফোনে তিনি জানান এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা করার জন্য এসব করা হচ্ছে।

শ্যামপুর থেকে উদ্ধার হলো অসুস্থ লক্ষী পেঁচা

দুরন্ত বার্তা, শ্যামপুর, ২৬ ফেব্রুয়রি ঃ অসুস্থ লক্ষী পেঁচা উদ্ধার হলো শ্যামপুর থেকে, রবিবার সকাল ছটা নাগাদ শ্যামপুরের ডিহি মন্ডল ঘাট এক নম্বর গ্রাম পঞ্চাযেত এলাকার দক্ষিণ পাড়া থেকে। শ্যামপুরের কলেজ ছাত্র দেবজিৎ সামন্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ওয়ার্ল্ড লাইভ অফ শ্যামপুর গ্রুপের বন্যপ্রাণ উদ্ধারকারী শেখ জাকির হোসেন কে ফোন করে বিষয়টি জানায় যে একটি পেঁচা অসুস্থ অবস্থায় পুকুরের ধারে পড়ে রয়েছে। খবর পাওয়া মাত্র পরিবেশকর্মী শেখ জাকির হোসেন ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং এরপর অসুস্থ পেঁচা টিকে উদ্ধার করে। শেখ জাকির হোসেন বলেন এটি লক্ষী পেঁচা পুকুরে কাদা মাটিতে পড়েছিল খুবই অসুস্থ ডান চোখের নিচ থেকে রক্ত ঝরছে,অনুমান অন্য কারো সঙ্গে মারামারি করেছে তাই গুরুতর আহত হয়েছে। শেখ জাকির হোসেন পেঁচা টিকে কিছুক্ষণ নিজের কাছে পর্যবেক্ষণে রাখে। পরবর্তীকালে উলুবেড়িয়া রেঞ্চ অফিসার রাজেশ মুখোপাধ্যায়কে ফোন করে পুরো বিষয়টা জানায়, এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বনবিভাগের কর্মীরা এসে অসুস্থ লক্ষী পেঁচাটিকে গড়চমুক প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৮৮ সংখ্যা, সোমবার, ১৪ ফাল্গুন, ১৪২৯

কার্টুন শিল্প

কলকাতার সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় আগে কার্টুন চিত্র অঙ্কিত হত। তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ঝড় হয়ে যেত। রুচিসম্পন্ন কার্টুন প্রকাশ করা হতো। রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে চলচিত্র অভিনেতা খেলোয়াড় কেউই বাদ যেত না কার্টুনের কাছ থেকে। সবাইকে নিয়ে ব্যঙ্গ চিত্র অঙ্কিত করা তখন একটা রেওয়াজ ছিল। এই সব মজাদার কার্টুন শিল্পকে নিয়ে কাউকে আদালতে যেতে হয়নি। কেউ কারোর বিরুদ্ধে মামলা করেনি। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বহু কার্টুন প্রকাশিত হয়েছিল তা নিয়ে চিন্তা করতেন না পণ্ডিত নেহরু। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করতেন যে তাঁর জনপ্রিয়তা যাতে ভাটা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। তাঁকে নিয়ে কটু অসাধারণ ব্যঙ্গ চিত্র অঙ্কিত করতেন। যাতে নেহরু তৃপ্তি লাভ করেছেন। বাংলায় বহু নামকরা সংবাদপত্রে আগে কার্টুন প্রকাশিত হতো প্রথম পাতায়। সেখানে কার্টুন আঁকতেন রেবতীভূষণ এবং চণ্ডী লাহিড়ীরা। বর্তমানে যেসব সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় সেখানে কোনও কার্টুন প্রকাশিত আর হয় না। কার্টুন শিল্প একেবারে মারা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। একে রক্ষা করতে গেলে আবার কার্টুন শিল্পকে গ্রহণ করতে হবে। এবং কার্টুন শিল্পীদের ডেকে তাদেরকে দিয়ে ব্যঙ্গ চিত্র অঙ্কিত করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে যারা কার্টুন শিল্পকে পচ্ছন্দ করেন না তাদেরকে বাদ দিয়ে কার্টুন তৈরি করা উচিত। প্রতিদিন সংবাদপত্রে যাতে কার্টুন দেখতে পাই তার ব্যবস্থা করা উচিত। বাংলার কার্টুনের একশো পঞ্চাশ বছরে পা দিল। রাজনৈতিক কার্টুন একটি উচ্চাঙ্গের শিল্প ধারা বলা যেতে পারে। তা প্রায় আজকে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ব্যঙ্গচিত্রকে আবার ফিরে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে সংবাদপত্রগুলি। তবে তারা কোনও পথ ধরে ব্যঙ্গ চিত্র অঙ্কিত করবে তা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কুট্টির আঁকা একটি কার্টুন সাড়া ফেলে দিয়েছিল বাংলায়। সেই সময়ে নেতাজির ওপরে বিবিসিকে কিছু তথ্য দিয়েছিলেন নিরোদ সি চৌধুরী যা নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইতে শুরু করে দিয়েছিল। তাকে কেন্দ্র করে কুট্টি আকঁতেন নেতাজির তালুতে একটি ছোট নিরোদ সিং চৌধুরী। এর একটি দুটি বাক্য লিখলেন, 'কে নিরোদ?' পরিস্থিতি সম্পর্কে রসবোধ না থাকলে এই ধরনের ব্যঙ্গ চিত্র অঙ্কন করা খুবই মুশকিল সেটা বুঝতে পারা সম্ভব হচ্ছে। নেতাজিকে সবাই চেনে এবং জানে। কিন্তু নিরোদ সি চৌধুরীকে কেউ জানে না কেই চেনে না। তিনি নেতাজি সম্পর্কে বিবিসিতে তথ্য দিচ্ছেন তা কিন্তু বাংলার তথা ভারতের জনগণ ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। নিরোদ সি চৌধুরী নেতাজির চেয়ে একেবারে ক্ষুদ্র তা প্রমাণ করতেই এই ব্যঙ্গ চিত্রটি অঙ্কন করা হয়েছিল। এতে নিরোদ সি চৌধুরী মনোক্ষুন্ন হলেও তিনি কিন্তু এই ব্যঙ্গচিত্রের নিন্দা করেননি। ব্যঙ্গ চিত্রের জনক হচ্ছেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বহু ব্যঙ্গ চিত্র অঙ্কন করেছেন। রাজনৈতিক কার্টুন শিল্পী হিসাবে নাম করেছিলেন শঙ্কর। আর কে লক্ষণ এবং কুট্টি। বাংলায় যারা কার্টুন শিল্পে সঙ্গে জড়িত ছিলেন তারা অত্যন্ত উচ্চমানের কার্টুন অঙ্কন করে গিয়েছেন। আগেকার সংবাদ পাঠকেরা সবাই কার্টুন দেখার জন্য সংবাদপত্র ক্রয় করতেন এবং নিরপেক্ষ সংবাদ সব সময়ে পরিবেশন করা হতো। কোনও রাজনৈতিক দলের প্রশংসা করে কোনও সংবাদ সেই সময়ে প্রকাশ হতে দেখা যায়নি।

সম্পাদকীয়

পরিবেশ দূষিত

ইউক্রেন যুদ্ধে পরিবেশ নষ্ট হতে শুরু করেছে। এই মুহূর্তে বিশ্ব পরিবেশকে রক্ষা করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র। কিন্তু বারবার আমেরিকার নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থকে বজায় রাখতে এই সব পরিবেশ সম্মেলনে উত্থাপিত প্রস্তাবগুলোর ওপরে ভেটো দিয়ে নাকচ করে দিয়েছিল। ফলে বিশ্ব পরিবেশ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। আজকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যখন বুঝতে পেরে গিয়েছে যে আগামি দিনে অজানা ভাইরাসের হাত থেকে গোটা আমেরিকাবাসীকে রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হবে তখন নিজেদের দেশের নাগরিকদের রক্ষার স্বার্থে জি-৭ সম্মেলনের ডাক দিয়েছে। জার্মান সরকার এই সম্মেলনে যোগ দেবে না বলে পরিষ্কার বলে দিয়েছে। জার্মান সরকার এই সম্মেলনে যোগ না দেওয়ার যুক্তি হিসাবে বলেছে যে তারা এখন করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে ব্যস্ত। ঠিক এই সময়ে বিশ্বে অন্য একটি রাষ্ট্রে গিয়ে আলাচনা করার কোনও সময় হাতে নেই। এখন জার্মানবাসীকে রক্ষা করতে হবে করোনাভাইরাস থেকে। ইতিমধ্যে জার্মান দেশে কয়েক হাজার নাগরিক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। তাদেরকে সুস্থ করে তোলাই হচ্ছে জার্মান প্রশাসনের মূল লক্ষ্য। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ডাকা সম্মেলনে যোগ দেওয়ার এটা উপযুক্ত সময় নয়। জার্মান সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে পুরোপুরি সরে এলেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী কী করবেন সেটা নির্ভর করছে তাঁর ওপরে। তিনি এখনও পর্যন্ত জি-৭ এ সম্মেলনে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উঠতে পারেননি। তিনি সেখানে যোগ করাটা ঠিক হবে কিনা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হতে শুরু করে দিয়েছে। সচিবেরা ইতিমধ্যে রীতিমতো বেশ কয়েকটি বৈঠকও করে ফেলেছেন। জার্মান যারা একটি কথাতে বাইডেনের আমন্ত্রণপত্রকে নাকচ করে দিতে পারলো ভারতের প্রধানমন্ত্রী শুধু সময় নিয়েই চলেছেন। তাঁর মুখে ওপরে বলে দেওয়ার কোনও সাহস নেই। যে ভারত আজকে করোনাভাইরাস নিয়ে কঠিন অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেশটা এখন কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ঠিক এই সময়ে দেশের কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে হচ্ছে ভারতকে। এই সময়ে জি-৭ সম্মেলনের বৈঠকে যোগ দিয়ে শুধু মাত্র আলাপ আলোচনা করে সময় কাটালে চলবে না। আর কোনও লাভ হবে না। কারণ আমেরিকার তার নিজের স্বার্থকে বজায় রেখে অন্য সব রাষ্ট্রে ওপরে পরিবেশ রক্ষার আইন চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পদ্ধপরিকর। বিষাক্ত রাসায়নিক গ্যাস এই সব কলকারখানা থেকে নির্গত হয়ে পরিশুদ্ধ বায়ুর সঙ্গে মিশে কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে শুরু করে দেয়। ফলে নির্মল বায়ু সেবন করাটা এখ একটি কঠিন প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে যায়। গোটা বিশ্বটাকে রক্ষা করাটা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে করোনাভাইরাস এসে গোটা পৃথিবীর ফুটন্ত গতিটাকে স্তব্ধ করে দিল। প্রায় দুই মাস ধরে পৃথিবীর মানবসভ্যতা গতিহীন অবস্থায় থাকলো শুধু নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য। এবারে বুঝতে পেরেছে যে আগামি দিনে প্রাকৃতিক নিয়ম শৃঙ্খলাকে অবহেলা করতে তার পরিমাণ কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি

রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি। সেই কারণে দক্ষিণেশ্বরের প্রতিটি সন্তানরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে মানব সেবা করা। নরেনকে সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছি। নরেন আমার সেবার দর্শনটাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে পারবে। সেই শক্তি তার রয়েছে। সে আমার দর্শনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে। আজকে রামকৃষ্ণ মঠ সারা বিশ্বের কাছে প্রশংসিত। তার একটি মাত্র কারণ হল নরেনের মানব সেবা।

অজিত দোভালের সঙ্গে কথা বলতে চান জেলেনস্কি

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। তিনি বলেছেন অজিত দোবালের সঙ্গে কথা বলতে চান। তিনি তাঁর সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। জেলেনস্কি বলেছেন, অজিত দোভালের সঙ্গে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা দফতরের বৈঠক হয়েছে। রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন অজিত দোভাল। অজিত দোভালকে যুদ্ধ বন্ধ করার আর্জি জানিয়েছেন ইউক্রেনের রাষ্ট্র নেতারা। কিন্তু যুদ্ধ যে থামবে না সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেই কারণে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে কথা বলে শান্তির প্রস্তাব আনার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন। তারা বলেছেন অজিত দোবালের উচিত হচ্ছে রুশ সরকারকে বোঝানো যে আর যুদ্ধ এর প্রয়োজন নেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি স্বয়ং পুতিনকে বলেছেন যুদ্ধের এটা সময় নয়। এদিকে ভারত হচ্ছে জি-২০ সম্মেলনের সভাপতি। এবারে জি-২০ বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করে সেখানে শান্তির প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন জেলেনস্কি। তিনি বলেছেন ভারতের যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এদিকে ভারত থেকে বলা হয়েছে যুদ্ধ তারা তৈরি করেনি। যারা যুদ্ধ তৈরি করেছে তাদের উচিত হচ্ছে যুদ্ধকে থামানোর। ভারতের যুদ্ধ থামানোর কাজ নয়। ভারত বলতে পারে যুদ্ধ করা চলবে না। কিন্তু ভারতের কথা শুনে তো চলবে না তারা যারা যুদ্ধ সৃষ্টি করেছে। এদিকে রাশিয়া বিরোধী প্রস্তাবে ভোট দানে বিরত থাকলো ভারত এবং বেজিং। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আগেই বলেছিলেন এটা যুদ্ধের সময় নয়। কারোনা সংক্রমণ কাটিয়ে উঠেছে বিশ্ব। করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিশ্বের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ অবস্থায় রয়েছে। এর হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে দরকার হচ্ছে সহযোগিতা। যুদ্ধ করে সহযোগিতা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া উচিত হবে না। মোদি বলেছেন, কূটনীতি এবং আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। চিনের বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে রাজনৈতিক মীমাংসা করে যুদ্ধকে থামাতে হবে। বেজিং বলেছে, প্রত্যেক রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতাকে মর্যাদা দেওয়া উচিত। চিনের তরফে বলা হয়েছে রাশিয়া ইউক্রেনের মধ্যে আলোচনা করে এর মীমাংসা করে ফেলা উচিত। চিনের সঙ্গে ভারতের গত আড়াই বছর ধরে সীমান্তে সংঘর্ষ চলছে। তার কোনও মীমাংসা হচ্ছে না। কিন্তু এবারে ইউক্রেন প্রশ্নে ভারত এবং চিনকে একই অবস্থান গ্রহণ করতে দেখা গেল। রাষ্ট্রপুঞ্জে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তাবের পক্ষে গেল না বেজিং এবং দিল্লি। তারা চুপ করে থাকলো। ভোট দানে বিরত থাকলো। এই প্রস্তাবে ইউক্রেন থেকে রুশ বাহিনী প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছিল। ২০২২ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া ইউক্রেনের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এক বছর পার হয়ে গিয়েছে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ।তার ফলে একটি প্রস্তাব নিয়ে আসা হয়েছিল। সেনা অভিযানকে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ইউক্রেন থেকে রুশ বাহিনী প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছিল প্রস্তাবে। এর পক্ষে ভোট দিয়েছিল ১৪১ টি দেশ। প্রস্তাবের বিরোঘিতা করে বোট পড়েছিল ৭টি। ভারত এবং চিন ভোট দানে বিরত থাকলেও প্রস্তাবটি পাশ হয়ে গিয়েছিল। এদিকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে যে চিন এবং ভারত একই পথ ধরে ইউক্রেন রুশ যুদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করলেও কিন্তু কার্যত দেখতে পাওয়া যায় যে ভারতের ব্যাপারে চিন অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের কথা বললেও তার কিন্তু বিপরীত দিকে চলতে শুরু করে। চিন এখনও অরুণাচল প্রদেশকে তাদের অংশ বলে গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের মানচিত্রে অরুণাচল প্রদেশকে তাদের অংশ

বলে দেখানো হয়েছে। ভারত এর বিরোধিতা করলেও চিন কিন্তু চুপ করে বসে রয়েছে। এদিকে আমেরিকার সেনেট থেকে বলা হয়েছে যে অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অংশ। তাতেও চিনকে দমিয়ে ফেলা যাচ্ছে না। ফলে ভারতের সঙ্গে চিনের মতের মিল হচ্ছে না। ইউক্রেন যুদ্ধে চিন খানিকটা চাপে পড়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। ইউক্রেনে চিনের বিনিয়োগ রয়েছে যা একেবারে হারাতে চায় না বেজিং। চিনের বিনিয়োগকে রক্ষা করতে চিনকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হচ্ছে। তারপরে রয়েছে কোভিড সংক্রমণ। যার পুরো দোষটা চিনের ঘাড়ে এসে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। এরপরে রয়েছে জি-২০ সম্মেলন। তার আগে চিন চায় না তাদেরকে এক ঘরে করে ফেলুক ইউরোপ গোষ্ঠী। দেখতে পাওয়া গিয়েছে চিনের বিবৃতি যুদ্ধ বিরোধী হলে তা কিন্তু রুশ বিরোধী নয়। আমেরিকা তথা পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক লড়াইয়ে রাশিয়ার হচ্ছে চিনের প্রধান এবং মুখ্য অবলম্বন। রাশিয়ার হাত ধরেই চিন ইউরোপে ব্যবসা এবং বাণিজ্য প্রসার করতে চায়। ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার কোনও বিরোধ নেই। রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী জোরদার হতে শুরু করে দিয়েছিল পণ্ডিত নেহরুর সময় থেকে। তারপরে আরও বেশি শক্তিশালী মৈত্রী রাশিয়ার সঙ্গে গড়ে ওঠে ইন্দিরা গান্ধির সময়ে। তার ফলে রাশিয়া এবং ভারত একই অবস্থানে চলতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়ার থেকে কম দামে তেল সংগ্রহ অভিযান করতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। তার ফলে আজকে ভারতে তেলের কোন সঙ্কট নেই। ভারত থেকে তেল নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা। শ্রীলঙ্কাকে ভারত সহযোগিতার করার আশ্বাস দিয়েছিল। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত মৈত্রী বজায় রেখে চলতে শুরু করে দিয়েছে। একটি সময়ে পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশকে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল। পাকিস্তান সরকার চেয়েছিল বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সংঘাত সৃষ্টি হলে তাতে পাকিস্তানের লাভ। চিন পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্তকে খানিকটা মদত দিতে শুরু করেছিল যাতে করে ভারত চিন সীমান্তের দিকে বেশি করে নজর না দিতে পারে। তারপরে পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারন করলে চিন পাকিস্তানের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরতে থাকে। আজকে পাকিস্তান একেবারে একা হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। কয়েকটি ইসলামিক দেশ ছাড়া পাকিস্তানের পাশে আর কেউ নেই বলতে গেলে চলে। নেপালকে চিন অধিকার করতে শুরু করে দিয়েছে ভারত বিরোধিতার জন্য। নেপালে একটি সময়ে ভারতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে চিনের উস্কানিতে। সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে ভোটাভুটির সময়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে বিবৃতি দিয়েছেন ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রুচিরা কম্বোজ। গত বছর উজবেকিস্তানে সমরখন্দে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে এটা যুদ্ধের সময় নয়। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট তাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। তারপরে আমেকির প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউক্রেন সফর করে রাজনৈতিক এবং যুদ্ধ উত্তেজনা বৃদ্ধি করে দিয়েছে। এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন জাতির উদ্দেশ্যে বাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, ইউক্রেন দখল করাই হচ্ছে রাশিয়ার লক্ষ্য। রাশিয়া ইউক্রেন দখল করবে এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এর বিকল্প তৈরি হতে পারে না। তার ফলে পরমানু নিরস্ত্রকরণ চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। পরমানু পরীক্ষা করার জন্য রাশিয়া প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। সেই সব পরমাণু আগামি দিনের সম্ভবত ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে চিন খুবই খুশি। পরমানু নিয়ন্ত্রণ চুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়ার ফলে চিনও পরমানু পরীক্ষা করতে পারবে এবং তাইওয়ানের দিকে তাক করে পরমানু ছুঁড়তে চিনের কোনও বাধা থাকবে না। এদিকে এই পরমানু নিয়ন্ত্রণ চুক্তিকে ভেঙে ফলার ব্যাপারে ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ভারত থেকে বলা হয়েছে এর ফলে বিশ্বের যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রগুলি পরমানু অস্ত্র বৃদ্ধি করতে থাকবে। তার ফলে বিশ্বে শান্তি দূর হতে থাকবে। আগামি দিনের বিশ্বের অবস্থা ভয়ানক হয়ে দেখা দিতে পারে। তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এবারে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হলে তা কিন্তু ইউরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সারা বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রগুলিতে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতও জড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু ভারত থেকে যুদ্ধ বিরতি করার চেষ্টা করা হলেও তা কিন্তু থামবে না। বরং আরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। রষ্ট্রপুঞ্জে ভারতেরস্থায়ী প্রতিনিধি রুচিরা কম্বোজ বলেছেন যে ভারত সব সময়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ মেনে চলে। তার বাইরে কোনও সময়ে অবস্থান করে না। যুদ্ধের জেরে অসংখ্যা মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। শরনার্থী তৈরি হয়েছে। শিশু এবং নারীরা রাস্তায় বসে রয়েছে। খাবার পাচ্ছে না। বাসস্থান নেই বলতে গেলে চলে। এই ঘটনা খুবই উদ্বেগজনক। এটা যদি যুদ্ধ বাজ রাষ্ট্র নেতারা বুঝতে না পারেন তাহলে ভারতের করার কিছুই থাকে না। ইউক্রেন থেকে রুশ সেনা প্রত্যাহারের যে প্রস্তাব রাষ্ট্রপুঞ্জে পাশ করা হয়েছে তাতে যুদ্ধ পরিস্থিতি থামবে কিনা বোঝা একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে ভারত ভোটদানে বিরত থাকছে। ভারত সব সময়ে চায় শান্তি। বিশ্ব শান্তি বজায় থাকুক। এই সময়ে যেভাবে যুদ্ধ চলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আগামি দিনে পরমানু অস্ত্র ব্যবহার করা হলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। তাতেই ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। যুদ্ধ না থামলে পরমানু যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এটা পরিস্কার।

আগামি লোকসভার নির্বাচনে বিজেপি কি তার মসনদ দখলে রাখতে পারবে?

২০২৪ সালে আবার মোদি যুগ শুরু হচ্ছে সেটা দেখতে পেল বিরোধী দলের নেতারা। আবার পাঞ্জাবে আম আদমির উত্থানও বিজেপিকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। আম আদমি পার্টি এবারে কারোর সঙ্গে জোট না করে তারা এককভাবে লড়াই করেছিল। কংগ্রেস সরকার সেখানে থাকলেও দলের অন্তর্দ্বন্ধে শেষ হয়ে গেল বলা যেতে পারে। কংগ্রেস দলটা বারবার আঘাত খেতে শুরু করে দিয়েছে। তার কারণ খুঁজে বের করতে পারছে না কংগ্রেস নেতারা। তারা বুঝতে পারছে না কেন তাদেরকে প্রত্যাখান করতে শুরু করে দিয়েছে জনগণ। কোথায় তাদের গলদ রয়েছে তা খুঁজে বের করতে পারছে না কিছুতেই। এই প্রথম একটি আঞ্চলিক দল দুটি রাজ্যে ক্ষমতা দখল করলো। দিল্লি এবং পাঞ্জাবের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সরকার গঠন করার ক্ষমতা দেখালো আম আদমির নেতারা। এবারে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেনি। তারা ঠিক করতে পারছে না কাদের সঙ্গে লড়াই করবে। কংগ্রেস না বিজেপি। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে নেমে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল। তার ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হচ্ছে। গোয়াতে সেটাই দেখতে পাওয়া গেল। তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিক শত্রু হিসাবে বিজেপিকে মনে করলেও তারা কিন্তু সেখানে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছিল। তার ফলে বিজেপি বিরোধীরা তৃণমূল কংগ্রেসের ওপরে আস্থা রাখতে পারেনি। কংগ্রেসসহ অন্য রাজনৈতিক দলকে তারা পচ্ছন্দ করতে শুরু করে দিয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস সেখানে বিজেপি বিরোধী ধুয়া তুলতে পারেনি। উত্তর প্রদেশে সমাজবাদী পার্টি হয়ে প্রচার করতে গিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী। অখিলেশ যাদবের হয়ে নির্বাচনী প্রচার করেছেন নেত্রী। কিন্তু তিনি বেনারসে গিয়ে বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যোগী আদিত্যনাথকে উত্তর প্রদেশ থেকে সরানো খুবই মুশকিল। কারণ বেনারসের অধিকাংশ লোকেরা যোগী এবং মোদির ওপরে আস্থা রাখতে শুরু করেছে। তার ফল দেখতে পাওয়া গেল। বিজেপিকে উত্তর প্রদেশে এবারের মতো পরাস্ত করা গেল না। জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপির বিকল্প হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে আম আদমি দল। এটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এদিকে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার তাঁর রাজনীতির ছক পাল্টাতে শুরু করে দিয়েছেন। আম আদমি দলের নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। আম আদমির সঙ্গে মিশে আগামি দিনে পাঞ্জাবে দলের প্রভাব বিস্তার করার খেলা খেলতে শুরু করে দেবে। কিন্তু আম আদমি দলের নেতা অরবিন্দ জেরিওয়াল এই মুহূর্তে বিজেপির বিরুদ্ধে কোনও প্রকাশ্য বিরোধিতায় অংশ গ্রহণ করছে না। দিল্লিতে আম আদমি দলের সরকার থাকলে সেটা কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল। বিজেপি দল কেন্দ্রে রয়েছে। দিল্লি শাসন করতে গিয়ে আম আদমি দলকে বহু ভুগতে হয়েছে। কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে আম আদমি দল সেখানে সরকার গঠন করে শুধু মাত্র করপোরেশনের কাজ দেখাশুনা করে। প্রকৃত শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। তার ফলে দিল্লিতে আম আদমি দল সরকার গঠন করেও বিজেপি দলের কাছে পুতুল মাত্র। সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব বাইশ শতাংশ থেকে বত্রিশ শতাংশ ভোট বৃদ্ধি করলেও তারা কিন্তু সরকার গঠন করার ক্ষমতা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু তাঁর দল উত্তর প্রদেশের বিরোধী দল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রিয়াঙ্কা বঢরা, রাহুল গান্ধির মতো পার্টটাইম রাজনীতি করে বিজেপিকে পরাস্ত করা একেবারে অসম্ভব সেটা পরিস্কার হতে শুরু করে দিয়েছে। উত্তর প্রদেশের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বিজেপির অন্দরমহলে মোদির বিকল্প হিসাবে নিজেকে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি ২০২৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হয়ে মাঝামাঝি সময়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যেতে পারেন। সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রীর পদের দেখভাল করবেন যোগী আদিত্যনাথ এই রকম কথা খবরে ভাসতে শুরু করে দিয়েছে। তবে এ ব্যাপারে বিজেপি দলের পক্ষ থেকে কিছুই বলা হয়নি। ৩৭ বছর বাদে পাঁচ বছর মুখ্যমন্ত্রী পদে থেকে আবার ফিরে আসতে পেরেছেন সেটা হচ্ছেন যোগী। কংগ্রেস যে উৎসাহ নিয়ে নির্বাচনী লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছিল তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গেল না। এদিকে বিজেপি দল বলেছে, সাধারণ মানুষের হয়ে আরও বেশি করে কাজ করতে হবে। মহিলাদের সুরক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে সরকারকে। মহিলারা যাতে সম্মানের সঙ্গে এই রাজ্যে বাস করতে পারে তার দেখভাল করবে যোগী সরকার।

ভারত বিরোধী নই বলছেন পাক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

ভারত বিরোধী নই বলে মন্তব্য করেন পাকিস্তানের সদ্য প্রধানমন্ত্রী পদচ্যুত ইমরান খান। মাত্র কিছু দিন আগেই তিনি আমেরিকাকে দুষছিলেন। তাঁরে ক্ষমতাচ্যুত করার পিছনে রয়েছে আমেরিকা। আমেরিকার প্রশাসনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিরোধীরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। ষড়যন্ত্র করেছে তার বিরুদ্ধে। দেশকে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন বিরোধী দলের নেতারা। শাহবাজ শরিফ থেকে শুরু করে বিলাবল ভুট্টো জারদারি পর্যন্ত রয়েছেন সেই তালিকায় রয়েছেন। রাশিয়া সফরটাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেনি আমেরিকা। রাশিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের কোনও সম্পর্ক তৈরি হতে পারে না বলে মনে করে আমেরিকা। তার ওপরে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে হাত মেলানো এবং ভারতের হয়ে জয়গান গাইতে শুরু করাকে বিরোধী দল নেতারা ভালো নজরে দেখেননি। আফগানিস্তানের তালিবানরা পাকিস্তানকে বেশি পচ্ছন্দ করতে নারাজ। তারা মনে করে পাকিস্তান এখন স্বাধীন আফগানের ওপরে মাতোব্বরি করতে শুরু করবে। আফগানরা তা মেনে নেবে না। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে বিক্ষোভ শুরু হয়ে গিয়েছে। তালিবানদের ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। তারা আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তালিবানদের ক্ষমতা পাইয়ে দিয়েছে আফগানিস্তানে। আমেরিকাও চাইছিল সেনারা যাতে আফগান থেকে ঘরে ফেরে। আফগানিস্তান নিয়ে সেখানকার জনগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক। আমেরিকা আর আফগান সম্পর্কে কোনও আগ্রহ দেখাবে না। ফলে তালিবানরা এখন পাকিস্তানকে সামনে রেখে কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। তারপরে তারা এখন আর পাকিস্তানকে একেবারে পাত্তা দিচ্ছে না। তালিবানরা এখন ভারতের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের কাছ থেকে মানবিক সাহায্য দাবি করেছে আফগান। ভারতও আফগানে খাদ্য ওবং ওষুধ পাঠাতে শুরু করে দিয়েছে। করোনা ভ্যাকসিন পাঠাচ্ছে। ফলে ভারতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। পাকিস্তানকে একেবারে কোনঠাসা করে দিয়েছে তালিবান সরকার। একটি সময়ে তালিবান সরকার বলেছিল পাকিস্তান হচ্ছে তাদের দ্বিতীয় ঘর। এবারে সেই কূটনীতি আর কাজ করছে না। আর্থিক দিক দিয়ে তালিবানরা শক্তিশালী হচেছ না। সেখানে মাদক চাষ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মাদক বিক্রি করেই আফগানদের আয় বৃদ্ধি হতো। এখন তালিবান সরকার আসার ফলে সেখানে আর কোনও মাদক চাষ বন্ধ। তার ওপরে ধর্মের বোঝা চেপে বসে রয়েছে। আয় হচ্ছে না সাধারণ মানুষের। ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আগে ভারতের পণ্য পাক সীমান্তে এসে ব্যবসা হতো। কিন্তু এখন আর পাকিস্তানের পথ ধরে ভারতের পণ্য আসছে না। ফলে আফগান সীমান্ত ব্যবসা বন্ধ বলা যেতে পারে। পাকিস্তানের আফগান নীতিতে ভুল ছিল বলে মনে করছে কূটনীতিকরা। তারা মনে করছে পাকিস্তান সবচেয়ে বেশি ভুল কাজ করেছে ভারত বিরোধিতা করে। পাকিস্তান যদি ভারত বিরোধিতা না করে সীমান্ত ব্যবসাকে চালু রাখতো তাহলে আয় বৃদ্ধি হতো। পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা একেবারে শ্রীলঙ্কার মতো অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে। শ্রীলঙ্কাকে ভারত মানবিক সাহায্য করছে। তার ফলে শ্রীলঙ্কার মানুষেরা খানিকটা স্বস্তি পেয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের পাশে কাউকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পাকিস্তান ক্রমশ একা হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে আজকে পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা খুবই চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। ইমরান খানের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে ভুল ছিল সেটা স্বয়ং তিনি বুঝতে পেরেছেন। তার ফলে বিরোধীরা সোচ্চার হয়েছে। ইমরান খানকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে আসতে হয়েছে দলকে বাঁচাতে। ইমরান খান যদি বিরোধীদের কথায় যদি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ না করতেন তাহলে কিন্তু তাঁর দল একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। সেটা হতে দিলেন না রাজনীতিবিদ ইমরান খান। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দলকে বঁচিয়ে রাখতে পারলে আগামি দিনে আবার প্রধানমনন্ত্রী হওয়ার পথটা খোলা থাকবে। আর সেটাই এদিন দেখতে পাওয়া গল। ইমরান খান বিশাল জনসভা করলেন করাচি শহরে। তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) সভায় উপচে পড়া ভিড় হয়েছিল। বিরোধীরা এত জনতার সমাবেশ দেখে ঘাবড়ে যায়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইমরান খান বলেছেন, তিনি ভারত আমেরিকা বিরোধী নন। তিনি কোনও নির্দিষ্টি দেশের বিরোধী নন। আমি আমেরিকা ভারত এবং ইউরোপের কোনও দেশের বিরোধী নই। মানবতার সঙ্গে আমি আছি। কোনও সম্প্রদায়ের বিরোধী আমি নই। সবাই নিয়ে চলতে চাই। সবার সঙ্গী হতে চাই। আচমকা ইমরান খানের মুখে এই কথা শুনে রাজনীতিবিদেরা অবাক হয়ে গিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আসার পর তিনি সেখানে বিদেশি শত্রুর হাত খুঁজে পেয়েছেন বলে চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন।

সাহাবুদ্দিন চুপ্পু একাধারে দলের দুর্দিনের সাথী, বৈরী সময়ের সাহসী কণ্ঠ

শ্যামল সান্যাল, বাংলাদেশ ঃ (পূর্ব প্রকাশের পর) এ বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মনোনয়ন শতভাগ যথার্থ। বিষয়টি অনেকের কাছে এমনও মনে হচ্ছে যে, এ ধরনের পরিস্থিতির প্রয়োজনেই যেন মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে প্রধানমন্ত্রী তৈরি করে রেখেছিলেন। সযতনে তাকে করে রেখে দেয়া হয়েছিল বলেই আওয়ামী লীগ সভাপতি তার নামটি নিয়ে আলোচনার সুযোগ দেননি। উঠতে দেননি কোনো বিতর্কও। যে কারণে মনোনয়নপত্র জমাদানের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমসহ রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল তার সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারে। অথচ মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু একাধারে দলের দুর্দিনের সাথী, বৈরী সময়ের সাহসী কণ্ঠ, স্পষ্ট, প্রতিবাদী, কারা নির্যাতিত এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্মুখযোদ্ধা। কর্মজীবনের প্রতিটি পরতে তিনি রেখেছেন দলীয় আনুগত্য ও প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর। এ বিবেচনায় তিনি আওয়ামী লীগের পরীক্ষিত নেতা। সময়ের হুজুগে ভেসে আসা 'হাইব্রিড' তিনি নন। এছাড়া পেশাগত কারণে তিনি বিচার, সংসদ এবং আইন ও সাংবাদিক বিষয়ে অভিজ্ঞ। সরকার ও সময়ের চাহিদা এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণেও তিনি দিতে পারেন বিচক্ষণতার পরিচয়। এমন পরিস্থিতিতে অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ, দুর্নীতি দমন কমিশনের সাবেক কমিশনার মো. সাহাবুদ্দিনকে বেছে নেয়া আওয়ামী লীগের জন্য এক অনন্য সিদ্ধান্ত। তবে সরকারি দলের বাইরেও যে মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে খুব একটা বিতর্ক রয়েছে এমনও নয়। রাজপথের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি প্রেসিডেঃট পদের এই মনোনয়ন নিয়ে বাহ্যত প্রতিক্রিয়াহীন।তবে এ বিষয়ে ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ একটি দিয়েছেন বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহআন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক এমপি ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। তার মতে, মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে পরবর্তী প্রেসিডেঃট হিসেবে বেছে নেয়া নিঃসন্দেহে একটি বড় চমক। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের জন্য এর চেয়ে ভালো, এর চেয়ে বেটার অপশন আর ছিল না বলে আমি মনে করি। তিনি একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের অত্যন্ত অনুগত। আনুগত্যের পরিচয় দিচ্ছেন অতীত থেকেই। শিক্ষাজীবনে তিনি ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। পরে জেলা যুবলীগের সভাপতি হন। এবং ধাপে ধাপে তিনি আওয়ামী লীগের বর্তমান উপকমিটির প্রধান হিসেবে রয়েছেন। আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা হিসেবেও আছেন। তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তার নাম খুব 'ফেস'এ এসেছে, এমনটি নয়। তিনি যে একান্ত অনুগত এটাই শুধু নয়। তিনি কিন্তু আওয়ামী লীগের হয়ে সাহসিকতার পরিচয়ও দিয়েছেন। ১৯৭৫ সালে যখন নৃশংস হত্যাকান্ড হয়, সে সময় আওয়ামী লীগের যারা মোস্তাকের মন্ত্রিসভায় শপথ নিতে দুই মিনিট চিন্তা করেননি, তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সাংবাদিক ও সামাজ সেবক থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিশ্যামল সান্যালঢাকা, বাংলাদেশ১৪ ফেব্রয়ারি ২০২৩ বাংলাদেশের ২২তম প্রেসিডেঃট নির্বাচিত হয়েছেন সঅবসরপ্রাপ্ত বিচারক ও সাংবাদিক মো, সাহাবুদ্দিন চুপ্পু। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল সোমবার দুপুরে এ পদে তাঁকে 'নির্বাচিত' ঘোষণা করেন। এর আগে রোববার সকালে এ পদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রেসিডেঃট প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন মো. সাহাবুদ্দিন। তার মনোনয়ন বৈধ বিবেচিত হয়। আর কোনো প্রার্থী মনোনয়ন জমা না দেয়ায় নির্বাচন কমিশন অবসরপ্রাপ্ত এই জেলা জজ, সাংবাদিক ও সমাজ সেবককে পরবর্তী প্রেডিডেন্ট হিসেবে 'নির্বাচিত' ঘোষণা করেন।

রেশ জিইয়ে রেখে উত্তপ্ত কোচবিহার

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলার অভিযোগ ঘিরে শনিবার থেকেই উত্তপ্ত হয়েছে কোচবিহারের দিনহাটা। নিশীথের উপর হামলার পর রাতে একাধিক বিজেপি কর্মীদের বাড়ি এবং একাধিক পার্টি অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগও উঠেছে। বাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি লুটপাট চালানো হয় বলেও অভিযোগ। সব মিলিয়ে রবিবার সকাল থেকেই দিনহাটার পরিস্থিতি থমথমে। শনিবার দুপুরে তৃণমূল-বিজেপির সংঘর্ষের পর রাত থেকেই দিনহাটা মহকুমার বিভিন্ন গ্রামগঞ্জে বিজেপির নেতা-কর্মীদের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর করা হয়। দিনহাটা শহর মণ্ডল সম্পাদক মুন্না সাও এর বাড়িতে যেমন ভাঙচুর করা হয়, তেমনই সাহেবগঞ্জের বিজেপির কার্যালয়ে ভাঙচুর করা হয়। বামনহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কালমাটি গ্রামে বিজেপি নেতাদের বাড়িতে হামলা চালানো হয়। বাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি লুটপাট চালানো হয়। কালমটি এলাকায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিজেপি কর্মীর বাড়িতে। বিজেপির ২৬ নম্বর মণ্ডলের সহ সভাপতি কৃষ্ণকান্ত রায়ের বাড়িতে আগুন ধরানো ও বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা রয়েছে ওই এলাকায়। ঘটনার সময় কৃষ্ণকান্ত বাড়িতে ছিলেন না বলে জানা গিয়েছে। তিনি বাড়ি ফিরে দেখেন তাঁর বাড়ি জ্বলছে। ভেঙে দেওয়া হয়েছে বাড়িঘর। বিজেপি করার অপরাধেই এমন ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ১০০ বেশি তৃণমূলকর্মী এই হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল। নিশীথের কনভয়ে হামলা এবং অশান্তির অভিযোগে ১৮ জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। তাঁদের থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হওয়ার কথাও জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনাকে 'লজ্জাজনক' বলে টুইট করেছেন নিশীথ প্রামাণিকও। পাশাপাশি বোমা ছোড়া হয়েছ বলেও অভিযোগ করেন নিশীথ। শনিবারই নিশীথ বলেছিলেন, এই ধরনের সংস্কৃতি বাংলার বুকে ছিল না। তবে একটাই কথা বলব, দুষ্কৃতীদের দেখে পালানো নয়। চোখে চোখ রেখে লড়াই করাটাই আমার কাজ। আমি মনে করি সাধারণ মানুষকে সাহস দেওয়ার জন্য, বাংলায় যে ভয়ভীতির পরিবেশ আছে, সেটাকে দূর করার জন্য এটাই করতে হবে। এই বক্তব্যের পাল্টা দেয় তৃণমূলও। তাঁরা অশান্তির জন্য দায়ী করে নিশীথকেই। অন্যদিকে রবিবার এমএলএ কাপ টুর্নামেন্ট ঘিরে উত্তেজনা শুরু হয় তুফানগঞ্জে। এদিন সকালেই দেখা যায়, তুফানগঞ্জের ঘোগার কুঠি এলাকায় তৃণমূল কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়। মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া পোস্টার। পালটা নাটাবাড়ির বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামীকে দেখে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। রাস্তায় বসে অবরোধ শুরু করেন। এনিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনাস্থলে মোতায়েন প্রচুর পুলিশ। এদিন তৃণমূলের কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে পার্টি অফিস তছনছ করার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। এই পার্টি অফিসের অদূরেই হকি টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের সভাপতি মনোজ বর্মা বলেন, আমরা সকালে এসে দেখি, আমাদের পার্টি অফিসে যেসব ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন ছিল, সেসব মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এসব করেছে। আমরা থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। পুলিশ এসে সব দেখে গিয়েছে। তৃণমূল কার্যালয়ে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামী। তাঁর কথায়, এখানে গতকাল রাত তিনটে পর্যন্ত পুলিশ ছিল। কড়া পাহারা ছিল। এমন কোনও ঘটনা ঘটেইনি। যদি কিছু হয়ে থাকে, তাহলে তৃণমূলই নিজেদের ফেস্টুন টাঙিয়ে তা ছিঁড়েছে। এখানে রাজনীতির কোনও ব্যাপার নেই। একটা এমএলএ কাপ খেলার আয়োজন করা হয়েছে। সবাই খেলতে আসবে দলমত নির্বিশেষে। আর খেলোয়াড়দের ভয় দেখানোর জন্য তৃণমূল এসব ঘটাচ্ছে।

শিক্ষিকার রহস্যমৃত্যু

ছেলেকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বাবার মৃত্যুর মাত্র একমাস চারদিনের মাথায় শিক্ষিকা মায়ের দেহ উদ্ধার। বাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার শিক্ষিকার দেহ। ভোরে ঝগড়াঝাটির পর বেলায় বাড়ি থেকে শিক্ষিকা মায়ের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন প্রতিবেশীরা। জলপাইগুড়ির কোতয়ালি থানার এই ঘটনায় মহিলার ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ। কী কারণে মাকে খুন করতে পারে ছেলে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। স্কুল শিক্ষিকা মিষ্টি মুখোপাধ্যায় এবং জয়ন্ত চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ির কোতয়ালির বাবুপাড়ার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। তাঁদের একমাত্র ছেলে পাভেল। গত ২২ জানুয়ারি মৃত্যু হয় জয়ন্তবাবুর। তারপর থেকে ওই বাড়িতে ছেলেকে নিয়ে থাকতেন মিষ্টি। রবিবার ভোরবেলা ওই শিক্ষিকা এবং তাঁর ছেলের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হয়। এরপর সকাল সাড়ে দশটা বেজে গেলেও শিক্ষিকা কিংবা তাঁর ছেলে কারও দেখাই পাননি প্রতিবেশীরা। সন্দেহ হওয়ায় দরজা ধাক্কা দেন। কেউ দরজা খোলেননি। তাতে সন্দেহ আরও বাড়ে। বেশ কয়েকজন প্রতিবেশী বাধ্য হয়ে তাঁর ঘরের দরজা ভাঙেন। ভিতরে ঢুকে চক্ষু চড়কগাছ। তাঁরা দেখেন, একটি জানলার সঙ্গে গলায় দড়ি ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছেন শিক্ষিকা। তড়িঘড়ি জলপাইগুড়ির কোতয়ালি থানায় খবর দেন স্থানীয়রা। খবর পাওয়ার পর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করেননি পুলিশকর্মীরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ঘটনাস্থলে পৌঁছন তাঁরা। শিক্ষিকার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। নিহতের প্রতিবেশীদের দাবি, ওই শিক্ষিকাকে খুন করেছেন তাঁর ছেলে পাভেল। এই অভিযোগে পুলিশ পাভেলকে আটক করেছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বাবার মৃত্যুর মাত্র একমাসের মধ্যে মায়ের সঙ্গে ভোরবেলা ঝগড়াঝাটি হচ্ছিল পাভেলের, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

রাস্তায় আলু ফেলে অবরোধ করলেন চাষিরা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কোচবিহার-২ ব্লকের পুন্ডিবাড়িতে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে আলু ফেলে অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন চাষিরা। এতে জাতীয় সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। এরপর স্থানীয় পুলিশ, প্রশাসনের আধিকারিকরা গিয়ে আলুচাষিদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। পরে অবরোধ তুলে নেন চাষিরা। একে তো আলুর দাম নেই। তার ওপর হিমঘরে রাখার জন্য আলুর বন্ড পাওয়া যাচ্ছে না। বন্ড পেলেও তার জন্য চড়া দাম হাকাচ্ছে হিমঘর কর্তৃপক্ষ। এমনই নানা কারণে ভয়াবহ আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন জেলার বিশেষ করে কোচবিহার-২ ব্লকের আলুচাষিরা। ঘটনার প্রতিবাদেই রাস্তায় আলু ফেলে অবোরধ করেন চাষিরা। অবরোধকারীদের অভিযোগ, এ বছর এমনিতেই আলুর দাম নেই। বর্তমানে আলুর দাম আড়াই থেকে তিন টাকাতে নেমে এসেছে। তার ওপর হিমঘরে আলু রাখার মূল্য অনেকটাই বৃদ্ধি করা হয়েছে। অন্যদিকে, একই দাবিতে শুটিং ক্যাম্প এলাকার দু'টি হিমঘরের সামনে পুন্ডিবাড়ি-সোনাপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয় চাষিরা। সেখানে চাষিরা কারও কাছ থেকে কোনওরকম আশ্বাস না পেয়ে অবরোধ চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিজেপি কাউন্সিলরের বাড়িতে আগুন

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল আসানসোলের কুলটির সাঁকতোরিয়া কলোনিতে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল বিজেপি কাউন্সিলরের দোতলা বাড়ির একাংশ। রবিবার ভোররাতে আসানসোল পুরসভার ১০২ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর ইন্দ্রাণী আচার্যের বাড়িতে আগুন লাগে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ৩ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া না গেলেও বাড়ির জিনিসপত্র ও আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। অগ্নিকাণ্ডের সময় বিজেপি কাউন্সিলর ইন্দ্রাণী আচার্য এবং তার স্বামী অভিজিৎ আচার্য সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বাড়ির ভেতরে ঘুমিয়েছিলেন। আগুন লাগার বিষয়টি বুঝতে পেরেই তাঁরা সকলে তড়িঘড়ি বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। যদিও আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকেই বাড়ির দোতালায় আগুন লাগে। প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ থাকায় কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে দোতলায়। তাঁরা আসবাবপত্র সরানোর সময় পাননি। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে দোতালা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের দুটি ইঞ্জিন। তবে তা পৌঁছতে অনেক বেশি সময় লেগে যায় বলে অভিযোগ। ফলে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যায় দোতলায়। কাউন্সিলরের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে বাড়ির দোতলার একটি ঘরে আগুন লাগে। এরপরেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পরিবারের তরফে দমকলে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কাউন্সিলরের পরিবার সূত্রে খবর, আগুনে বাড়ির কয়েক লক্ষ টাকার জিনিস পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। বিজেপি কাউন্সিলর বলেন, যখন আগুন লাগে তখন আমরা বাড়িতে সকলে ঘুমিয়ে ছিলাম। বিষয়টি জানতে পেরে আমরা সকলে বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসি। শুধুমাত্র ল্যাপটপ আর মোবাইলটা নিয়ে আসতে পেরেছি। বাকি সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। দমকলে খবর দেওয়ার পরেও এক ঘণ্টা দেরিতে এসেছে বলে অভিযোগ কাউন্সিলরের। এরপরেই তিনি এলাকায় দমকলের সাব স্টেশন তৈরির দাবি জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, দমকল আরও আগে পৌঁছলে সে ক্ষেত্রে আগুন এতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করত না। এদিন আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ শুনে বাইরে বেরিয়ে আসি। দেখি কাউন্সিলরের বাড়িতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে।

বাড়ি তৈরির নামে প্রতারণার দায়ে জালে পিতা-পুত্র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কিস্তিতে বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার নাম করে শিলিগুড়ি সহ রাজগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন জায়গা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে প্রতারণা করার অভিযোগে দু'জনকে গ্রেফতার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতদের রবিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠিয়ে সমস্ত ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে একটি কোম্পানি তৈরি করে দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়ির বিভিন্ন জায়গায় কিস্তিতে বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার নাম করে জাল বিছিয়েছিল শিলিগুড়ি পুরনিগমের নর্মদা বাগান এলাকার বাসিন্দা উজ্জ্বল চাকী। এই খপ্পরে পড়ে নিউ জলপাইগুড়ি এলাকার বেশ কয়েকটি পরিবার বাড়ি বানানোর জন্য অগ্রিম দেয় ওই ব্যক্তিকে। অভিযোগ শিলিগুড়ির বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা নেওয়ার পর সামান্য কিছুটা বাড়ি তৈরির কাজ করে বেপাত্তা হয়ে যায় ওই ব্যক্তি। এরপর তার সাথে নানাভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও ওই ব্যক্তি ধরা দিচ্ছিল না বলে অভিযোগ। শেষমেশ শনিবার রাতে সাউথ কলোনি এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিরা বাড়ি তৈরির কাজ করানোর নাম করে তাকে ডাকলে ওই ব্যক্তি এলে তাকে ধরে ফলে এলাকার মানুষেরা। এরপরই স্থানীয়রা নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে অভিযুক্ত উজ্জ্বল চাকী ও তার ছেলে শুভজিৎ চাকীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। পাশাপাশি এলাকাবাসীরা সমস্ত তথ্য দিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

দিদির সুরক্ষা কবচ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নকশালবাড়িতে দিদির দূত হিসেবে জনসংযোগ করলেন জেলা তৃণমূল সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ রবিবার শ্মশান কালিবাড়িতে পুজো দিয়ে কর্মসূচি শুরু করেন জেলা সভানেত্রী। এরপর বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যা ও অভিযোগ শোনেন তিনি। নকশালবাড়ির রায়পাড়ায় হোপ ফ্রি ওয়েল ব্যাপিস্ট চার্চে যান পাপিয়া ঘোষ। পরে নকশালবাড়ি ইসকন মন্দির ও নকশালবাড়ি মাজার পরিদর্শন করেন তিনি। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, ব্লক সভাপতি পৃথ্বীশ রায়, যুব ব্লক সভাপতি বিরাজ সরকার, বিদ্যুৎ দাস সহ অন্যান্যরা।

সাত বছরেও নির্মান হল না কলেজের

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বছর সাতেক আগে একটি ঠিকাদার সংস্থাকে কলেজ ভবন নির্মাণের জন্য ৪ কোটি ১৯ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা আগাম মিটিয়ে দেয় রাজ্য সরকার। সেই হিসাবে এতদিনে কলেজ ভবনের কিছুটা হলেও তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কয়েকদিন আগে পরিদর্শনে গিয়ে রাজ্যের কারিগরি শিক্ষাদফতরের প্রতিনিধি দল সেই কলেজের ঠিকানায় গিয়ে কিছুই খুঁজে পাননি। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটি জমি দেখতে পান মাত্র। জানতে পারেন সেখানেই নাকি কলেজ গড়ে ওঠার কথা আছে। বাংলার বুকে এমন অনেক নজির আছে যেখানে দেখা যাবে রাস্তা বা জলাশয়ের অস্তিত্ব রয়েছে শুধুমাত্র কাগজে-কলমে। কিন্তু বাস্তবে তার কোনও অস্তিত্বই নেই। ঠিক সেইরকমই অবস্থা ওই আইটিআই কলেজের। তার অস্তিত্ব আছে শুধুমাত্র খাতায়-কলমে, বাস্তবে কিছুই নেই। এই ছবি রাজ্যের জমি আন্দোলনের পীঠস্থান নন্দীগ্রামের বুকে। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম ১ নম্বর ব্লকে ওই আইটিআই কলেজ গড়ে ওঠার কথা। সেই কলেজে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন রাজ্যের কারিগরি শিক্ষাদফতরের প্রতিনিধিরা। কার্যত সেটা ছিল রুটিন পরিদর্শন। কাগজপত্র দেখে তাঁরা নন্দীগ্রামের সোনাচূড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জানা মোড়ের কাছে গিয়ে কলেজের সন্ধান শুরু করেন। কেননা খাতায়-কলমে সেটাই ছিল কলেজের ঠিকানা। কিন্তু হাজার খুঁজেও তাঁরা সেখানে কোনও কলেজের সন্ধান পাননি। শেষে এক তৃণমূল কর্মী তাঁদের একটি পাঁচিল ঘেরা জায়গায় নিয়ে যান ও জানান সেখানেই নাকি ওই কলেজ গড়ে ওঠার কথা। ২০১৫ সালে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ প্রকল্পে কলেজটি গড়ার সিদ্ধান্ত হয়। একটি জনসভা থেকে সেই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এতদিনে সেই কলেজ গড়ে ওঠেনি! শাসক দলের দাবি, গড়ে না ওঠার পিছনে কেন্দ্রের বঞ্চনা যেমন আছে তেমনি রাজ্যের বিরোধী দলনেতার ভূমিকাও আছে। কলেজের জন্য চিহ্নিত জমিতে কয়েকজন কৃষক বেশ দীর্ঘদিন ধরে চাষাবাদ করে আসছেন। জমিতে পাঁচিল দেওয়ার কাজ শুরু হলে তাঁরা বাধা দেন। সেই সময় শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলে ছিলেন। দল তাঁকে ওই সমস্যা মেটাতে বলেছিল। কিন্তু তিনি তা মেটাননি। উপরন্তু চাষীদের আদালতে মামলা ঠুকতে বলেন। সেই মামলাতে স্থগিতাদেশ পান চাষীরা। তারপর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসনের দাবি, ওই জমিতেই কলেজ তৈরি হওয়ার কথা। কাজ শুরু হলেও জমির দখলদারদের বাধায় তা শেষ হয়নি। জমির দখলদার কয়েকজন তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সরকারি চাকরি দাবি করেন। বিষয়টি জেলা প্রশাসন দেখছে। দখলদারদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। আশা করা যায়, জটিলতা কেটে যাবে। আবার কলেজ প্রসঙ্গে শুভেন্দুর অনুগামীদের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়েবসাইটে নন্দীগ্রামে সরকারি আইটিআই আছে বলেই দাবি করা হয়েছে। বাস্তবে কলেজের অস্তিত্ব নেই। সাত বছরেও কেন কলেজ হল না, কার পকেটে টাকা ঢুকল, তার তদন্ত করুক সরকার।

রানিগঞ্জ বাইপাস নির্মানে ৪১০ কোটি

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার প্রাচিন বাণিজ্য শহর রানিগঞ্জকে এখন যানজট নগরী বলাই ভালো। এই বিপত্তির মূল কারণ শহরের মধ্যে দিয়ে জাতীয় সড়ক নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা। রানিগঞ্জের যোগাযোগের প্রাণকেন্দ্র নেতাজি সুভাষ বসু রোড। পাঞ্জাবি মোড় থেকে রানিগঞ্জ শহরে পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাস্তা। এই রাস্তার ওপর শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, বাজার রয়েছে। এই রাস্তাকেই ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের অংশ হিসাবে দেখিয়ে দেয় কেন্দ্র। রাস্তাটি রানিগঞ্জ শহরের ভেতর দিয়ে গিয়ে মেজিয়া ব্রিজ পেরিয়ে বাঁকুড়ায় প্রবেশ করেছে। রানিগঞ্জ শহরের মধ্যে সঙ্কীর্ণ রাস্তা জাতীয় সড়ক হয়ে যাওয়া আন্তঃ রাজ্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত বড় বড় গাড়িগুলি শহরের ভেতর দিয়ে যেতে থাকে। এতে মানুষ যানজটে নাকাল হতে থাকে। এই অবস্থায় বিকল্প বাইপাসের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছেন রানিগঞ্জবাসী। একাধিকবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দ্বারস্থও হয়েছেন তাঁরা। লোকসভা ভোটের এক বছর আগে এনিয়ে তৎপর হল কেন্দ্র সরকার। রানিগঞ্জ বাইপাস নির্মাণের জন্য ৪১০.৮৩ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে বলে ট্যুইট করে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি। ৪ লেনের এই বাইপাস ৫.২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। কেন্দ্রের এই ঘোষণায় খুশি যানজটে নাকাল শহরবাসী। জানা গিয়েছে, প্রস্তাবিত বাইপাসটি হবে মেজিয়া ব্রিজের অদূরে সাহেবগঞ্জ থেকে ২ নম্বর জাতীয় সড়কে মঙ্গলপুর পর্যন্ত। এতে বড় গাড়িগুলিকে আর শহরের ভেতর ঢুকতে হবে না। বাক্সবন্দি দশা কাটবে শুনে খুশি ব্যবসায়ী মহল। রানিগঞ্জ শহরের ব্যবসায়ীরা মানছেন যে, যানজটের জেরে তাঁদের ব্যবসায় ব্যাপক প্রভাব পড়ে। দ্রুত বাইপাস হলে শহরের বাণিজ্য ফের চাঙ্গা হবে। শহরের আমজনতাও প্রতিদিনই যানজট যন্ত্রণার শিকার হন। বাইপাস নির্মাণ হয়ে গেলে সেই সমস্যা মিটলে সকলেই স্বস্তি পাবেন। কেন্দ্রের বরাদ্দ ঘোষণার বিষয়টি সামনে আসতেই প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন এলাকার তৃণমূল নেতারাও। তাঁদের দাবি, তাঁরা দীর্ঘ দশ বছর ধরে কেন্দ্রের কাছে এই দাবি জানিয়ে আসছেন। এতদিন তাঁদের টালবাহানাতেই শহরবাসীকে কষ্ট পেতে হল। এখন বরাদ্দ করা হল মানেই দ্রুত কাজ শুরু হবে না। যেহেতু ২০২৪ সালে লোকসভা ভোট আছে তাই এখন এই ঘোষণা দেখিয়ে ভোট চাইতে নামবে বিজেপি। শেষে দেখা যাবে রাজ্য সরকারকেই মাঠে নামতে হচ্ছে বাইপাস নির্মাণের জন্য। কেন্দ্র তো অনেক ঘোষণাই করে। কিন্তু বাংলার বুকে তার কটা শেষ পর্যন্ত দিনের আলো দেখতে পায়!

৭ কিলোমিটার ম্যারাথনে সবাইকে চমকে দিল তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ চোপড়া রয়্যাল স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় থানাপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজার সুবর্ন জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সোনাপুর থেকে চোপড়া পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়ে প্রথম হন সন্দীপ সাহা। মেয়েদের মধ্যে প্রথম হন কমলি সিংহ। এদিন প্রায় শতাধিক খেলোয়াড় এই ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় ছিল বড়দের সঙ্গে প্রায় ৭ কিলোমিটার দৌড়ে চোপড়ায় পৌঁছে সকলের নজর কাড়ে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র অভি দাস। সোনাপুর অয়েল ইন্ডিয়া মোড় থেকে দৌড় শুরু করে তিনমাইল এলাকায় আসতেই বড়দের সাথে দৌড়াতে শুরু করে অভি। অনেকেই ভেবেছিলেন কিছুটা দৌড়ে থেমে যাবে ছেলেটি। কিন্তু সকলকে অবাক করে নির্বিঘ্নে চোপড়া পৌঁছে ম্যারাথন দৌড় শেষ করে অভি। তার এই পারদর্শীতায় মুগ্ধ সকলেই। তার এই মনোবলের পিছনে সাহস যুগিয়েছে তার মা। আরও একটি চমক দেখা যায় এদিনের ম্যারাথনে। বাবা এবং ছেলে একসঙ্গে দৌড়। ১০ কিলোমিটার দৌড়ে চোপড়ায় পৌঁছান বাবা এবং ছেলে। এদিন ছেলেদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়কে ট্রফি এবং প্রাইজমানি দিয়ে উৎসাহ প্রদান করা হয়। মহিলাদের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়কে ট্রফি দিয়ে সম্মান জানানো হয়। এবং বিস্ময় বালক অভিদাসকে ট্রফি দিয়ে সম্মান জানানো হয়। এদিনের এই ম্যারাথন দৌড় শুরু হয় সোনাপুর অয়েল ইন্ডিয়া মোড় থেকে। ফিতা কেটে দৌড়ের উদ্বোধন করেন চোপড়ার বিশিষ্ঠ খেলোয়াড় শংকর দাস। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চোপড়া থানার আইসি হেমন্ত কুমার শর্মা, তৃণমূল ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ, গৌরব গুপ্তা সহ বিশিষ্টজনেরা।

জি-২০ শোভাযাত্রা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ জি-২০ সম্মেলন নিয়ে গোটা দেশের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। জি-২০ সম্মেলনের বিষয়ে শহরের মানুষকে জানাতে আজ বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে একটি বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হল। এই শোভাযাত্রা শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে শুরু হয়ে হাসমি চক, সেবক মোড় হয়ে মহাত্মাগান্ধী চকে গিয়ে শেষ হয়। জানা গিয়েছে, এদিন নর্থ বেঙ্গল সহোদয় স্কুল কমপ্লেক্সের তত্বাবধানে জি-২০ সম্মেলন নিয়ে শহরে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। পড়ুয়ারা বিভিন্ন দেশের পোশাক পরে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। নর্থ বেঙ্গল সহোদয় স্কুল কমপ্লেক্সের তরফে দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে গতকাল লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা পড়ুয়াদের এই জি-২০ সম্মেলনের সুবিধা এবং গর্বের কথা জানান। আজ শিলিগুড়িবাসীকে জি-২০ সম্মেলন বিষয়ে জানাতে শোভাযাত্রা করা হয়।

সাপ নিয়ে হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বাজারের ব্যাগে জ্যান্ত বিষধর সাপ নিয়ে হাসপাতালে হাজির হলেন এক যুবক! শনিবার রাতে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ঘটে গেল হুলস্থুল কাণ্ড। নদীয়ার ভীমপুরের নিধীরপোতা এলাকার যুবক সমীর বিশ্বাস শনিবার সন্ধেয় মাঠের কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। মাঝরাস্তায় একটি বিষধর সাপ তাঁর পায়ে ছোবল মারে। যন্ত্রণা কাতরাতে থাকা সমীরের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা সেখানে ছুটে আসেন। এরপর সাপটিকে জ্যান্ত অবস্থায় ধরে একটি ব্যাগে ভরে ফেলেন তাঁরা। এরপর অসুস্থ ওই যুবককে নিয়ে উদ্ধারকারীরা হাসপাতালে যান। সাপটিকে চিহ্নিত ক'রে চিকিৎসকরা অসুস্থ যুবকের চিকিৎসা শুরু করেন।

আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মেলা দেখে বাড়ি ফেরার পথে ধর্ষণের শিকার এক আদিবাসী মহিলা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানার বেলতলা এলাকায়। ইতিমধ্যে পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে আদিবাসী জনকল্যাণ উন্নয়ন মঞ্চ। দোষীদের গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। জানা গেছে, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে দাসপুরের ঝুমঝুমি এলাকার ৪০ বছর বয়সি এক আদিবাসী মহিলা মেলা দেখে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ফিরছিলেন। সেইসময় দাসপুরের চাঁদপুরে একটি ইঁটভাটার সামনে ঐ মহিলাকে জোরজবরদস্তি টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে দুই যুবক। ওই মহিলার দাবি, ওই দুই ব্যক্তি ইঁটভাটারই কর্মচারী। মেলা দেখে ভাটার রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় ওই দুই যুবক অতর্কিতে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরপর টেনে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করে। অনেকক্ষণ পর মহিলার চিৎকার শুনে কয়েকজন মহিলা এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। প্রথমে পুরো বিষয়টি মিটমাট করে নেওয়ার কথা বলা হয় বলে অভিযোগ। যদিও পরে ওই মহিলা অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানিয়ে আদিবাসী সংগঠনের দ্বারস্থ হন। অবশেষে শনিবার রাতে দাসপুর থানায় ঘটনার প্রেক্ষিতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ পেয়েই তদন্ত শুরু করেছে দাসপুর থানার পুলিশ। অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আত্মঘাতী পরীক্ষার্থী

দুরন্ত বার্তা, শীতলকুচি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কোচবিহারে ঘর থেকে উদ্ধার মাধ্যমিকের এক ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে শীতলকুচি ব্লকের পশ্চিম গোলেনাওহাটি গ্রামে। রবিবার সকালে শোবার ঘর থেকে মাধ্যমিকের এক ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃত কিশোরের নাম সুমিত বর্মন (১৬)। শীতলকুচি গোপীনাথ হাইস্কুলে পড়াশোনা করত ওই কিশোর। এদিনের ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় শীতলকুচি থানার পুলিশ এবং দেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সারাদিন মানসিক অবসাদে ছিল সুমিত। বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করেনি। রাতে একাই শুয়েছিল ঘরে। সকালে ডাকতে গেলে কোনও সাড়া দিচ্ছিল না। পরে দরজা ভেঙে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। কেন এধরনের পথ বেছে নিয়েছে বুঝে উঠতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা। শীতলকুচি থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী জানায়, মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শোকের ছায়া।

যুবকের আত্মহত্যায় রণক্ষেত্র সিউড়ি

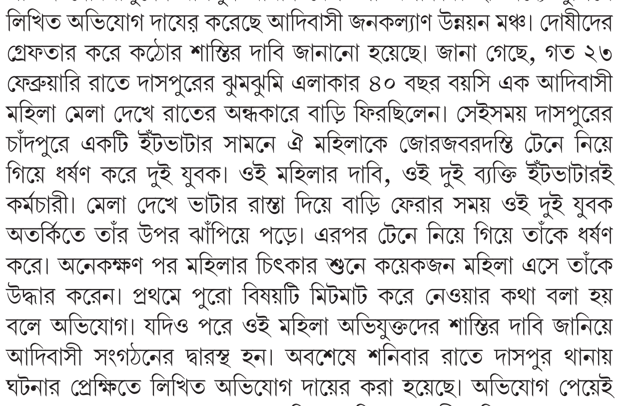

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ অনলাইনে জুয়া বিতর্কের জেরে যুবক আত্মঘাতী। পুলিশকে দেহ উদ্ধারে বাধা। উর্দিধারীদের লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি। বিক্ষোভের পাশাপাশি পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট, ভাঙচুর করা হয় পুলিশের গাড়ি। পরিস্থিতি সামাল দিতে বাধ্য হয়ে লাঠি উঁচিয়ে বিক্ষোভকারীদের দিকে তেড়ে যায় পুলিশ। তাতেই পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। পরিস্থিতি সামাল দিয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী, কমব্যাট ফোর্স মোতায়েন করা হয়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত আট জন'কে আটক করা হয়েছে। পুলিশের চাপে যুবক আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অভিযোগ পথ অবরোধ করে পরিবার ও পরিজনের। অবরোধ তুলতে পুলিশ এলে তাদের গাড়িকে পড়ে পাথর। এর পর ব্যাপক লাঠি চালাতে শুরু করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, নিহত যুবক তন্ময় দাস (২৭) বীরভূমের সিউড়ীর রক্ষাকালীতলার বাসিন্দা। রবিবার সকালে বাড়ি থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। জানা গিয়েছে, তন্ময় সিউড়ির বেসরকারি পলিটেকনিক কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে। পরিবারের দাবি, তন্ময় বেঙ্গালুরুতে চাকরি করতেন। তবে লকডাউনের সময় চাকরি হারান তিনি। তারপর বাধ্য হয়ে সিউড়িতেই চলে আসেন। পরে বাড়ির কাছেই মুরগীর মাংসের দোকান খুলেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও এক সন্তান রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অনলাইন গেমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। অনলাইনেই লেনদেন হত। এই মর্মে একটি মামলায় নাম জড়ায় তন্ময়ের। পরিবারের দাবি, তন্ময়কে ভুয়ো মামলায় ফাঁসিয়ে লাগাতার টাকা দাবি করছিলেন সিউড়ি থানার এক আধিকারিক। নিহতের বাবা বলেন, আমার ছেলে নির্দোষ। আমাদের কিছু না জানিয়ে ওকে থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ভুয়ো মামলায় ফাঁসিয়েছে। আমার ছেলে কিছু করেনি। এফআইআর-এ তার নামও নেই। তবু তাকে গ্রেফতারির ভয় দেখিয়ে ১ লক্ষ টাকা নিয়েছেন সিউড়ি থানার এক আধিকারিক। তার পরও আগাম জামিন হয়নি। তার পর আরও টাকা চাইতে থাকেন ওই আধিকারিক। সেই চাপে আমার ছেলে গলায় দড়ি দিল। এদিন এই অভিযোগে রক্ষাকালীতলায় পথ অবরোধ শুরু করেন দয়াময়ের পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ সূত্রে খবর, তন্ময় সাহা নামে ওই যুবক লকডাউনের সময় অনলাইন লটারির কারবার শুরু করেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। সেই অভিযোগেরই তদন্ত চলাকালীন আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আমার কাছে এখনো পুলিশের বিরুদ্ধে চাপ দেওয়ার অভিযোগ আসেনি। যুবকের বিরুদ্ধে লটারি প্রতারণার অভিযোগ ছিল। তবে গোটা ঘটনাটা আমাদের নজরে রয়েছে।

বিমানের টিকিট নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের

কলকাতা-কোচবিহার উড়ান পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ গত ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে কলকাতা-কোচবিহার রুটে চালু হয়েছে সিঙ্গল ইঞ্জিন বিমান। এই বিমান পরিষেবা চালু হওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক তরজা অব্যাহত রয়েছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করেছিলেন। এবার এই বিমানের টিকিট বিক্রি নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন তৃণমূলের রাজ্য সহসভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি কার্যালয় থেকে কলকাতা-কোচবিহার বিমানের টিকিট দেওয়া হচ্ছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য এই বিমানে আগামী তিন মাস পর্যন্ত টিকিটের দাম করা হয়েছে ৯৯৯ টাকা। কিন্তু, সাধারণ মানুষ সেই টিকিট পাচ্ছে না। বিজেপি নিজেদের ইচ্ছেমতো নিজেদের লোককে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে। তার জন্য দলের পার্টি অফিস থেকে বিজেপি কর্মীদের এই টিকিট দেওয়া হচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষের কোনও লাভ হচ্ছে না বলেই দাবি করেছেন তৃণমূল নেতা। তিনি বলেন, সব টিকিট বিজেপির পার্টি অফিস থেকে দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি কর্মীরা কলকাতা যাচ্ছেন। তাহলে সাধারণ মানুষের লাভ কী হল। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। এই বিমানে করে প্রথম দিন কলকাতা থেকে কোচবিহারে ফিরেছেন বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে। তিনি বলেন, আমরা টিকিট কেটে বিমানে করে ফিরেছি। তৃণমূলের অভিযোগের কোনও গুরুত্ব নেই। আমরা চাই নিয়মিত বিমান চলুক। সাধারণ মানুষ সেই পরিষেবা উপভোগ করুক। তবে রবীন্দ্রনাথ টিকিট বুকিং নিয়ে প্রশ্ন তুললেও সেই অভিযোগ মানতে নারাজ বিমান সংস্থা। তাঁদের বক্তব্য, নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে টিকিট বুকিং হয়েছে। প্রসঙ্গত, কোচবিহার কলকাতা রুটে বিমান পরিষেবা চালু হওয়ার দিন কলকাতা থেকে কোচবিহারের ফিরেছিলেন বিজেপির পাঁচ বিধায়ক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক কোচবিহার বিমানবন্দরে তাদের স্বাগত জানান। যদিও তৃণমূলের কোনও নেতা অবশ্য বিমানে চড়েননি। এই বিমান পরিষেবা চালু হওয়ার পরে কেন্দ্রকে কটাক্ষ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মূলত সিঙ্গল ইঞ্জিন বিমান চালু করা নিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনা করেছিলেন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, এর ফলে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে রাজ্য সরকার বসে থাকবে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে ডবল ইঞ্জিন বিমান চালানোর দাবি করেন। পাশাপাশি বিমানবন্দর তৈরি নিয়েও তিনি রাজ্যের কৃতিত্বের কথা তুলে ধরেছিলেন।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

সংশোধনী

নং. পিসিএমএম/সিএলডব্লু/ডানকুনি/ই-প্রোকিওরমেন্ট/সংশোধনী/২৩ /০৫ তারিখ ২১.০২.২০২৩। ই-টেন্ডারের উল্লেখিত সংশোধনী আনা হয়েছে দ্রব্যাদি যোগান উৎপাদন ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ। আগ্রাহী / ইচ্ছুক যোগানদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখার জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য। ইহা ই-টেন্ডার কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক দরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে। ক্র. নং. (০৫), টেন্ডার নোটিস নং., ক্র.নং. ০৩৪ পিসিএমএম/ সিএলডব্লু/ ডানকুনি/ ই-প্রোকিওরমেন্ট/ সংশোধনী/ ২৩ / ১০ তারিখ ১৬.০২.২০২৩। টেন্ডার নং.ঃ ৩৪২৩১০৩৩। টেন্ডার বিবরণ ঃ টেন্ডার বিবরণ পড়তে হবে '' (১) প্যান্টোগ্রাফ মাউন্টিং ইনসুলেটর ও (২) রুফ লাইন ইনসুলেটর উভয় সিএলডব্লু নির্দিষ্ট নং. সিএলডব্লু /ইএস /এসি/ আই-১/ জে এবং নকশা নং. সিএলডব্লু / এসকে-৪/ এসি/ আই-১/ জে বা অত্যাধুনিক'' বর্তমানের জায়গায়।

PR2/392 পিসিএমএম/ সিএলডব্লু/ ডানকুনি

Like us on : www.facebook.com/clwrailways

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

পাইলসের হাত থেকে মুক্তি পেতে পাল্টে নিন জীবনধারা

দুরন্ত বার্তা ঃ বাপ-ঠাকুরদার আছে তাই আপনারও অর্শ বা পাইলস হবে, এই ধারণা ভুল। মলত্যাগের প্রক্রিয়া মসৃণ হলেই অর্শর সমস্যায় ভুগতে হবে না। যন্ত্রণাদায়ক অর্শ আপনার গোটা দিন বরবাদ করে দিতে পারে। মূলত কোষ্ঠকাঠিন্যের রোগীদেরই পাইলসের সমস্যা দেখা দেয়। কারণ, এঁদের মলত্যাগের সময়ে অকারণ বেগ প্রদানের বদভ্যাস রয়েছে, এবং এই রোগের নিরাময় নেই বললেই চলে। পাইলস হলে রক্তক্ষরণ হবে, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যথা হবে না। এই সময়তেই ডাক্তারের পরামর্শ বা আগাম সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যদি দেখেন যে একটি মাংসপিন্ড মলদ্বার থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, তাহলে বুঝবেন আপনি সেকেন্ড ডিগ্রি পাইলসে ভুগছেন। এই সমস্যা বাড়তে থাকলে ব্যথার মাত্রাও বাড়তে থাকে।

আগাম সাবধান হতে কী করবেন? মেডিসিনের ডাঃ পূর্ণব্রত গুঁই জানিয়েছেন, এই রোগ শুধুমাত্র মানুষেরই হয়ে থাকে। পাইলসের ভয় থেকে মুক্ত থাকার জন্য খেয়াল রাখা উচিত, মল যেন কিছুতেই শক্ত না হয়। এর জন্য ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া উচিত। প্রচুর জল খাওয়া উচিত। এই রোগ একেবারেই জেনেটিক নয়। যেহেতু যে কোনও বাড়িতে খাদ্যাভ্যাস একইরকম থাকে, মূলত সেই কারণেই বংশের পরবর্তী প্রজন্মেরও পাইলস হয়ে থাকে। ডাঃ গুঁই বলেন, মলদ্বারের শিরা ফুলে থাকাই পাইলস। শিরা ফুলে থাকলে মলত্যাগের সময় সেখানে ঘষা খায়। কেটে যেতে পারে, একই সঙ্গে ব্যথা হয়। কাজেই, মল যদি নরম হয় তাহলে এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে না।

আপনি যদি কোষ্ঠকাঠিন্যের রুগী হন, তাহলে সেই রোগ দ্রুত সারিয়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। ডাঃ গুঁইয়ের মতে, অনেক সময়ে অতিরিক্ত মেদবৃদ্ধি, ভারী জিনিস তোলা বা গর্ভাবস্থার কারণেও পাইলসের শিকার হতে পারেন। মনে রাখবেন,অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতার লক্ষণও দেখা দিতে পারে। তাই রক্তের অতিরিক্ত ক্ষরণ হতে থাকলে যত দ্রুত সম্ভব ডাক্তার দেখান। অসুখের মাত্রা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেলে অবশ্য শল্যচিকিৎসা ছাড়া উপায় নেই। তবে ডাঃ গুঁই জানিয়েছেন, লাইফস্টাইল বদলে ফেললে এই রোগের মুখোমুখি হতে হবে না। অনিয়ম একেবারেই করা চলবে না। মলকে নরম রাখতে জলই একমাত্র সমাধান। এছাড়াও ফাইবারযুক্ত ফল, সবুজ আনাজপাতি, তুষযুক্ত দানাশস্য, কলা বেশি খাবেন। রাতে রুটি খেতে পারেন। শুকনো লঙ্কা একেবারেই খাবেন না। এছাড়া কফি এবং তেল-ঝালের রান্না বাতিল করুন। ইসবগুলের ভুষি, ল্যাক্টলোজ খেতে পারেন।

এছাড়া কিছু ওষুধ আছে যা সাময়িকভাবে আরাম দেবে, তবে রোগ নির্মূল করবে না। তাই বেশি করে জল খান ও ফাইবার জাতীয় খাবার খান। যা আপনার মলকে অনেকটা নরম করবে। একইসঙ্গে সহজে মলত্যাগের বেগ আসবে। উল্লেখ্য, অবশ্যই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। তবে সবকিছুর আগে খাদ্যের বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে আপনাকে।

যন্ত্রনাদায়ক চর্মরোগের নাম স্ক্যাবিস

দুরন্ত বার্তা ঃ স্ক্যাবিস আমাদের ত্বকের একটি অতি সাধারণ সমস্যা। একটু সচেতনতার সঙ্গে চিকিৎসা করলে এই রোগ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। আবার একটু অবহেলার কারণে কিডনি ও হৃদযন্ত্রের জটিলতাসহ বিভিন্ন ধরনের জটিলতা দেখা দেয়। স্ক্যাবিস নতুন কোনো রোগ নয় বরং মথ দ্বারা প্রায় ২৫ হাজার বছর ধরে মানুষের মাঝে বিস্তৃত হচ্ছে। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৩০ কোটি মানুষ প্রতি বছর এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার তারতম্যের কারণে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে কোনো বয়সে স্ক্যাবিস হতে পারে। তবে সুসংবাদ হলো খুব সহজেই এই রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্ভব।

কীভাবে স্ক্যাবিস হয় ঃ আণুবীক্ষণিক এই মথটি খালি চোখ দেখা যেতে পারে। আট পা বিশিষ্ট গোলাকার ক্ষুদ্র এই মথটি ত্বকে লুকিয়ে থাকে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ ধরনের অ্যালার্জিক ক্রিয়ার ফলে ত্বক চুলকায় যা অনেক সময় এত বেশি হতে পারে যে, চুলকানোর ফলে রোগী রাতে ঘুম থেকে জেগে যেতে পারে। ঘনিষ্ঠ স্পর্শের মানুষের মধ্যে স্ক্যাবিস ছড়ায়। ছেলে-মেয়ে, বন্ধুবান্ধব অথবা পরিবারের অন্য যে কোনো সদস্য স্ক্যাবিসের উৎস হতে পারে। ঘনবসতিপূর্ণ জায়গা যেমন শিশু সদন, হোস্টেল, ভিড়ে ভরা বাস-ট্রেন, জেলখানা, হাসপাতালে স্ক্যাবিস সহজে ছড়াতে পারে। যাদের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে এবং যারা একই বিছানা, পরিধেয় বস্ত্র ভাগাভাগি করে ব্যবহার করে তাদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়।

উষ্ণতা ও গন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্ত্রী মথ প্রথমত ত্বকে লুকিয়ে থাকে পরে ডিম পাড়ে এবং বিষ নিঃসরণ করে অ্যালার্জিক বিক্রিয়া ঘটায়। লার্ভা বা নতুন মথ ত্বকের উপর দিয়ে চলাফেরা শুরু করে এবং শরীরের গুপ্তস্থানে থেকে পরিণত হয়। নখের আঁচড়ে সৃষ্ট ত্বকের

ভাঁজে মথটি ২৪ ঘণ্টা বা এর চেয়ে বেশি দিন বাঁচতে পারে। যারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে বিশেষ করে যারা নিয়মিত স্নান করে তারা এক মাস পর প্রথম চুলকানি অনুভব করতে পারে।

রোগের উপসর্গ ঃ স্ক্যাবিসের প্রাথমিক এবং অতি পরিচিত উপসর্গ চুলকানি, বিশেষ করে রাতে চুলকানোর প্রকোপ বেড়ে যায়। লাল ক্ষুদ্র ফুসকরি দেখা যেতে পারে। সময়মতো চিকিৎসা না হলে পরে ত্বক খসখসে বা মাছের আঁশের মতো হতে পারে। স্ক্যাবিস সৃষ্টকারী আনুমানিক ০.৪ মি.মি মথ যা খালি চোখে দৃশ্যমান। স্ক্যাবিস উষ্ণ স্থান পছন্দ করে। এই কারণে নিম্নলিখিত জায়গায় স্ক্যাবিস বেশি দেখা যায়-শরীরের গুপ্তস্থানে যেমন, আঁটসাট পোশাকের নিচে, দুই আঙুলের ফাঁকে, নখের নিচে, কনুই বা কবজির উপরে, নিতম্ব বা কোমরের নিচে, স্তন বৃন্তের চারদিকে, পুংলিঙ্গের উপরে, ঘড়ি, চুড়ি বা আংটির নিচে মথটি লুকিয়ে থাকতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে হাত ও পায়ের তালু, মাথাসহ শরীরের যে কোনো জায়গায় হতে পারে। চুলকানিজনিত কারণে রাতে ঘুম না হওয়ায় শিশুরা ক্লান্ত ও খিটখিটে হয়ে যায়। আঁচড়ের কারণে স্ক্যাবিস আক্রান্ত ত্বক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হলে জটিল আকার ধারণ করতে পারে।

রোগ নির্ণয় ঃ চর্ম বিশেষজ্ঞ মাথা হতে পা পর্যন্ত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে রোগটি নির্ণয় করে থাকেন।

কারা স্ক্যাবিসের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ঃ স্ক্যাবিসের জন্য তারাই বেশি ঝুঁকিপূর্ণ-যারা অন্যদের সঙ্গে শারীরিক স্পর্শে আসে যেমন শিশু, শিশুদের মা, যৌনকার্য সক্ষম পরিণত নর-নারী, আশ্রমে বসবাসকারী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশুদের পায়ের তালুতে স্ক্যাবিস, নাভি ও কোমরে স্ক্যাবিস হয়ে থাকে।

স্ক্যাবিস থেকে মুক্তির উপায় ঃ ভালো করে সাবান দিয়ে স্নান করার পর শরীর ভালো করে মুছে শুকাতে হবে। এরপর ৫ শতাংশ পারমিথ্রিন ক্রিম হাত ও পায়ের তালু, নখ, কুঁচকিসহ গলা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের সব জায়গায় লাগাতে হবে। এরপর ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা পর আবার সাবান দিয়ে স্নান করতে হবে। এক সপ্তাহ পর আবার একইভাবে চিকিৎসা নিতে হবে। পারমিথ্রিন ক্রিমের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে ত্বক সাময়িক জ্বালাপোড়া করতে পারে। আবার স্ক্যাবিস দ্বারা আক্রান্ত হলে চর্ম বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। স্ক্যাবিস চিকিৎসায় আইভারমেক্টিন নামক মুখে খাবার ওষুধ পাওয়া যায়, যা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে সেবন করা উচিত। শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের এই ওষুধ দেওয়া হয় না।

চিকিৎসার পরিপূর্ণ সুফল পেতে যা করণীয়

-যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে চিকিৎসা গ্রহণ।

-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।

-পরিবারে আক্রান্ত সবাই একই সঙ্গে চিকিৎসা গ্রহণ করা। আক্রান্ত সবাই একই সঙ্গে চিকিৎসা গ্রহণ না করলে কখনোই চিকিৎসা সম্পন্ন হবে না।

-পরিধেয় বস্ত্র ধুয়ে ইস্ত্রি করে পরতে হবে।

-বিছানা গরম জল দিয়ে ধুয়ে আবার ব্যবহার করতে হবে।

স্ক্যাবিস প্রতিরোধের উপায়

-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

-নিয়মিত সাবান দিয়ে স্নান করতে হবে।

-স্ক্যাবিস আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক স্পর্শ থেকে দূরে থাকতে হবে।

-স্ক্যাবিস আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত পোশাক বা বিছানা ব্যবহার না করা।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৪৫। দীর্ঘদিন ধরে গ্যাসের সমস্যায় ভুগছি। নিয়মিত গ্যাসের ওষুধ খাই। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদি কোন সমস্যা হতে পারে কি?

উত্তর ঃ অনেকেই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া যখন-তখন এবং টানা দীর্ঘদিন পিপিআই (প্রোটন-পাম্প ইনহিবিটর) বা অ্যান্টি আলসারেন্ট ওষুধ (যেমন ওমিপ্রাজল, ইসোমিপ্রাজল, ল্যান্সোপ্রাজল, রাবিপ্রাজল, ডেক্সল্যান্সোপ্রাজল ইত্যাদি) সেবন করে থাকেন। বেশির ভাগ মানুষের ধারণা, পিপিআই বা অ্যান্টি আলসারেন্ট জাতীয় ওষুধের কোনো ক্ষতিকর দিক নেই। কিন্তু জেনে রাখা ভালো, কোনো ওষুধই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত নয়। প্রোটিন জাতীয় খাদ্য বিপাক এবং খাবারের জীবাণু ধ্বংসে পাকস্থলীর অ্যাসিড খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া খাবারের লৌহ আত্তীকরণেও এর ভূমিকা অপরিসীম। লৌহ আমাদের রক্তকণিকা, মাংসপেশি, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা এবং স্নায়ুবিকাশে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পিপিআইয়ের মূল কাজ পাকস্থলীর অ্যাসিড নিঃসরণ কমিয়ে দেওয়া। এতে পাকস্থলীর অম্লতা কমে যায় এবং স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যাঘাত ঘটে। এ ছাড়া ক্যালসিয়াম শোষণও বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে শরীরে বিভিন্ন জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে, পাশাপাশি রক্তশূন্যতা, অস্টিওপোরোসিসের মতো হাড়ের ক্ষয়রোগ, কিডনি কার্যকারিতা হ্রাস এবং গ্যাস্ট্রিক পলিপের মতো রোগের আশঙ্কা অনেকাংশে বেড়ে যায়। পিপিআই মূলত পেপটিক আলসারের চিকিৎসায় নির্দিষ্ট মেয়াদে ব্যবহার করার কথা। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফাংশনাল বাওয়েল ডিসঅর্ডার বা আইবিএস, নন-আলসার ডিসপেপসিয়ার চিকিৎসায় অনেকেই না বুঝে এসব ওষুধ দীর্ঘদিন ব্যবহার করেন। আবার কখনো কখনো কেউ কেউ হুট করে এসব ওষুধ সেবন বন্ধ করে দেন। এতে তাঁরা অতিরিক্ত অ্যাসিডিটির সমস্যায় পড়েন। অন্য অনেক ওষুধের মতো এগুলোও সেবনের যেমন নিয়ম আছে, তা ছাড়ারও নিয়ম আছে। তাই পিপিআই ওষুধ শুরু ও বন্ধ করার ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভালো। পাকস্থলীতে হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি নামের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থাকলে আলসার বা অ্যাসিডিটি সহজে সারে না। সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট চিকিৎসা আছে, যা রোগ নির্ণয় করে নির্দিষ্ট মেয়াদে গ্রহণ করতে হবে, শুধু পিপিআই খেয়ে গেলে চলবে না। আবার দীর্ঘদিন অ্যাসিডিটির ব্যথা, হজমের সমস্যা, গ্যাস বা পেট ফাঁপার পেছনে অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে (যেমন পিত্তথলির সমস্যা, পাকস্থলীর ক্যানসার ইত্যাদি)। এ কারণে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় বছরের পর বছর গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেয়ে যাওয়া কোনো সমাধান নয়। কারণ খুঁজে বের করে তার চিকিৎসা করাতে হবে।

প্রশ্ন ঃ গর্ভনিরোধক পিল থেকে স্বাস্থ্যের সমস্যা হতে পারে?

উত্তর ঃ অসাবধানে বা অপরিকল্পিত ভাবে যৌন সঙ্গম হয়ে যেতেই পারে। এই পরিস্থিতিতে গর্ভধারণের ঝুঁকি এড়াতে বার্থ কন্ট্রোল পিল বা জন্মনিয়ন্ত্রক ওষুধের সাহায্য নেন অধিকাংশ মহিলা। গর্ভনিরোধক ওষুধ খেলে কি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ভয় আছে বা গর্ভনিরোধক ওষুধের কী কী প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি থাকে এ বিষয়ে আমাদের অনেকেরই তেমন ধারণা নেই! বিশেষজ্ঞদের মতে, ইমারজেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিলস ব্যবহার করার কিছু নিয়ম রয়েছে। বার্থ কন্ট্রোল পিল বা গর্ভনিরোধক ওষুধকে অনেকে ‘মর্নিং আফটার পিল’ও বলে থাকেন। তবে এই ওষুধ সঙ্গমের পরদিন সকালেই খেতে হবে এমন কোনও কথা নেই। রাতে সঙ্গমের পরও খেতে পারেন। যত তাড়াতাড়ি খাবেন তত ভাল কাজ করবে বার্থ কন্ট্রোল পিল বা গর্ভনিরোধক ওষুধ। গর্ভনিরোধক ওষুধ গর্ভপাত করায় না, শুধু ডিম্বস্ফোটন বা ওভিউলেশনের সময় পিছিয়ে দিয়ে গর্ভধারণের ঝুঁকি এড়াতে সাহায্য করে। তাই গর্ভধারণের পর এই জাতীয় অষুধ খেলে কোনও কাজ হবে না। গর্ভনিরোধক ওষুধ খেলে ওজন বাড়ে যাবে ভেবে অনেকেই ভয় পান। যদিও এর সঙ্গে ওজন বাড়ার কোনও সম্পর্ক নেই। কোনও গর্ভনিরোধক ওষুধই গর্ভধারণ রোধ করার ১০০ শতাংশ গ্যারান্টি বা প্রতিশ্রুতি দেয় না। তাই কিছু ক্ষেত্রে ওষুধ খাওয়ার পরও প্রেগন্যান্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে। গর্ভনিরোধক ওষুধ খাওয়ার ফলে আপনার পিরিয়ড সাইকেল অনিয়মিত হয়ে যেতে পারে।

গলাব্যথা রোধে ঘরোয়া দাওয়াই

দুরন্ত বার্তা ঃ মরশুম পরিবর্তনের সময় এলে, বিশেষত যখন ঠান্ডা আবহাওয়া শুরু হয়, তখন বেশিরভাগের মধ্যেই ঠান্ডা লাগা এবং গলা ব্যথার প্রবণতা দেখা দেয়। এটি আমাদের শরীরে অস্বস্তি তৈরি করে এবং এর ফলে কোনও খাবার বা পানীয় খেতেও সমস্যা হয়, ঢোক গিলতে কষ্ট হয়। শুধুমাত্র মরশুম পরিবর্তনই নয়, অফিসে দীর্ঘক্ষণ এসির মধ্যে থাকলেও ঠান্ডা লেগে গলা ব্যথা হয়, টনসিলের সমস্যাও বাড়ে। এই সমস্যা এক, দুই দিনে কাটে না। এর থেকে মুক্তি পেতে গেলে ওষুধের চেয়েও বেশি প্রয়োজন বাড়িতেই নিজের যত্ন নেওয়া। ঘরোয়া কিছু উপায় অবলম্বন করলেই সহজে এই সমস্যা থেকে মুক্তি মেলে। আসুন দেখে নেওয়া যাক সেগুলি কী কী।

লবণ জলের গারগল ঃ গলা ব্যথা হলে এর প্রাথমিক চিকিৎসা হল গরম জলে লবণ দিয়ে গারগল করা। এক গ্লাস হালকা গরম জল নিন। এতে, এক চা চামচ লবণ যোগ করে সেটি ভালভাবে মিশ্রিত করুন। এটি গলা ব্যথা থেকে তাৎক্ষণিক মুক্তি দিতে সহায়তা করে।

আদা ঃ আদায় অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্যের জন্য এটি গলা ব্যথা সারাতে সহায়তা করে। জল গরম করে তাতে কয়েক টুকরো ফ্রেশ আদা দিন। এরপর, এটি প্রায় ৫-১০ মিনিটের জন্য ফোটান। দিনে কমপক্ষে দু'বার এই জল পান করুন। এতে এক চা চামচ মধুও যোগ করতে পারেন।

লেবুর রস ঃ বিশেষজ্ঞদের মতে, লেবু আমাদের শরীরের টক্সিন দূর করার ক্ষেত্রে খুব উপকারি। তাই, গলায় ব্যথায় এক গ্লাস গরম জলে লেবুর রস ও এক চা চামচ মধু ভালভাবে মেশান। দিনে অন্তত দু'বার এটি পান করুন। গলা ব্যথা ও টনসিলের সমস্যা দূর করতে এটি সাহায্য করে।

হলুদ ঃ অ্যান্টিসেপটিক এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত, হলুদ গলা ব্যথা নিরাময়ের অন্যতম সেরা উপাদান। খানিকটা হলুদ গুঁড়ো এক গ্লাস গরম জলের সাথে মিশিয়ে নিন এবং তারপরে সকালে খালি পেটে পান করুন। দুধের সাথেও হলুদ মিশিয়ে খেতে পারেন।

দারুচিনি ঃ কয়েক ফোঁটা দারুচিনি তেলের সঙ্গে এক চা চামচ মধু মিশ্রিত করুন। দিনে একবার এটি ব্যবহার করুন, গলার ব্যথা থেকে দ্রুত মুক্তি দিতে সহায়তা করে।

মধু ঃ মধু তার অ্যান্টিব্যাকটিরিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য পরিচিত। এটি প্রাচীন কাল থেকেই গলা ব্যথা নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এক কাপ গরম জলে এক থেকে দুই চামচ মধু মেশান এবং দিনে দুই থেকে তিনবার পান করুন অথবা ঘুমোতে যাওয়ার আগে আপনি এক চা চামচ মধু খেতে পারেন।

ভাপ নিন ঃ প্রথমে কান-মাথা ভাল করে জড়িয়ে নিন কাপড় দিয়ে। এরপর, গরম জলে সামান্য লবণ দিয়ে জলের ভাপ নিন। দিনে দু'বার এটা করতে পারলে খুব সহজেই গলার ব্যথা কমবে।

রসুন ঃ রসুন অ্যান্টিব্যাকটিরিয়াল এবং অ্যান্টিসেপটিক বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত এবং গলা ব্যথা নিরাময়ে সহায়তা করে। রসুনের মধ্যে থাকা অ্যালিসিন গলা ব্যথার কারণ ব্যাকটিরিয়াকে মেরে ফেলতে সহায়তা করে। এটি কাঁচাও খাওয়া যায় এবং রান্না করেও খাওয়া যায়।

লবঙ্গ ঃ মাঝে মাঝেই মুখে দুটি লবঙ্গ রাখুন এবং সেগুলি নরম হওয়ার পর চিবিয়ে গিলে ফেলুন। এটি কার্যকরভাবে গলা ব্যথা নিরাময়ে সহায়তা করে।

গর্ভাবস্থায় নিজের ওজন নিয়ে সতর্ক থাকুন

দুরন্ত বার্তা ঃ যেখানেই যাওয়া হোক, যা কিছুই পাওয়া হোক-মায়ের তুলনা মিলবে না। মা হওয়ার আনন্দও অতুলনীয়। সন্তান গর্ভে ধারণ করার পর নিজের ভালোমন্দের কথা ভাবতেই যেন ভুলে যান মা। তবে গর্ভধারণের সময় থেকেই মায়ের ভালোমন্দের সঙ্গে সন্তানের ভালোমন্দ জড়িয়ে যায়। মায়ের ওজন বৃদ্ধির দিকটাই যেমন। গর্ভাবস্থায় ওজন বাড়বে। এটি খুব সাধারণ ও স্বাভাবিক একটি বিষয়। তবে সর্বোচ্চ কতটা ওজন বাড়া স্বাস্থ্যকর, আর কতটা না বাড়লেই নয়, তা জানা থাকা প্রয়োজন। ওজন বাড়াতে হবে, বেশি বেশি খেতে হবে-এই ভাবনায় খুব বেশি মুটিয়ে যাওয়াটাও ভালো কথা নয়।

আদর্শ ওজন নিয়ে একজন নারী মা হবেন, এটাই আমরা আশা করি। অর্থাৎ, গর্ভধারণের শুরুতেই একজন নারীর ওজন স্বাস্থ্যকর থাকবে। গর্ভধারণের আগে একজন নারীর ওজন যদি বয়স ও উচ্চতার তুলনায় কম বা বেশি থাকে, তাহলে গর্ভধারণের আগেই আদর্শ ওজনে আসতে পুষ্টিবিদের পরামর্শ নেয়া উচিত।

স্বাস্থ্যকর ওজন কী ঃ গর্ভাবস্থায় একজন নারীর ওজন প্রতি সপ্তাহে আধা কেজি (৫০০ গ্রাম) করে বাড়া উচিত। তবে প্রথম তিন মাস বমিভাব বেশি থাকার কারণে অনেকেই খুব একটা খাওয়াদাওয়া করতে পারেন না। তাই এই সময়টুকুতে মা যতটা পারেন, ততটা খেলেই চলবে। তিন মাস পেরোনোর পর এমনভাবে খেতে হবে, যাতে ওজন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়। তবে লক্ষ্যমাত্রা পার হয়ে খুব বেশি ওজন বাড়ানোও যাবে না। কতটা ওজন বাড়ছে, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজনের তুলনায় ওজন বৃদ্ধি কম হলে পরবর্তী সপ্তাহে সেটুকু পূরণ করে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে, আর অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি হয়ে থাকলে ওজনের ভারসাম্যের চেষ্টা করতে হবে পরবর্তী সপ্তাহে। তবে পরপর দুই সপ্তাহে যদি ওজনের অস্বাভাবিকতা থাকে, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে (কম ওজনের ক্ষেত্রে শিশুর বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে কি না আর বেশি ওজনের ক্ষেত্রে প্রি-একলাম্পসিয়ার দিকে যাচ্ছে কি না, তা দেখতে হবে)। এ ছাড়া নিয়ম অনুযায়ী গর্ভকালীন চেকআপের জন্য কাছের স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে যেতে হবে।

ওজন নিয়ে কেন ভাববেন ঃ মায়ের স্বাস্থ্যকর ওজন মা আর শিশু দুজনের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মায়ের ওজন প্রয়োজনের তুলনায় কম হলে গর্ভের শিশুর বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়, শিশুর ওজন কম হয়। এ ছাড়া গর্ভকাল পূর্ণ হওয়ার আগেই সন্তানের জন্ম হয়ে যাবার ঝুঁকি থাকে মায়ের ওজন কম থাকলে। কম ওজন নিয়ে কিংবা পূর্ণ গর্ভকাল পেরোনোর আগে জন্মানো শিশুর রোগ প্রতিরোধক্ষমতা স্বাভাবিক শিশুদের চেয়ে কম হয়। নানান জটিলতায় ভোগে এই শিশুরা।

অন্যদিকে মায়ের ওজন প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বেড়ে গেলে গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন জটিলতা বাড়ে। মায়ের উচ্চ রক্তচাপ, প্রি-একলাম্পসিয়া, একলাম্পসিয়া ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে। গর্ভস্থ শিশু অত্যধিক বড় হয়ে যেতে পারে, প্রসবের সময় শিশু বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে (অবস্ট্রাক্টেড লেবার), প্রসব

হতে খুব বেশি সময় লাগতে পারে (প্রলম্বিত প্রসব)। প্রসবের সময় শিশুর মাথা বের হয়ে ঘাড় আটকে যেতে পারে, এমনকি প্রসবকালীন শিশুর মৃত্যুও হতে পারে। ওজন বাড়তি থাকলে প্রসবপরবর্তী সময়ে মায়ের অত্যধিক রক্তক্ষরণ হতে পারে, যা মাকেও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে।

গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা ঃ সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন। পর্যাপ্ত খাবেন, কিন্তু ফাস্ট ফুড এড়িয়ে চলুন। সহজ ও হালকা ব্যায়াম করতে পারেন। হাত-পা নেড়ে যেসব ব্যায়াম করতে হয়, সেগুলো করা যাবে। তবে যেসব ব্যায়াম করলে পেটে চাপ পড়ে, সেগুলো করবেন না। দৌড়ঝাঁপ বা লাফালাফি করতে হয়, এ রকম ব্যায়ামও নয়। পরিমিত হাঁটুন। হাঁটতে হাঁটতে যেন হয়রান হয়ে না পড়েন। একেবারে শুয়ে-বসে দিন কাটানো উচিত নয়। তবে বিশেষ কোনো অসুবিধার কারণে চিকিৎসকের পক্ষ থেকে বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকলে আলাদা কথা।

রোজকার মাত্র পাঁচ মিনিটই যথেষ্ট

দুরন্ত বার্তা ঃ অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, খাওয়া-দাওয়ায় অনিয়ম, পার্টি-পিকনিক, পেট ভরাতে মাঝেমধ্যেই জাঙ্ক ফুড। জীবনে এ সবই বহাল তবিয়তে রয়েছে। নেই কেবল এর ফলে শরীরে জমে যাওয়া মেদকে জব্দ করতে প্রয়োজনীয় ওয়ার্ক আউট করার সময়। আর তাতেই শরীরের ওজন বাড়ছে হু হু করে। মাঝেসাঝে ডায়েট করে তাদের শায়েস্তা করার চেষ্টা করলেও সেই ডায়েট একনাগাড়ে মেনে চলাও কঠিন হয়ে পড়ে। এমন সমস্যায় ত্রাতা হয়ে উঠতে পারে মাত্র পাঁচ মিনিট সময়। পাঁচ মিনিটের একটি অভ্যাসই মেদ জমার পথে বাধা হয়ে উঠতে পারে। এককথায় একে বলে ‘দ’ হয়ে দাঁড়ানো। ব্যায়ামের পরিভাষায় স্কোয়াট। চেয়ারে বসার মতো করে হাঁটু ভাঁজ করে কোমর ও পিঠ সোজা রেখে দাঁড়ানোকেই স্কোয়াট বলে। এই সময় হাত দুটো সামনের দিকে টানটান করে ছড়িয়ে দিন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, রোজ শরীরচর্চার সময় না পেলেও নিয়ম করে মিনিট পাঁচেক স্কোয়াটে শরীরের অনেকটা উপকার করে। স্কিপিং, দৌড়ানো, হাঁটাহাঁটিতে পায়ের পেশির যে উপকার মেলে, স্কোয়াট তার অনেকটাই পুষিয়ে দেয়। কোমর ও পায়ের পেশিকে শক্তসমর্থ করে স্কোয়াট। ফিটনেস বিশেষজ্ঞ সুকোমল সেনের কথায়, ‘শুধু পেশির জোর বাড়ানোই এর একমাত্র কাজ নয়, টেস্টোস্টেরন ও গ্রোথ হরমোন ক্ষরণে বিশেষ কার্যকর এই ব্যায়াম। যার জেরে পেশির বৃদ্ধি ও ভরকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হয়। সারা শরীরে শক্তির সমান বণ্টনের ক্ষেত্রেও বিশেষ কাজ করে এই ব্যায়াম।’ দীর্ঘ দিন ধরে এই ব্যায়াম অভ্যাসের ফলে কথায় কথায় পেশিতে টান, গাঁটে ব্যথা, একটু দৌড়ঝাঁপেই পেশির ব্যথার মতো অসুবিধা দূর হয়। প্রতি দিন এমন ব্যায়ামে শরীর সারা দিন সতেজ তো থাকেই, সঙ্গে শরীরের কার্যক্ষমতা বেড়ে যায় কয়েক গুণ। দেহের ভারসাম্য, গতিশীলতা সব কিছুকেই স্বাভাবিক করতে সক্ষম এই ব্যায়াম।

হাঁটাহাঁটিতে যে পরিমাণ ক্যালোরি বার্ন হয়, তার চেয়েও বেশি ফ্যাট ঝরাতে পারে এই ব্যায়াম। স্কোয়াটের ফলে শরীরে আঘাতের প্রবণতা কমে। পেশির নমনীয়তা বাড়ায় তা সহজে ভারসাম্য হারাতে দেয় না। শরীরের গঠন, পিঠ ও কোমরের আকার ও গোটা শরীরে নানা অ্যাব তৈরি করতে স্কোয়াট একাই একশো। শুধু তাই নয়, শরীরে ফ্যাট নিয়ন্ত্রণ, লিপিড মেটাবলিজম, রক্তে শর্করার পরিমাণ ঠিক রাখা ইত্যাদিও এই ব্যায়ামের মাধ্যমে সম্ভব। ক্ষতিকর ফ্যাট গলিয়ে ডায়াবেটিস, ওবেসিটি ইত্যাদি থেকে শরীরকে অনেকটাই দূরে রাখার ক্ষমতা রাখে স্কোয়াট। এই ব্যায়ামের প্রভাবে সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভালো হয়। হরমোন ক্ষরণ, কোষে কোষে পুষ্টিগুণ পৌঁছনোর কাজও সহজ হয়ে যায়। ফলে পেটের সমস্যা প্রতিরোধ, সারা শরীরে উপকারী বডি ফ্লুয়িড পৌঁছনোর মতো প্রয়োজনীয় জৈবিক কাজও অনেক সহজ করে তোলে এই স্কোয়াটের অভ্যাস। সুতরাং আর দেরি না করে আজ থেকেই শুরু করুন স্কোয়াট।

আচমকা হার্ট অ্যাটাকের আগে নিজেকে প্রস্তুত রাখুন

দুরন্ত বার্তা ঃ হার্ট যখন অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিতভাবে রক্ত সঞ্চালন করে তখনই অ্যাটাক হয়। অ্যাটাকের আগের লক্ষণগুলো সম্পর্কে যত বেশি জানা যাবে, ততই আগাম সতর্ক হওয়া যাবে। তবে নিজের বা অন্য কারোর হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক করলে হাসপাতালে নেওয়ার আগে পর্যন্ত কিছু নিয়ম মানলে অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

সাধারণ লক্ষণ

-অ্যাটাকের শুরুতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাঁ হাতে ব্যথা দেখা দেয়। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

-বুকে ব্যথা হবে এমন নিশ্চয়তা নেই।

-অ্যাটাকের আগে চোয়ালে তীব্র যন্ত্রণা হলে বেশি সাবধান হতে হবে।

-বমি বমি ভাব অথবা অসম্ভব ঘাম হতে পারে।

নিজের ক্ষেত্রে করণীয়

-হার্ট অ্যাটাক হলে ভয় পাবেন না।

-অ্যাটাকের ১০ সেকেন্ডের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন। সে ক্ষেত্রে ১০ সেকেন্ডের মধ্যে খুব দ্রুত জোরে ও ঘন ঘন কাশি দিন, কাশির সঙ্গে কফও বের করে আনার চেষ্টা করুন।

-প্রতিবার কাশির আগে দীর্ঘশ্বাস নিন। এভাবে ঘন ঘন কাশি ও দীর্ঘশ্বাস প্রতি দুই মিনিট পর পর করতে থাকুন। এতে আপনার হার্ট কিছুটা হলেও নিয়মিতভাবে রক্ত সঞ্চালন করবে। কারণ দীর্ঘশ্বাসের ফলে মানুষের শরীরে অক্সিজেন পরিবহন বেশি হয়। আর ঘন ঘন ও জোরে কাশির ফলে বুকে যে চাপের সৃষ্টি হয় এতে হার্ট পর্যাপ্ত ও নিয়মিতভাবে রক্ত সঞ্চালনের জন্য প্রস্তুত হয়।

অন্য কেউ আক্রান্ত হলে

-আক্রান্তকে ঝিমিয়ে পড়তে দেবেন না বরং তার সঙ্গে কথা বলতে থাকুন।

-রোগীর মাথা ৩০-৪৫ ডিগ্রি উঁচু করে শুইয়ে রাখুন, যাতে তার শ্বাস নিতে সুবিধা হয়।

-রোগীকে শুইয়ে দুই হাতের তালু পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ (ইন্টারলক) করে কার্ডিয়াক পালমোনারি রিসালিটেশন (সিপিআর) পদ্ধতিতে পুরো শরীরের ভর দিয়ে ঠিক বুকের মাঝখানে পাম্প করুন। মুখে মুখে দম দিন ও নিন। এভাবে ১৬-১৮ সেকেন্ডের মধ্যে ৩০ বার পাম্প করুন।

-রোগীর নাক বন্ধ করে থুতনি উঁচু করে ধরুন। ফের বুকে পাম্প করুন। পুরো সাইকেলটা কমপক্ষে পাঁচবার করুন।

-এসব করতে করতে রোগীকে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যান।

চিকিৎসা ঃ কেউ যদি বুঝতে পারেন যে তাঁর হার্ট অ্যাটাক হতে যাচ্ছে, তখন বিলম্ব না করে অ্যাসপিরিন ৩০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট কিনে সরাসরি চিবিয়ে খেয়ে ফেলুন। অ্যাসপিরিন হার্ট অ্যাটাকে ৩০ শতাংশ মৃত্যুঝুঁকি কমাতে পারে। অন্যান্য অসুখ থাকলেও এটা সেবনে কোনো ক্ষতি নেই। এ ছাড়া নাইট্রেট স্প্রে বা ট্যাবলেট জিহ্বার নিচে দিতে পারেন। এরপর গ্যাস্ট্রিকের ট্যাবলেট খেয়ে একটা ইসিজি করে হার্ট অ্যাটাকের মার্কার হিসেবে রক্তের ট্রপোনিন পরীক্ষা করে দেখুন।

নিশীথ প্রামাণিকের নিশানায় উদয়ন

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে কালো পতাকা দেখানো আর তারপর রণক্ষেত্র দিনহাটার বুড়িরহাট। শনিবারের এই ঘটনার পর মহকুমাজুড়ে চলছে সন্ত্রাস। একাধিক বিজেপি কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। যদিও রাত পর্যন্ত ১৮ জন বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করে কোচবিহার পুলিশ। যাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় অস্ত্র। এমনটাই জানিয়েছেন কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ। রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক নিজ বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে সরাসরি ভাবেই ঘটনার জন্য দায়ী করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীকে! স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল এবং পুলিশ একযোগে মিলে এই কাজ করেছে। গণতন্ত্র বলে এ রাজ্যে কিছু নেই। যখন আমি একজন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আক্রান্ত হই তখন বিরোধী রাজনীতি যারা করে তাদের জীবন রীতিমতো প্রশ্নচিহ্নের মুখে'? এর আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাড়ি ঘেরাও কর্মসূচি গ্রহণ করে তৃণমূল কংগ্রেস, আর সেই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহ বলেছিলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যেখানে যেখানে যাবেন সেখানেই তাকে কালো পতাকা দেখানো হবে। এই প্রসঙ্গে বলেন, গতকালের ঘটনার জন্য উদয়ন গুহর উস্কানি দায়ী। তিনি বলেন, সম্পূর্ণ ঘটনাটাই প্রভাব করা হয়েছে এই হেড স্পিচে। এই হেড স্পিচের জন্যই এ ধরনের ঘটনা। তিনি আরও বলেন, সমস্ত পুলিশ কর্মী বা তৃণমূল কর্মী খারাপ নয়। তবে তাদেরকে বাধ্য করানো হচ্ছে এ সমস্ত অপকর্ম করানোর জন্য। নিরাপত্তার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি মন্ত্রী চাইলেই নিরাপত্তা বানাতে পারি কিন্তু সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়! পাশাপাশি তিনি জানিয়ে দেন, আমার গাড়িতে বোম মারল তৃণমূল, টিয়ার গ্যাস ছাড়লো পুলিশ, এটা কি ধরনের গণতন্ত্র। গুলি করা হলো আমার গাড়ি লক্ষ্য করে আর গ্রেফতার করা হলো ১৮ জন বিজেপি কর্মীকে। আসলে পুলিশ তৃণমূলের দলদাসসের কারণেই নীরব দর্শকের মত দাঁড়িয়ে থেকে তৃণমূলকে সাহায্য করেছে। পাশাপাশি গতকালকেই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সাংবাদিক বৈঠকে বসে তিনি তার ব্যবহৃত গাড়ির বিভিন্ন অংশের ছবি দেখান যেখানে গুলির চিহ্ন রয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। রাজ্যে ৩৫৬ প্রসঙ্গে তিনি বলেন সংবিধানের উপর আমাদের আস্থা রয়েছে। গণতান্ত্রিকভাবে লড়াই আমরা চালিয়ে যাব। পাশাপাশি তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে কটাক্ষ করে বলেন, রাজ্যে অপরিপক্ক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নেতৃত্ব হওয়ার কারণে যুব সমাজ যেমন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তেমনি বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হচ্ছে রাজ্যজুড়ে। এই ঘটনার পর ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে। রবিবার তার নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি বৈঠক হয় সিআরপিএফের আইজি বিদ্যুৎ সেনগুপ্ত সঙ্গে। সূত্রের খবর অনুযায়ী বেশ কিছু নিরাপত্তা বাড়তে চলেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর। পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কনভয়ে আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সংস্থা এনআইএ-র একটি বিশেষ দল আসতে পারে ঘটনার তদন্তে। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে যেভাবে আক্রান্ত হতে হয়েছে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে নিরাপত্তার প্রশ্নে সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আগামী দিনে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকরা কতটা সুষ্ঠুভাবে পঞ্চায়েতে নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারবেন তা নিয়ে কিন্তু রয়েছে বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। যেভাবে রাজনৈতিক সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ছে তাতে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে প্রাণহানির আশঙ্কা করছেন বিরোধীদলের কর্মী থেকে শুরু করে নেতৃত্বরা। এমতাবস্থায় পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে বিস্তর প্রশ্ন।

উপনির্বাচন উপলক্ষ্যে কড়া নিরাপত্তা সাগরদিঘি কেন্দ্রে

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার সাগরদিঘিতে উপনির্বাচন। রবিবার সকাল থেকে সাগরদিঘির কামদাকিঙ্কর স্মৃতি মহাবিদ্যালয় থেকে ভোট কর্মীরা বিভিন্ন বুথে ইভিএম মেশিন এবং ভোটগ্রহণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বুথে পৌঁছে যান। সাগরদিঘি বিধানসভা উপনির্বাচনে মোট ভোটার ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮২৫ জন। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সাগরদিঘির ১০০ শতাংশ ভোটারকে ইতিমধ্যে সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে। সোমবার সাগরদিঘির বিধানসভা কেন্দ্রের ২৪৫টি মূল ভোটকেন্দ্র এবং একটি 'অক্সিলারি' ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সকাল সাতটা থেকে ভোট গ্রহণ করা হবে। গত ২৯ ডিসেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় সাগরদিঘির তিনবারের তৃণমূল বিধায়ক সুব্রত সাহার। তাঁর মৃত্যুর পর ওই আসনে উপনির্বাচন হচ্ছে। মোট পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ১,২৪,৫৩৩ এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ১,২১,২৮৭ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন পাঁচজন। নির্বাচন শান্তিপূর্ণ এবং নিরপেক্ষ করার জন্য ইতিমধ্যে ৩০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী সাগরদিঘিতে মোতায়েন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বেশিরভাগ বুথে 'ওয়েবকাস্টিং' এবং 'মাইক্রো-অবজার্ভার' থাকবে। অন্যদিকে, ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার ২৪ ঘণ্টা আগে রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের জঙ্গিপুর সংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান কানাই চন্দ্র মণ্ডল বলেন, বিরোধী দলগুলোর ক্ষমতাই নেই সমস্ত বুথে এজেন্ট দেওয়ার। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় সাগরদিঘির মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে উপনির্বাচনে জয়ী হবে। তিনি বলেন, সাগরদিঘির মানুষ জানে বিজেপিকে ভোট দিলে এনআরসি, এনপিআরের মতো আইন লাগু করে সংখ্যালঘু মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া চেষ্টা করবে বিজেপি। তাই সাগরদিঘির মানুষ তৃণমূল প্রার্থীকেই ভোট দেবেন। অন্যদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী আজ বহরমপুরের সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিযোগ করে বলেন, তৃণমূলের নেতারা রাতের অন্ধকারে সাধারণ মানুষের বাড়ি গিয়ে টাকা, জামা-কাপড়-শাড়ি বিতরণ করছে। আমাদের কাছে খবর রয়েছে সাগরদিঘি বিধানসভার সীমানাবর্তী এলাকাগুলোতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রচুর বহিরাগত জড়ো করে রেখেছে। তারা আগামীকাল ভোট লুট করতে পারে। তবে সেরকম কোনও ঘটনা ঘটলে আমাদের কর্মীরাও তার প্রতিরোধ করবে। বিজেপির মুর্শিদাবাদ (উত্তর) সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধনঞ্জয় ঘোষ বলেন, গতকাল থেকে নবগ্রাম, বীরভূম, লালগোলা প্রভৃতি এলাকা থেকে প্রচুর বহিরাগত দুষ্কৃতী সাগরদিঘিতে ঢুকেছে। তারা আমাদের কর্মীদের বাড়ি গিয়ে হুমকি দিয়ে এসেছে এজেন্ট না হওয়ার জন্য এবং আগামীকাল বুথে ভোট না দিতে যাওয়ার জন্য। তবে আমাদের কর্মীরা সব বাধা অতিক্রম করে আগামীকাল বুথে যাবেন। উপনির্বাচনে এই কেন্দ্রে মূল লড়াই তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে। সাগরদিঘিতে মোট বুথের সংখ্যা ২৪৬টি। প্রায় ৫০ শতাংশ বুথ স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন করতে প্রস্তুতির কোনও খামতি রাখেনি নির্বাচন কমিশন। ভোটের নজরদারিতে থাকছে মোট ৩০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। ১০০ শতাংশ বুথে থাকছে সিসি ক্যামেরা। ভোটগ্রহণ চলাকালীন করা হবে ওয়েব কাস্টিং। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবিলায় থাকছে ২২টি কুইক রেসপন্স টিম। সার্বিকভাবে কমিশন নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও খামতি রাখেনি। এই সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্র তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত। এই কেন্দ্রের টানা তিন বারের বিধায়ক ছিলেন সুব্রত সাহা। ২০১১ সালে তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার একমাত্র তৃণমূল বিধায়ক। এরপর ২০১৬ এবং ২০২১ বিধানসভাতেও অনায়াসে সাগরদিঘি থেকে জিতে আসেন সুব্রত। ২০২১ বিধানসভাতেও বিজেপি প্রার্থী মাফুজা খাতুনকে ৫০ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাস্ত করেন তিনি। কিন্তু সুব্রতর মৃত্যুর পর শাসকদলের জন্য লড়াইটা কঠিন মনে হচ্ছে। এই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয় দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মূল চ্যালেঞ্জার কংগ্রেসের বায়রন বিশ্বাস। ২০২১ বিধানসভায় এই কেন্দ্রে তৃতীয় স্থানে শেষ করলেও গত কয়েক মাসে সাগরদিঘিতে কংগ্রেস সংগঠন বেশ খানিকটা গুছিয়ে নিয়েছে। তাছাড়া কংগ্রেস প্রার্থীর ভাবমূর্তি উজ্বল। বহিরাগত হলেও সমাজসেবী হিসাবে পরিচিত বায়রন। স্থানীয়রা বলছেন, তৃণমূলের লড়াইটা সহজ হবে না। তৃণমূল এবং কংগ্রেসের তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে বিজেপি। আসলে সাগরদিঘি বিধানসভায় ৬৫ শতাংশ ভোটার সংখ্যালঘু। হিন্দু ভোটার ৩২ শতাংশ। বিজেপির জন্য তাই লড়াইটা স্বভাবতই কঠিন। তৃণমূল আবার বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের আঁতাঁতের অভিযোগ তুলেছে। সেই অভিযোগও নেহাত ফেলনা নয় বলে মনে করছেন স্থানীয় রাজনীতির কারবারিরা। শাসকদলের চিন্তার আরও একটি কারণ হচ্ছে বিরাট সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিকের অনুপস্থিতি। এই কেন্দ্রের আড়াই লক্ষ ভোটারের ৩০ হাজারই পরিযায়ী শ্রমিক। যার আবার ৮০ শতাংশই সংখ্যালঘু। এরা ভিনরাজ্যে কাজ করেন। সাধারণত ঈদ বা কোনও অনুষ্ঠানে বাড়ি ফেরেন। সামান্য উপভোটের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করে অধিকাংশ পরিযায়ী শ্রমিকই ঘরে ফেরেননি। যা চিন্তায় রাখছে শাসকদলকে। তৃণমূলের বক্তব্য, প্রায় ২৫ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক সংখ্যালঘু। বেশিরভাগই তৃণমূলের ভোটার। কিন্তু এদের বেশিরভাগটাই ফেরেননি। সেটা নিয়ে খানিকটা চিন্তা আছে। তবে জেতা নিয়ে খুব একটা সংশয় নেই তৃণমূলের অন্দরে। কংগ্রেস এবার সাগরদিঘিতে ভাল লড়াইয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। তবে আগেরবারের হারের বিশাল ব্যবধানটা চিন্তায় রাখছে হাত শিবিরকেও।

বালির ডাম্পার চাপা পড়ে মৃত এক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের ওভারলোডেড বালির ডাম্পার চাপা পড়ে মৃত্যু হল গ্রামবাসীর। জখম হয়েছেন আরও দু'জন। মৃত ব্যক্তির নাম শেখ সদরুল ইসলাম (৪৪)। জখম হয়েছেন আমিনা বিবি। দুর্ঘটনার পর গ্রামবাসীরাই বালির নিচে থেকে চাপা পড়ে যাওয়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করে দ্রুত বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখ সদরুল ইসলামকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত প্রায় ১টা ২০নাগাদ খন্ডঘোষ থানার কামালপুর, বটতলা এলাকায়। দুর্ঘটনার পর তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকাজুড়ে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে উত্তেজিত গ্রামবাসীদের একাংশ পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি রবিবার সকাল পর্যন্ত বাড়ির উপর উল্টে যাওয়া বালির গাড়ি টিকেও তুলতে দেয়নি বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, পলেমপুর থেকে কামালপুর হয়ে দামোদরের ধার ধরে প্রায় ১১ কিলোমিটার রাস্তার হাল বছরের পর বছর ধরে বেহাল। তার উপর প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়েই কয়েক'শ বালির গাড়ি যাতায়াত করে এই রাস্তার অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে। বর্ষাকালে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল যাওয়া অসুবিধার সম্মুখীন হয়। রাজনৈতিক নেতা থেকে প্রশাসনের লোকজন শুধুই আশ্বাস দিয়ে গেলেও এই রাস্তার হাল আজও ফেরেনি। জানা যাচ্ছে, প্রচুর ওভারলোডিং গাড়ি যাতায়াতের জন্য ওই এলাকায় নতুন রাস্তা তৈরী করার ঠিকা নিতে পিছিয়ে যাচ্ছেন ঠিকাদাররাও। এক বছরের গ্যারেন্টি দিয়ে রাস্তা তৈরী করতে তারাও ভয় পাচ্ছেন বালির লরির অত্যাধিক যাতায়াতে। কয়েকমাস আগেই গ্রামবাসীরা রাস্তা কেটে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এমনকি এই রাস্তা মেরামত না হলে ভোট বয়কটেরও হুমকি দিয়েছিলেন এলাকাবাসীরা। এবার রাতের অন্ধকারে বেহাল রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি বাড়ির উপর উল্টে গেল বালিবোঝাই ডাম্পার। মৃতের মাসী জাহেদা বিবি জানিয়েছেন, শেখ সদরুল ইসলাম, শেখ তাজরুল ইসলাম ও আমিনা বিবি রাতে ঘুমিয়েছিল বাড়িতে। আচমকা একটা বালি বোঝাই ডাম্পার বাড়ির উপর উল্টে যায়। গোটা ঘরের আসবাবপত্র চাপা পড়ে যায় বালির নিচে। ঘুমন্ত অবস্থায় তিনজন চাপা পড়ে যায়। বিকট আওয়াজ শুনে সবাই ছুটে এসে ওদের বের করে। আমিনার মাথা ফেটে গেছে। সদরুল তো মরেই গেল। দুর্ঘটনার পর খন্ডঘোষ সহ এলা পুলিশের বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা রয়েছে। রাস্তা না তৈরী করলে পরবর্তীকালে ওই এলাকা দিয়ে বালির লরি যাতায়াত করতে দেবেন না বলে জানিয়েছেন এলাকার মানুষ।

পরীক্ষার্থীর মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পাঁশকুড়ায়

দুরন্ত বার্তা, পাঁশকুড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ার পৌরসভার অন্তর্গত ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অস্বাভাবিক মৃত্যু। এবার এই মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়া বছর ১৫ ছাত্রী প্রিয়াঙ্কা বেরার অস্বাভাবিক মৃত্যু বাড়িতেই। বাড়ির মধ্যেই গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় এদিন সকালে পরিবারের লোকজন। পরিবারের লোকজনের অনুমান প্রণয় ঘটিত কারণেই এই মর্মান্তিক শেষ পরিণতির পথ বেছে নিয়েছে। প্রিয়াঙ্কা বেরার ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পায় বাড়ির লোকজন। কি কারনে আত্মহত্যা তা এখনও স্পষ্ট নয়, প্রেমঘটিত কারণ কিংবা এর পেছনে অন্য কিছু কারণ রয়েছে তা তদন্ত করছে পাঁশকুড়া থানার পুলিশ। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে গোটা এলাকায়। পাঁশকুড়া গার্লস স্কুলের ছাত্রী প্রিয়াঙ্কা বেরা। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছিল। এবছর মাধ্যমিকে তিনটে পরীক্ষা দিলেও বাকি পরীক্ষা আর দেওয়া হল না। ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে সিলিং ফ্যানে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী প্রিয়াঙ্কা বেরার মৃতদেহ। মৃত প্রিয়াঙ্কা বেরার মা সুজাতা বেরা জানিয়েছেন, প্রিয়াঙ্কার বাবা মারণ রোগ ক্যান্সারে আক্রান্ত। চিকিৎসার জন্য বর্তমানে নার্সিংহোমে ভর্তি। তিনি স্বামীর কাছেই ছিলেন। এদিন সকালে আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের কাছ থেকে খবর পায় তার মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। এক আত্মীয়রা জানান, সকালবেলায় প্রিয়াঙ্কার ঘরেই তাকে সিলিং ফ্যানে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে ওই এলাকায়। পাঁশকুড়া থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে জানা যাবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ। ঘটনাটি ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অকালে এক ছাত্রীর মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না পরিবার সহ প্রতিবেশীরা।

থানায় বিক্ষোভ

দেবনাথ মোদক, বাঁকুড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নিশীথ প্রামাণিক ইস্যুতে রবিবার রাজ্যজুড়ে থানা ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দিল রাজ্য বিজেপি।সেই মতো ইন্দপুর মন্ডল বিজেপির পক্ষ থেকে ইন্দপুর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন কর্মী-সমর্থকেরা। উল্লেখ্য, শনিবার নিশীথ প্রামাণিকের গাড়ির উপর তৃণমূলীদের হামলা'র ঘটনাতে তৃণমূল কর্মীদের গ্রেফতার না করে বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে, শাসক দলের তরফে হামলা চালানো হচ্ছে। পুলিশ নীরব দর্শক। এরই প্রতিবাদে আজ রাজ্যজুড়ে থানা ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দিয়েছে রাজ্য বিজেপি। সেই মতো আজ ইন্দপুর থানার সামনে ঘেরাও করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল বিজেপি। উপস্থিত ছিলেন ছাতনা বিধানসভার বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জেলা সম্পাদক দেবাশীষ লায়েক, ইন্দপুর ১ নং মন্ডল বিজেপির সভাপতি অচিন্ত্য সিংহ সহ দলীয় কর্মী সমর্থকরা। বিজেপি বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, গতকাল দিনহাটায় পুলিশের সামনেই আমাদের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গাড়ির উপর হামলা চালানো হয় শাসকদলের কর্মী- সমর্থকদের পক্ষ থেকে। অথচ এই ঘটনায় যারা অভিযুক্ত তাদের গ্রেফতার না করে বেছে বেছে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। তারই প্রতিবাদে আজ এই বিক্ষোভ কর্মসূচি আমাদের পালন করা হয়েছে।

পথ নিরাপত্তা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সারা বছর ধরে সরকারিভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মানুষের জীবন বাঁচাতে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে, বিভিন্ন থানা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি চালানো হচ্ছে, মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার, পূর্বস্থলী ১ ব্লকের নাদনঘাট থানার পক্ষ থেকে সমুদ্রগড় নিমতলা বাজারে রবিবার মানুষকে সচেতন করতে পথে নামলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। পথ চলতি বাইক আরোহীরা যাতে হেলমেট পড়ে এবং আসতে ও সতর্কভাবে যাতে গাড়ি চালান তার আহ্বান জানান মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, সমুদ্রগড় নিমতলা বাজারে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচিতে মন্ত্রী ছাড়া উপস্থিত ছিলেন নাদনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মিঠুন ঘোষ সহ পুলিশ আধিকারিকরা, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচিতে বিনা হেলমেটে বাইক আরোহীদের হেলমেট পরিয়ে দেন রাজ্যর প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

কুয়োয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের দেহ

দুরন্ত বার্তা, মেটেলি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নিখোঁজের তিনদিন পর কুয়ো থেকে উদ্ধার তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের দেহ। রবিবার সকালে নিখোঁজ থাকা নাগেশ্বরী চা বাগানের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য জগৎপাল বরাইকের মৃতদেহ উদ্ধার করল মেটেলি থানার পুলিশ । রোটিখানা লাইনের একটি কুয়োর ভিতর থেকে উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকা জুড়ে।উত্তেজিত জনতা দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে মেটেলি থানার সামনেই রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানে পৌঁছায় মাল এসডিপিও রবিন থাপার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী। আসেন এডিএসপি গ্রামীণ ওয়াংদেন ভুটিয়া। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। গত বৃহস্পতিবার এলাকারই এক বিয়েবাড়ি গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান নাগেশ্বরী চা বাগানের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য জগতপাল বড়াইক। তিনি ইংডং মাটিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। এদিন সকলে নাগেশ্বরী চা বাগানের রোটিখানা লাইনের একটি কুয়ো থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পুলিশ কোনওক্রমে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠায়। উত্তেজিত জনতা দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে। এদিন খবর পেয়ে থানায় আসেন তৃণমূলের মেটেলি ব্লক সভাপতি জোসেফ মুন্ডা, মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিক্রম রুনডা, বিধায়ক পুনা ভেংরা। ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার স্থানীয় তৃণমূলের মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুভাষ বড়াইক সহ দু'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদিন আরও তিনজনকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জোসেফ মুন্ডা ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

৩৫৬ ধারা প্রয়োগের দাবি শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির দাবি জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । রবিবার নন্দীগ্রামের বিরুলিয়ায় দলীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে এই দাবি তোলেন শুভেন্দু। নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ের ওপরে হামলা ও আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকিকে দিনের পর দিন জেলে আটকে রাখার ঘটনার প্রতিবাদ করে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির দাবি জানালেন বিরোধী দলনেতা। এদিন বিজেপির বিরুলিয়া অঞ্চল সম্মেলনে যোগ দিয়ে শুভেন্দুবাবু বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত রাজ্যে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে রাজ্য পুলিশের ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে থাকুন, লটারি বিক্রি করুন। ভাতা দিন। আমাদের আপত্তি নেই। তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জেড শ্রেণির নিরাপত্তা পাওয়া সত্ত্বেও এ রাজ্যে তাঁর নিরাপত্তা নেই। একজন বিধায়ককে জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে। আমি নওসাদ সিদ্দিকির দলকে সমর্থন করি না। কিন্তু উনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত বিধায়ক। ওনাকে এভাবে দিনের পর দিন জেলে আটকে রাখা যায় না। কেন্দ্রের উচিত ৩৫৬ ধারা ব্যবহার করে পুলিশের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া। এদিন তিনি দাবি করেন, আমি কেন্দ্রকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি, দিনহাটায় বিজেপি কর্মীদের প্রাণ ও সম্পত্তি বিপন্ন। তাই অবিলম্বে ৩৫৫ ধারা প্রয়োগ করে দিনহাটা থানার ক্ষমতা কেড়ে নিক কেন্দ্র। সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হোক।

পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নবম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার পর ৯ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। অবশেষে ঘটনার তদন্তে পুলিশ গ্রামে পৌঁছলে পুলিশকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে গ্রামের বাসিন্দারা। ঘটনাকে ঘিরে রবিবার দুপুরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। মুর্শিদাবাদে ভরতপুর থানার গোপালপুর গ্রামের ঘটনা। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি টিউশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই গ্রামেরই বাসিন্দা নবম শ্রেণীর এক ছাত্রী। ঘটনার দিন পাঁচেক পরে পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক নির্জন জায়গা থেকে নগ্ন অবস্থায় উদ্ধার হয় ওই ছাত্রীর মৃতদেহ। পুলিশে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে নিয়ে যায় ভরতপুর থানার পুলিশ।

পুলিশের জালে দুই অপহরণকারী, উদ্ধার ট্রাক চালক

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ অপহরণকারীদের ধাওয়া করে দুই দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার ও অপহৃত ট্রাক চালককে উদ্ধার করল ছাতনা থানার পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ছাতনা থানার পুলিশ। এখবর জানিয়ে রবিবার বাঁকুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গণেশ বিশ্বাস সাংবাদিকদের জানান যে, গত রাত আনুমানিক ১১.২৫ মিনিট নাগাদ ছাতনা থানার ঝাঁটি পাহাড়ির পেট্রোল পাম্পের কাছে, দুই দুস্কৃতি (ডাব্লুবি ৩৭ই ০৩২২ নম্বরের রেজিস্ট্রেশন নম্বর সহ একটি সুইফট ডিজায়ার চালাচ্ছিল) একটি ছোটখাটো দুর্ঘটনার জেরে সামান্য উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পরে একটি ট্রাক চালককে অপহরণ করে এবং জোর করে পুরুলিয়ার দিকে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে ছাতনা থানার পুলিশ তৎপর হয়। সেই সঙ্গে পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশও সহযোগিতা করে, ছাতনা পুলিশের সঙ্গে। ছাতনা থানার এসআই সত্যবান মাহাতার নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল তাদের ধাওয়া করে দুই অপহরণকারীকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত অঞ্জিত বাগান ২২ নম্বর ওয়ার্ডের সৌমজিৎ গোস্বামী পুরুলিয়ার ২২নং ওয়ার্ডের অঞ্জিত বাগানের বাসিন্দা, অপরজন দুলমির (তমনা, পুরুলিয়া) চল্লিশ কোয়ার্টারের আকাশ মিশ্র। আজ ভোর ৩.১৫ নাগাদ পুরুলিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। সেই সঙ্গে অপহৃত লরি চালক বাঁকুড়া জেলার মেজিয়ার খাড়গাম কাহিরুল ওরফে কাবুকে উদ্ধার করে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫ ধারায় মামলা রুজু করেছে ছাতনা থানা।

রাজ্যস্তরে প্রথম স্থানাধিকারী মিসদাউলকে সংবর্ধনা

এজাজ আহম্মেদ, খড়গ্রাম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য স্তরে ৩৮তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৭৫ মিটার দৌড় ও লং জাম্প বিভাগে রাজ্যে প্রথম হয়েছে মুর্শিদাবাদের মিসদাউল ইসলাম। সম্প্রতি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সাফল্যের পুরস্কার ও শংসাপত্র নিয়ে বাড়ি ফিরেছে মিসদাউল। তার সাফল্যে গর্বিত খড়গ্রামবাসী। রবিবার বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা সভার মধ্য দিয়ে মিসদাউলকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পড়াশোনার প্রতি প্রবল আগ্রহ, খেলার প্রতি দুরন্ত টান। কিন্তু দারিদ্রোর চিত্র, টিনের চালার বাড়ি, বাবা পরিযায়ী শ্রমিক, অভাবের সংসারে মামার বাড়ি থেকে পড়াশোনা করছে মিসদাউল। প্রথমে আরবি নিয়ে মাদ্রাসায় ভর্তি হলেও মামা নূর আলীম সচেতনভাবে আরবির পাশাপাশি জেনারেল শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করান। জীবন সংগ্রামের সবেমাত্র প্রথম শ্রেণির মিসদাউলের প্রথমেই দুটি চমকে চমকিৎ এবং উচ্ছ্বসিত কেবলমাত্র খড়গ্রাম নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়াচ্ছে 'আমরা গর্বিত, আমরা মুর্শিদাবাদবাসী, আরও বড়ো হও মিসদাউল' । খড়গ্রাম ব্লকের ইন্দ্রানী পঞ্চায়েতের আলিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র মিসদাউল ইসলাম এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। রবিবার আলীনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিসদাউল ইসলামকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন খড়গ্রাম বিধানসভার বিধায়ক তথা মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি আশিস মার্জিত, খড়গ্রাম ব্লকের বিডিও বাপি ধর, খড়গ্রাম অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রিমি সরকার, খড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি শমসের আলী মোমিন, স্কুলের প্রধান শিক্ষক আলামিন সেখ সহ একাধিক বিশিষ্টজন ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। প্রসঙ্গত গত ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়িতে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই লং জাম্প ও দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সফল হয়েছে মিসদাউল। ৭৫ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় ছেলেদের মধ্যে ১১.৩ সেকেন্ড সময় নিয়ে প্রথম হয় সে। আর লংজাম্পে ১২ মিটার জাম্প করে প্রথম হয়েছে মিসদাউল ইসলাম। খড়গ্রাম ব্লকের বিডিও বাপি ধর বলেন, খুবই খুশির খবর। আমাদের আলিনগর প্রাথমিক স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্র মিসদাউল ইসলাম রাজ্যস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে। আমরা তাকে সংবর্ধনা দিতে পেরে খুব আনন্দিত। তার সঙ্গে তার পড়াশোনা এবং খেলার জন্য ভবিষ্যতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব। মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি আশিস মার্জিত বলেন, আমাদের ঘরের ছেলে, এই বয়সে যেভাবে সাফল্য অর্জন করেছে তাতে আমাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল করেছে। ছোট্ট ছেলেটির এই কৃতিত্বে আলিনগর প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক আলামিন সেখ বলেন, খেলার মাঠ দেখলে মন ছটফট করত মিসদাউলের। তারপর তাকে খেলার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, যা সবার মুখ উজ্জ্বল করেছে, সন্তানসম মিসদাউলের জন্য বুকটা আনন্দে ভরে গেছে। এদিকে মিসদাউল ইসলামের মা আলিমা বিবি জানান, আমরা খুব গরিব। ওর বাবা বাইরে থেকে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে। আমার ছোট্ট মিসদাউলের প্রতি প্রথম থেকেই ভরসা ছিল। লেখাপড়ার পাশাপাশি ও খেলাধুলাতেও ভাল। প্রথমেই যখন ও ব্লক স্তরের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়, তখনই বুঝেছিলাম ছেলে আরও বড় স্থান পেতে চলেছে।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে জটিল অস্ত্রোপচার চন্ডীপুরে

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কিডনিতে বিশালাকায় টিউমারের অত্যন্ত জটিল ও বিপজ্জনক অপারেশান সম্পন্ন হল পূর্ব মেদিনীপুরের চন্ডীপুর মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে। যার বিপুল ব্যয়ভার বহন করল স্বাস্থ্যসাথী কার্ড। প্রৌঢ় এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরেই ভুগছিলেন পেট ব্যাথায়। দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষায় জানা যায় ওই ব্যক্তির কিডনীতে রয়েছে বড়সড় একটি টিউমার, যা কিনা অনেকগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে যুক্ত। জটিল অপারেশানেই একমাত্র এই টিউমার নিস্কাষণ করা সম্ভব। কিন্তু আর্থিক দূরবস্থার জন্য বড় হাসপাতালে ব্যায়বহুল ও জটিল অপারেশান করাতে অপারগ ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের চন্ডীপুর থানার উরুরি গ্রামের প্রশান্ত খাটুয়া (৭৮)। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট নিয়ে চন্ডীপুরের বেসরকারী মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হন ওই প্রৌঢ়। তাঁর দূরবস্থার কথা শুনে এই হাসপাতালেই জটিল অপারেশানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৪ চিকিৎসকের নেতৃত্বে বোর্ড গঠন করে শুরু হয় অপারেশানের প্রস্তুতি। অবশেষে শনিবার রাতে প্রায় ৫ ঘন্টার চেষ্টায় প্রৌঢ়ের শরীর থেকে টিউমারটি নিস্কাষণ সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে ওই রোগীর অবস্থা স্থিতিশীল। অপারেশানের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড। তত্বাবধান করেছে চন্ডীপুরের বেসরকারী মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল। হাসপাতালের সুপার ডাঃ পার্থপ্রতীম দাস জানান, কিডনিতে এতবড় টিউমারের অপারেশান। অত্যন্ত জটিল, বিপজনক ও ব্যায়সাধ্য। রাজ্যের কোনও মফঃস্বলে এধরণের অস্ত্রোপচার বিরল ঘটনা। রোগীর পরিবার একাধিক প্রথমসারির হাসপাতালে গিয়েও টাকার অভাবে ফিরে আসেন চন্ডীপুরে। এরপরেই ওঙ্কো সার্জন ডাঃ শিবাশীষ মাইতি, ইউরো সার্জন ডাঃ সুরেশ বাজোরিয়া, জেনারেল সার্জেন ডাঃ মধুসূদন পাঁজা এবং অ্যানাস্থেসিস্ট ডাঃ কল্যান মিদ্যার তত্বাবধানে জটিল অপারেশানটি সম্ভব হয়েছে। তিনি জানান, ওই ব্যক্তির পেট থেকে ৬ কেজি ২০০ গ্রাম ওজনের এবং ২৩ সেমি/ ৭.৪ সেমি আকারের টিউমার নিস্কাষণ করা হয়েছে। চন্ডীপুরের বেসরকারী হাসপাতালের ডিরেক্টর পবিত্র জানা জানান, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমেও অনেক ব্যয়বহুল জটিল অপারেশান সম্ভব। ওই ব্যক্তি বেশ কিছুদিন যাবৎ কষ্ট পাচ্ছিলেন, কিন্তু আর্থিক সমস্যার জেরে অপারেশান হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমরা রোগীকে স্বাস্থ্যসাথীর মাধ্যমে অপারেশানের সিদ্ধান্ত নিই। সমস্ত অনুমোদন পাওয়ার পরেই শনিবার রাতে ওই রোগীর সফল অস্ত্রোপচার সম্ভব হয়েছে।

Name Change

I, RAMANDEEP KAUR (old name) D/o SUKHDEV SINGH SIVIA,R/O 3rd floor,42/17 Bedia danga 2nd lane PO-TILJALAPS-KASBA, KOLKATA-700039 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my & my father's name (Shall Hence forth be known as) RAMANDEEP KAUR SIVIA , vide an affidavit sworn before the Notary Public at kolkata on 21/02/ 2023. RAMANDEEP KAUR And RAMANDEEP KAUR SIVIA all are same and one identical persons.

রাহুলের বদলে গিলকে ইন্দোরে খেলানোর পরামর্শ

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ইন্দোরে বুধবার থেকে শুরু ভারত-অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্ট। এই টেস্টে ভারতের একাদশে পরিবর্তনের জোরালো সম্ভাবনা। ভারতের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী ইন্দোরে লোকেশ রাহুলের জায়গায় শুভমান গিলকে খেলানোর পক্ষে সওয়াল করলেন। পরিস্থিতি সেদিকেই যাচ্ছে। আইসিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রবি শাস্ত্রী বলেছেন, সহ অধিনায়ক কে হবেন তা টিম ম্যানেজমেন্টই ঠিক করবে। টিম ম্যানেজমেন্টে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা রাহুলের ফর্ম ও তাঁর মানসিক অবস্থার কথা জানেন। শুভমান গিলের বিষয়েও তাঁদের মনোভাব কী সেটা লক্ষ্যণীয়। আমি সব সময়ই বিশ্বাস করি সহ অধিনায়ক হিসেবে কারও নাম আগে ঘোষণা করাটা ঠিক নয়। আমি সব সময় সেরা একাদশ নামানোর পক্ষপাতী। যদি কখনও অধিনায়ককে মাঠের বাইরে যেতে হয় তখন ওই সময়ের জন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়া উচিত। এতে কোনওরকম জটিলতাও তৈরি হয় না। নাগপুর ও দিল্লি টেস্টে রাহুলকে সহ অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। যদিও ইন্দোর ও আমেদাবাদ টেস্টের দল ঘোষণার সময় তা করা হয়নি। রাহুল ফর্মেও নেই। রবি শাস্ত্রী বলেন, যদি সহ অধিনায়ক পারফর্ম করতে না পারেন তখন তাঁর জায়গায় কাউকে আনা যেতে পারে। আমাকে কেউ কঠোর ভাবতেই পারেন, কিন্তু দেশের মাটিতে সহ অধিনায়ক রাখার বিষয়টি আমি পছন্দ করি না। বিদেশ হলে আলাদা কথা। দেশের মাটিতে ফর্মে থাকা ক্রিকেটারকে খেলানো উচিত। দারুণ ফর্মে থাকা শুভমান গিলের মতো কাউকে। লোকেশ রাহুল সম্পর্কে প্রাক্তন ভারতীয় কোচ রবি শাস্ত্রী বলেন, রাহুল অসাধারণ ক্রিকেটার। কিন্তু প্রতিভার প্রতি সুবিচার করে ভালো পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে। ভারতীয় দলে কড়া নাড়ার জন্য এ দেশে প্রতিভার অভাব নেই। শুধু লোকেশ রাহুলের কথাই বলছি না, মিডল অর্ডার এবং বোলিং লাইন আপের নিরিখেও একই কথা প্রযোজ্য।

কৃতজ্ঞ কার্তিক

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ চলতি বছরের আইপিএল শুরু হতে চলেছে ৩১ মার্চ থেকে। ভারত-সহ ক্রিকেট বিশ্ব ফের কেঁপে উঠবে টি-২০ যুদ্ধে। করোনার পর এই প্রথমবার হোম অ্যাওয়ে ফর্ম্যাটে ফিরছে কোটিপতি লিগ। গত বছর ভারতের মাটিতে এই টুর্নামেন্ট হলেও গ্রুপ পর্বের খেলা হয়েছে মুম্বই এবং পুণেতে। এবার আগের চেহারায় দেখা যাবে আইপিএলকে। আর এবারের আইপিএলকে ঘিরে উন্মাদনা শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে এবার আইপিএল শুরু হওয়ার আগে ভারতের মাটিতে বসতে চলেছে প্রথম উইমেন্স প্রিমিয়র লিগ। আর টুর্নামেন্টকে সুপার ডুপার হিট করাতে প্রস্তুত বিসিসিআইও। ইতমধ্যেই সব রকম প্রস্তুতি মোটামুটি সারা। অনুশীলনও শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু মাঠে নামার অপেক্ষা। মেয়েদের এই টুর্নামেন্টের পরই শুরু হবে আইপিএল। ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে সব দল। বেশ কিছু ক্রিকেটার জাতীয় দলের খেলা শেষ করেই যোগ দেবেন আইপিএল দলে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের একটি অনুষ্ঠানে কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন অধিনায়ক দীনেশ কার্তিক বলেন, কলকাতা নাইট রাইডার্সের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর স্যারকে অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই। আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর আমাকে কিনে নেওয়ার পরও নাইট রাইডার্সের সিইও আমাকে অভিষেক নায়ারের সঙ্গে কেকেআর অ্যাকাডেমিতে প্র্যাকটিস করার অনুমতি দেন। উনি আমার বাবার মতো।

সৌরভের বায়োপিক নিয়ে ধোঁয়াশা রাখলেন রণবীরও

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ইডেন গার্ডেন্সে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বলিউড তারকা রণবীর কাপুর। তাঁর নতুন ছবি 'তু ঝুঠি ম্যায় মক্কার'-এর প্রচারে এদিন কলকাতায় এসেছিলেন ঋষি-নীতুর পুত্র। সাংবাদিক সম্মেলন সেরে পৌঁছে যান ক্রিকেটের নন্দনকাননে। ইডেনে পৌঁছে সৌরভের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেই মাঠে চলে যান রণবীর। ক্রিকেটও খেলেন। তবে বায়োপিক নিয়ে দু'জনের কেউ কিছু বলেন কিনা তা নিয়েই ছিল সকলের আগ্রহ। ইডেনে ড্রেসিংরুমের সামনের লনে দাঁড়িয়ে চলল ফোটোসেশনের পালা। ঝুঠি একাদশ ও মক্কার একাদশের মধ্যে একটি প্রদর্শনী ম্যাচেরও বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। টস করলেন সৌরভ ও রণবীর। সৌরভের বলে পুল শট মারতে দেখা যায় রণবীরকে। সৌরভও ব্যাট হাতে স্টেপ আউট করে বড় শট মারলেন, দেখা গেল চেনা কভার ড্রাইভও। রণবীর কাপুর আইএসএলে মুম্বই সিটি এফসির সঙ্গে যুক্ত। ক্রিকেটের নন্দনকাননে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের সঙ্গে এই ম্যাচটি বেশ উপভোগই করেছেন রণবীর। বললেন, দাদার মতো একজন ক্রিকেটারের ১০টা বল ইডেনে খেলতে পারলাম। এটি সত্যিই মনে রাখার মতো অভিজ্ঞতা। রণবীরের এই নতুন ছবির প্রযোজনা সংস্থা লাভ ফিল্মস সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকও করবে। সৌরভের নিজের পছন্দ তাঁর চরিত্রে অভিনয় রণবীরই করুন। যদিও রণবীরের এই কলকাতা সফরের আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দফতর ও লাভ ফিল্মসের তরফে জানানো হয়েছিল, সৌরভের বায়োপিকে কে অভিনয় করবেন তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। আজ রণবীরও জানালেন, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো বিশ্ব ক্রিকেটের খ্যাতনামা ক্রিকেটারের বায়োপিক নিঃসন্দেহে অসাধারণ হবে। তবে আমি এই ছবি তৈরির ব্যাপারে কিছু জানি না। অভিনয়ের প্রস্তাবও আসেনি। আমি আপাতত নতুন ছবির প্রচারেই এসেছি। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, রণবীর বিখ্যাত পরিবার থেকে এসেছেন। বাবা-মায়ের মতো তিনিও একজন দারুণ অভিনেতা। তাঁর ছবিগুলিও আমি দেখি। রণবীরের স্ত্রী আলিয়াও ভালো অভিনেত্রী, সে সব নিয়েই কথা হলো। প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি ফের জানান, তাঁর বায়োপিকের চিত্রনাট্য তৈরির কাজ চলছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম চূড়ান্ত হয়নি। রণবীরের আপকামিং ফিল্মের জন্য শুভেচ্ছাও জানান সৌরভ। সৌরভ ও রণবীর একে অপরের জার্সির পিছনে অটোগ্রাফও দিলেন। সব কিছুই হলো। কিন্তু সৌরভের বায়োপিকে মুখ্য চরিত্রে কে অভিনয় করবেন, সেই ধোঁয়াশা রয়ে গেল এখনও। উল্লেখ্য, রণবীর কাপুর এর আগে সঞ্জয় দত্তর বায়োপিকে অভিনয় করেছেন। তবে তিনি আর কোনও বায়োপিকে অভিনয় করবেন না বলেই ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন। মিতালি রাজের বায়োপিকের পর আজ আরও একটি হিন্দি ছবির প্রচার ঘিরে সরগরম ছিল ইডেন।

বর্ষসেরার লড়াইয়ে মেসি-এমবাপে

প্যারিস, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা, এরপরই জানা যাবে ফিফা বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের নাম। পিএসজির দুই সতীর্থ লিওনেল মেসি ও কিলিয়ান এমবাপের সাথে ব্যালন ডি'অর বিজয়ী রিয়াল মাদ্রিদ তারকা করিম বেনজেমার মধ্যে যেকোন একজনের হাতে উঠবে সেরার পুরস্কার। সোমবার প্যারিসে এক বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে বর্ষসেরার বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ উপহার দেওয়া মেসিকেই এবারের সেরা পুরস্কারের তালিকায় ফেবারিট মানা হচ্ছে। তবে কাতার বিশ্বকাপে ফ্রান্সের হয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করা এমবাপেও অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন। সাতবার ব্যালন ডি'অর জয়ী মেসি ২০১৬ সাল থেকে প্রবর্তিত ফিফা বর্ষসেরা পুরস্কার ২০১৯ সালে একবারই জয় করেছেন। গত দুই বছর এই পুরস্কার জয় করেছেন পোলিশ তারকা রবার্ট লিওয়ানদোস্কি। দুইবারই মেসি সেরা তিনজনের মধ্যে ছিলেন। গত বছর আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ উপহার দেওয়ার পুরস্কার হিসেবে এবার বর্ষসেরার ট্রফিটি উঠতে পারে ৩৫ বছর বয়সী মেসির হাতে। ফিফা সদস্যভুক্ত প্রতিটি দেশের জাতীয় দলের কোচ ও অধিনায়ক ও একজন করে ক্রীড়া সাংবাদিক সেরা খেলোয়াড়কে ভোট দিয়ে থাকেন। অনলাইনে সমর্থকরাও তাদের প্রিয় তারকাকে ভোট প্রদান করতে পারেন। ১৯৬৬ সালে জিওফ হার্স্টের পর প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এমবাপে। তার কৃতিত্বেই ফ্রান্স নির্ধারিত সময়ের পর অতিরিক্ত সময়ে ফ্রান্স ৩-৩ গোলের ড্র নিয়ে লড়াইয়ে টিকে ছিল। এরপর পেনাল্টি শ্যুট আউটে ফ্রান্স আর পেরে উঠেনি। ফাইনালের পরপরই ২৪ বছরে পা দিয়েছেন এমবাপে। আট গোল করে এমবাপে টুর্নামেন্ট সর্বোচ্চ গোলতাদার ট্রফি গোল্ডেন বুট ও মেসি পেয়েছেন টুর্নামেন্ট সেরা গোল্ডেন বল ট্রফি। লিগ ওয়ানের শীর্ষ গোলদাতা এমবাপ্পে ফ্রান্সেরও বর্ষসেরার খেলোয়াড় মনোনীত হয়েছেন। প্রাক্তন ব্যালন ডি'অর বিজয়ী রুড গুলিত স্বীকার করেছেন বিশ্বকাপ জয়ের কারনেই মেসিরই এবার বর্ষসেরা মনোনীত হবার সম্ভাবনা বেশী। তবে এমবাপের প্রতিও তার সমান শ্রদ্ধা রয়েছে। তার মতে, এমবাপেও সমপর্যায়ে রয়েছে। ফাইনালে সে যা খেলেছে, যে দায়িত্ব পালন করেছে তা অবিশাস্য। চোটের কারনে বিশ্বকাপে খেলতে না পারায় বেনেজেমার আরও একটি ব্যক্তিগত পুরস্কার জয়ের সম্ভাবনা অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে। ৩৫ বছর বয়সী রিয়াল মাদ্রিদের এই স্ট্রাইকার গত মরশুমে ৪৬ ম্যাচে ৪৪ গোল করেছেন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও লা লিগা জয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। মহিলাদের বিভাগে বর্তমান ব্যালন ডি'অর ও ফিফা বর্ষসেরা পুরস্কার জয়ী অ্যালেক্সিয়া পুটেলাস এবারও তিনজনের সংক্ষিপ্ত তালিকয় জায়গা করে নিয়েছেন। হাঁটুর চোটের কারনে গত বছরের জুলাই থেকে তিনি মাঠের বাইরে রয়েছেন। এই তালিকায় থাকা অপর দু'জন হলেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড বিথ মিড ও মার্কিন তারকা অ্যালেক্স মরগ্যান। কোচের ক্যাটাগরিতে রয়েছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী লিওনেল স্কালোনি, রিয়াল মাদ্রিদের কার্লো আনচেলত্তি ও ম্যানচেস্টার সিটির পেপ গার্দিওলা। মহিলা কোচের তালিকায় ইংল্যান্ডের ইউরো ২০২২ জয়ী সারিনা উইগম্যান, লিঁওর সোনিয়া বোমপাস্তোরও ব্রাজিলের পিয়া সানডাগে রয়েছেন। সেরা গোলের পুরস্কার পুসকাস অ্যাওয়ার্ডের জন্য ব্রাজিল তারকা রিচার্লিসনের বিশ্বকাপে সার্বিয়ার বিপক্ষে দুর্দান্ত বাইসাইকেল কিকের গোলটি এগিয়ে রয়েছে। এই তালিকায় আরও রয়েছেন মার্সেইর দিমিত্রি পায়েট ও পোলিশ মারকিন ওলেক্সের গোলটি।

ইরানি ট্রফিতে বাংলার ৪ ক্রিকেটার

গোয়ালিয়র, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ইরানি কাপে গোয়ালিয়রে বুধবার থেকে মুখোমুখি হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ ও অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশ। রবিবার দুটি দলই ঘোষণা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশকে নেতৃত্ব দেবেন ময়াঙ্ক আগরওয়াল। আঙুলের চোটের কারণে খেলতে পারবেন না সরফরাজ খান। ময়াঙ্কের নেতৃত্বাধীন দলে সুযোগ পেয়েছেন বাংলার চার ক্রিকেটার। ময়াঙ্ক আগরওয়াল এখন ভারতীয় দলে সুযোগ না পেলেও সদ্যসমাপ্ত রঞ্জি ট্রফিতে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী হয়েছিলেন। ৯ ম্যাচে ১৩ ইনিংসে ৯৯০ রান করেছেন। সর্বাধিক ২৪৯, গড় ৮২.৫০। তিনটি শতরান ও ৬টি অর্ধশতরান করেন। আইপিএলে তিনি গত বছর পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক ছিলেন। কিন্তু এবার তাঁকে দলে নিলেও অধিনায়ক করেনি সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ইরানি অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশকে তিনিই নেতৃত্ব দেবেন। বাংলা থেকে চারজন ক্রিকেটার অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশ দলে রয়েছেন। রঞ্জিতে এবার সুদীপ ঘরামি তিনটি শতরান ও পাঁচটি অর্ধশতরানসহ ১০ ম্যাচে ৮০৩ রান করেছিলেন। অভিমন্যু ঈশ্বরনকে বাংলাদেশ সফরে ভারতীয় এ দলের অধিনায়ক করা হলেও বাংলা খেলেছে মনোজ তিওয়ারির অধিনায়কত্বে। অভিমন্যু ভারতের টেস্ট দলেও ডাক পেয়েছিলেন। কিন্তু অভিষেক হয়নি। বাংলার হয়ে রঞ্জিতে ৮ ম্যাচে তিনি ৭৯৮ রান করেন, তিনটি করে শতরান ও হাফ সেঞ্চুরি-সহ। ঈশ্বরনকে অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশের অধিনায়ক করা হয়নি। ময়াঙ্কের নেতৃত্বেই খেলবেন। দলে নাম নেই সরফরাজ খানের। তিনি কলকাতায় দিল্লি ক্যাপিটালসের ফিনসেস ক্যাম্পে রয়েছেন। তাঁর আঙুলে চোট থাকায় দিন দশেকের বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বাংলার পেসারদের মধ্যে মুকেশ কুমার ও আকাশ দীপ রয়েছেন অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশ দলে। মুকেশ কুমার ভারতের সীমিত ওভারের দলে ডাক পেয়েছিলেন। বাংলাদেশেও ভারতীয় এ দলের হয়ে ভালো খেলেছেন। রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন সৌরাষ্ট্র থেকে দুজন সুযোগ পেয়েছেন অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশ দলে। তাঁরা হলেন উইকেটকিপার-ওপেনার হার্ভিক দেশাই ও পেসার চেতন সাকারিয়া। তবে উইকেটকিপার হিসেবে উত্তর প্রদেশের উপেন্দ্র যাদবেরই সুযোগ পাওয়ার বেশি সম্ভাবনা। ময়াঙ্ক ও অভিমন্যু ওপেন করবেন। মধ্যপ্রদেশ গত বছরের রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে ইরানি কাপ খেলছে। আদিত্য শ্রীবাস্তবের অনুপস্থিতিতে দলকে নেতৃত্ব দেবেন হিমাংশু মন্ত্রী। গত বছরের জুনে রঞ্জিজয়ী দলের অনেকেই ইরানি কাপ খেলবেন। রজত পাতিদার, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, আবেশ খানরা রয়েছেন। এবার মধ্যপ্রদেশকে হারিয়ে রঞ্জি ফাইনালে গিয়েছিল বাংলা। যদিও ইডেনে সৌরাষ্ট্রর কাছে হেরে যায়।

নিউজিল্যান্ডকে লড়াইয়ে ফেরাল ল্যথাম-কনওয়ে

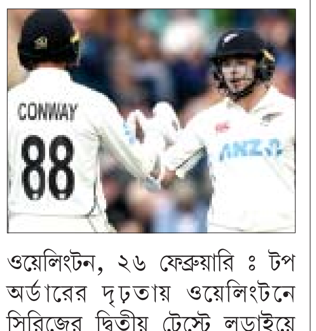

ওয়েলিংটন, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ টপ অর্ডারের দৃঢ়তায় ওয়েলিংটনে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে লড়াইয়ে ফিরেছে নিউজিল্যান্ড। তৃতীয় দিন শেষে ব্ল্যাক ক্যাপসরা দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ২০২ রান সংগ্রহ করেছে। ফলো-অনে পড়া নিউজিল্যান্ডকে খাদের কিনারা থেকে টেনে তুলেনে দুই ওপেনার টম লাথাম ও ডেভন কনওয়ে। তৃতীয় দিন শেষে সফরকারী ইংল্যান্ড ২৪ রানে এগিয়ে রয়েছে। কেন উইলিয়ামসন ধৈর্যশীল ইনিংস উপহার দিয়ে দিনশেষে ২৫ রানে অপরাজিত রয়েছেন। আর মাত্র চার রান করতে পারলে নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ টেস্ট রান সংগ্রাহক রস টেলরকে ছাড়িয়ে যাবেন উইলিয়াসন। সোমবার চতুর্থ দিনে হেনরি নিকোলসকে (১৮ রানে অপরাজিত) নিয়ে খেলা শুরু করবেন। দুই ম্যাচ সিরিজে প্রথম ম্যাচে পরাজিত নিউজিল্যান্ডের সামনে এই টেস্ট রক্ষা করাও কঠিন হয়ে পড়েছেন। বেসিন রিসার্ভের মাঠে ফলো-অনে পড়ার পর শুধুমাত্র ইংল্যান্ড দুইবার ও ভারত একবার টেস্ট জয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। আগেরদিন প্রথম ইনিংসে ৭ উইকেটে ১৩৮ রানে শেষ হয়েছিল নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং। আজ তৃতীয় দিনে সকালের সেশনের মাঝামাঝি সময়ে ২০৯ রানে গুটিয়ে যায় কিউইরা। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৮ উইকেটে ৪৩৫ রানে ডিক্লেয়ার করার কারনে ২২৬ রানে পিছিয়ে থেকে ফলোঅনে পড়ে কিউইরা। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামা নিউজিল্যান্ডকে দারুন এক সূচনা এনে দেয় দুই ওপেনার। লাথাম (৮৩) ও কনওয়ে (৬১) মিলে ১৪৯ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়ে তুলেন। ইংল্যান্ডের দুর্দান্ত সিম বোলিংয়ের বিপরীতে নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনার কিছুটা হলেও নিজেদের প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে। মাত্র ১৮ রানের মাথায় দুই ওপেনারসহ উইল ইয়ং (৮) সাজঘরে ফিরে গেলে নিউজিল্যান্ডের ইনিংস দাঁড়ায় ৩ উইকেটে ১৬৭। এরপর উইলিয়ামসন ও নিকোলস এসে দলের হাল ধরেন। বাঁহাতি স্পিনার জ্যাক লিচ ৩১ ওভারে ৫৯ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। অনিয়মিত বোলার জো রুটও বলে ভাল টার্ন পেয়েছেন। তার বলেই লাথাম এলবিডব্লিউর ফাঁদে পড়েন। টানা সাত টেস্ট ম্যাচ জয়ের পথে এখনো চালকের আসনে রয়েছে ইংল্যান্ড। মাউন্ট মনগানুইতে প্রথম টেস্টে ২৬৭ রানে জয়লাভের পর ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জয়ের পথে ইংলিশরা দারুণভাবে এগিয়ে চলেছে। ফর্মহীনতায় থাকা উইলিয়ামসনকে সাজঘরে পাঠাতে পারলেও ইংল্যান্ডের জয় তরান্বিত হবে। আগের তিন ইনিংসে মাত্র ১১ রান করা উইলিয়ামসনের ওপর কিউইদের ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করছে। আর চার রান করতে পারলে গত বছর অবসরে যাওয়া দীর্ঘদিনের সতীর্থ টেলরের রেকর্ড ৭৬৩৮ রান ছাড়িয়ে যাবেন উইলিয়ামসন।

ব্যাজবল নিয়ে সতর্ক করলেন অশ্বিন

ইন্দোর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ব্রেন্ডন ম্যাকালাম ইংল্যান্ডের কোচ হওয়ার পর এবং বেন স্টোকস টেস্ট দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ব্রিটিশরা টেস্ট ক্রিকেটেও আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের পন্থা অবলম্বন করেছে। এতে টেস্ট ক্রিকেটের চিত্রটাই বদলে গিয়েছে। ম্যাকালামের স্ট্র্যাটেজিতে ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা প্রতিপক্ষ দলের বোলারদের উপর চাপ দিতে বেশ সফল হয়ে থাকেন। ইংল্যান্ডের এই আগ্রাসী ক্রিকেট খেলার ধরনই ব্যাজবল নামে পরিচিত। আর এই স্ট্র্যাটেজিতে বেন স্টোকসের দল টেস্ট ক্রিকেটে অসাধারণ সাফল্য পাচ্ছে। ব্যাজবলই ইংল্যান্ড দলকে ধারাবাহিক ভাবে টেস্ট জিততে সাহায্য করছে। তবে এই কৌশলের সুবিধা এবং অসুবিধা, দুই-ই আছে। আর সে কথাই জানিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার তারকা স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তিনি দাবি করেছেন, সব জায়গায় ব্যাজবল সফল হবে না। অশ্বিন নিজের ইউটিউব চ্যানেলে এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, টি-টোয়েন্টির মতো টেস্টে খেলা যাবে না। দ্বিতীয়ত, এখন ব্যাজবল বলে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে। ইংল্যান্ড খুব গতিময় ক্রিকেট খেলছে। একটা নির্দিষ্ট ঘরানা তৈরি করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছু কিছু উইকেটে প্রতি বলে মারার চেষ্টা করতে গেলে ব্যর্থ হতে হবে। আগ্রাসী ক্রিকেটের সুবিধা এবং অসুবিধা দুই-ই আছে। মাঝে মাঝে পিচের অবস্থাকেও সমীহ করতে হয়। তিনি আরও বলেন, কেউ কেউ বলবেন ডিফেন্ড না করে ১০০ রানে অলআউট করার কথা, আমি কঠোর পরিশ্রম করে ১৪০ রানে অলআউট করব। গেমটি শেষ হলেই আমরা জানতে পারব যে, এই পদ্ধতিটি কাজ করে কিনা। কখনও কখনও উইকেটের কন্ডিশনকে সম্মান করতে হয়। আপনি যদি পিচকে সম্মান করেন এবং সেই অনুযায়ী খেলতে পারেন, তা হলে পিচও আপনাকে সম্মান করবে। আপনি যদি পিচকে সম্মান করেন তবে আপনি এর সুবিধাও পাবেন। পিচ কতটা পার্থক্য গড়ে দিতে পারে ম্যাচে, সেটা ভারতে খেলতে এসে টের পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ঘূর্ণি পিচে ব্যাজবলের মতো আগ্রাসী ক্রিকেট চলবে না, সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন অশ্বিন। প্রসঙ্গত ম্যাকালাম কোচ হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ভারতে আসেনি ইংল্যান্ড। তবে ২০২৪-এর শুরুতেই পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে ভারতে আসবে তারা। তার আগেই অশ্বিন কিছুটা সাবধানই করেছেন ইংল্যান্ড টিমকে। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অশ্বিন মনে করিয়ে দিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার ডব্লিউভি রমনের কথা। বলেছেন, রমন আমাকে মাঝে মাঝেই বলত, উইকেটের বিরুদ্ধে কখনও লড়তে যেও না। সুইমিং পুলে যে ভাবে সাঁতার কাটো, সেটা কি সমুদ্রে গিয়েও কাটবে? পারবে না, তাই তো? ঠিক সে ভাবেই পিচকে ভালো করে বুঝে নিয়ে সেই মতো খেলার চেষ্টা করো। তা হলে পিচও তোমাকে বুঝতে পারবে। আমি সেটা এখনও মাথায় রাখি।

অজিদের হোয়াইটওয়াশ করবে ভারত

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চার ম্যাচের চলতি বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে রোহিত শর্মার ভারত ২-০ এগিয়ে ট্রফি ধরে রেখেছে। নাগপুরে প্রথম ম্যাচে ভারত ইনিংস ও ১৩২ রানে জিতেছিল। দ্বিতীয় টেস্টে দেশের রাজধানীতেও জয়ধ্বজা উড়িয়েছে টিম ইন্ডিয়া। রোহিত শর্মা অ্যান্ড কোং দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে প্যাট কামিন্সদের হারিয়েছে ৬ উইকেটে। আগামী ১ মার্চ থেকে ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে শুরু ভারত-অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্ট। ৯ মার্চ থেকে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে শুরু হবে সিরিজের চতুর্থ তথা শেষ টেস্ট। ইতিমধ্যেই চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ভারত ২-০ জিতে ট্রফি ধরে রেখেছে। এবার রোহিতরা অজিদের হোয়াইটওয়াশ করবেন। এমনই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি ও অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সৌরভ এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আমি তো দেখতে পাচ্ছি যে, ৪-০ হবে। ভারতকে হারানো কঠিন হবে অস্ট্রেলিয়ার জন্য। এই পরিবেশে আমরা অস্ট্রেলিয়ার থেকে অনেক এগিয়ে থাকা দল। ভারতের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রীও সৌরভের সুরেই গলা মিলিয়েছেন। শাস্ত্রী বলেন, ৪-০ জয়ে ভারত প্রতিপক্ষকে মানসিক ভাবে বড় ধাক্কা দিতে পারবে। প্রভাব পড়বে। অস্ট্রেলিয়ার ফাস্টবোলারদের অনেকেই আহত। মানসিক ভাবে ভারত যে জায়গায় আছে, তাতে করে ভারতের এই বিশ্বাস আছে যে, তারা অস্ট্রেলিয়ার থেকে এগিয়েই থাকবে। শাস্ত্রীর মতে অস্ট্রেলিয়া নিজেদের বিশ্বাসটাই হারিয়ে ফেলেছে যে, তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। অন্যদিকে মায়ের অসুস্থতার জন্য প্যাট কামিন্স দেশে ফিরে গিয়েছিলেন দিল্লি টেস্ট খেলেই। কিন্তু কামিন্সের মা সেরে না ওঠায় তিনি ইন্দোর টেস্টে নামতে পারছেন না। তাঁর জায়গায় দলকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ। এর আগে চোটের জন্য তারকা পেসার জেশ হ্যাজেলউড ও ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার ফিরেছেন দেশে। মিচেল স্টার্ক আদৌ বাকি সিরিজে খেলতে পারবেন কিনা সেই বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই। অলরাউন্ডার ক্যামেরুন গ্রিন তো সিরিজ শুরু হওয়ার আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন। এই তালিকায় জুড়ে গিয়েছিল অ্যাস্টন আগারের নাম। আর এবার তালিকায় কামিন্স নিজের নাম তুলে ফেললেন।

খারাপ সময় কাটাতে মহাকালের দ্বারস্থ রাহুল

ইন্দোর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজের তৃতীয় ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে। দুই দলই এই ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। দুই দলই এখন ইন্দোরে পৌঁছে গিয়েছে। এই সিরিজে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স দুর্দান্ত হলেও ওপেনার কেএল রাহুল এখনও পর্যন্ত বিশেষ কিছু করতে পারেননি। এমন অবস্থায় সমালোচনার শিকার হয়েছেন তিনি। কেএল রাহুলকে নিয়ে ভেঙ্কটেশ প্রসাদ সমালোচনার ঝড় তুলেছেন। এবার নিজের খারাপ সময় কাটাতে ও ফর্মে ফিরতে ম্যাচের আগে স্ত্রী আথিয়াকে নিয়ে উজ্জয়নের বাবা মহাকাল মন্দিরে পৌঁছেছিলেন কেএল রাহুল। মহাকালের আশীর্বাদ নেন ভারতের এই ওপেনার। যখনই টিম ইন্ডিয়া একটি ম্যাচের জন্য ইন্দোরে আসে, খেলোয়াড়রা অবশ্যই ইন্দোর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে উজ্জয়নে যান। এমন পরিস্থিতিতে রবিবার সকালে নিজের স্ত্রী আথিয়া শেঠিকে নিয়ে মহাকালের দরজায় পৌঁছে যান দলের তারকা খেলোয়াড় কেএল রাহুল। এখানে তারা উভয়েই ভস্ম আরতিতে অংশ নিয়েছিলেন। যার জন্য তারা উভয়েই ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরেছিলেন। এর ভিডিয়োটিও প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে এই দম্পতিকে আরতিতে অংশ নিতে দেখা গিয়েছে। সেখানে শিব মূর্তির পূজা করে প্রণাম করেন কেএল রাহুল। ভারতীয় দলের ওপেনার কেএল রাহুল বর্তমানে খারাপ ফর্মের সঙ্গে লড়াই করছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুই টেস্টেই তাঁর ব্যাট থেকে রান আসেনি। এ কারণে সহ-অধিনায়কত্বও হারাতে হয় তাঁকে। একইসঙ্গে তৃতীয় টেস্টে রাহুলের খেলা নিয়েও সংশয় রয়েছে। যদি তিনি সুযোগ পান, তবে বিশেষ কিছু করা তাঁর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। রাহুল যে খারাপ ফর্মের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, সেই কারণেই তাঁর কাছে ইন্দোর টেস্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। কারণ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে এটি কেএল রাহুলের শেষ সুযোগ হতে পারে। তাই যদি বাবা মহাকাল তাঁকে আশীর্বাদ করেন তবে তিনি অবশ্যই এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন। এই বছরের শুরুতে অর্থাৎ ২০২৩ সালের ২৩ জানুয়ারি, দীর্ঘ অপেক্ষার পর, আথিয়া এবং রাহুলের বিয়ে হয়। সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে খুব আড়ম্বর সহকারে গাঁটছড়া বাঁধেন এই দম্পতি। এদিকে, রাহুলের শ্বশুর এবং বিখ্যাত বলিউড তারকা সুনীল শেঠি তাঁর জামাইয়ের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের গল্প বর্ণনা করেছেন। সুনীল শেঠি এবং রাহুলের প্রথম দেখা হয়েছিল ২০১৯ সালে একটি বিমানবন্দরে।

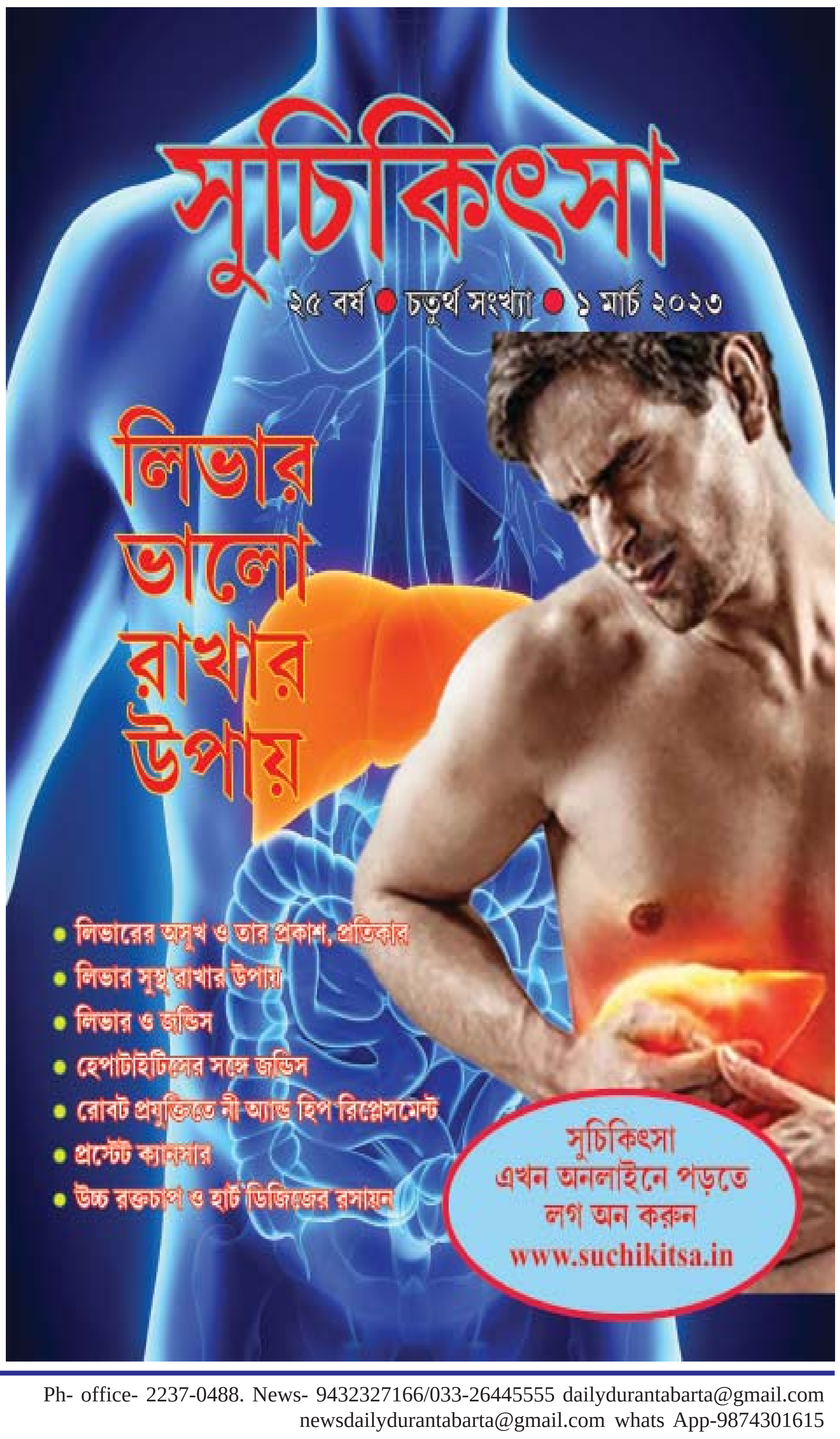

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615